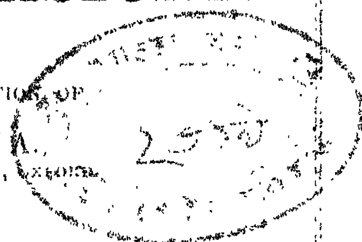
R. SPINK & CO.'S SCHOOL SERIES
No. 1.

# THE WORLD'S HISTORY.

COMPILED UNDER THE DIRECTION OF

E. LETHBRIDGE, M.A.,
LATE SCHOLAR OF EXETER COLLEGE, OXFORD.

PRICE, EIGHT ANNAS.

থ্যাকার স্পিঙ্ক এণ্ড কোম্পানির বিদ্যালয়-ব্যবহার্য্য পুস্তক।

# জগতের ইতিবৃত্ত।

অধ্যাপক ই. লেথব্রিজ্. এম. এ.
মহোদয়ের আদেশানুসারে বঙ্গভাষায় অনুবাদিত।

মূল্য আট আনা।

CALCUTTA:
THACKER, SPINK AND CO.
BOMBAY: THACKER, VINING & CO. MADRAS: HIGGINBOTHAM & CO.
LONDON: W. THACKER AND CO.

1875.

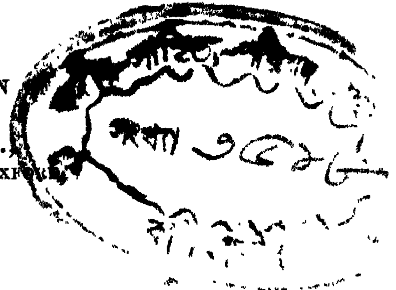
# THE WORLD'S HISTORY.

---

জগতের ইতিবৃত্ত।

THACKER, SPINK & CO.'S SCHOOL SERIES
NO. 1.

# THE WORLD'S HISTORY.



COMPILED UNDER THE DIRECTION OF

E. LETHBRIDGE, M.A.,
LATE SCHOLAR OF EXETER COLLEGE, OXFORD.

PRICE, EIGHT ANNAS.

---

থ্যাকার স্পিঙ্ক এণ্ড কোম্পানির বিদ্যালয় ব্যবহার্য্য পুস্তক।

# জগতের ইতিবৃত্ত।

অধ্যাপক ই. লেথ্‌ব্রিজ্, এম. এ.
মহোদয়ের আদেশানুসারে বঙ্গভাষায় অনুবাদিত।

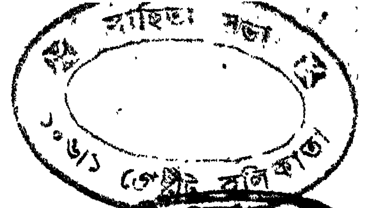
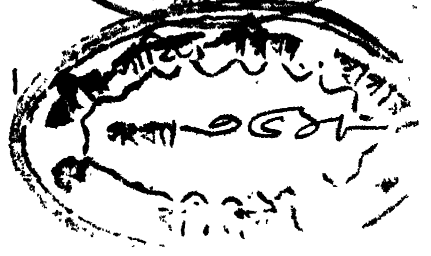
মূল্য আট আনা।

---

CALCUTTA:
THACKER, SPINK AND CO.
BOMBAY: THACKER, VINING & CO. MADRAS: HIGGINBOTHAM & CO.
LONDON: W. THACKER AND CO.

1875.

CALCUTTA:
PRINTED BY THACKER, SPINK AND CO.

# জগতের ইতিবৃত্ত।

## প্রথম অধ্যায়।

### ইতিহাসের পূর্ব্বকাল।

আমরা দেখিতে পাই গারোজাতি বাঙ্গালীদের অপেক্ষা কম সভ্য। গারোরা লৌহের অস্ত্রশস্ত্র প্রস্তুত করিতে সমর্থ নয়। তাহাদের কোন লিপিগত ভাষা নাই; কোন নিয়মিত শাসনপ্রণালীও নাই। প্রত্যেক গ্রামে যে কেহ বলিষ্ঠ থাকে সেই প্রভুত্ব করে; তাহাকে কোন রাজার বা জাতীয় সভার আদেশবশ হইয়া কার্য্য করিতে হয় না।

ইংরাজেরা জাহাজে করিয়া পৃথিবীর সমস্ত দেশ পরিভ্রমণ করিয়া থাকেন, এবং গারোদের অপেক্ষা কতশত অসভ্যজাতি দেখিতে পান। কতকগুলি জাতি লৌহের অস্ত্রশস্ত্র প্রস্তুত করিতে জানে না। ইহারা দ্বীপে অথবা বহুদূরস্থিত দেশে বাস করে, সুতরাং কোন লৌহের অস্ত্রশস্ত্র ক্রয় করিতেও সমর্থ হয় নাই। ইহারা কেবল শাণিত প্রস্তরের অস্ত্রশস্ত্র নির্ম্মাণ করিতে পারে। এরূপ অস্ত্রে বন কর্ত্তন, ভূমিকর্ষণ বা গৃহাদি প্রস্তুত করন দুষ্কর। এই উপায়বিহীন অসভ্যজাতিরা পশুবৎ জীবিকা নির্ব্বাহ করে। যখন তাহারা কোন একটা বৃহৎ জন্তু ধরিতে পারে তখন তাহাদের মধ্যে ভোজ হয়। আবার যত দিন পর্য্যন্ত আর একটী জন্তু ধরিতে না পারে তত দিন নিরাহারে থাকে। কোন২ অসভ্যজাতি তাহাদের বৃদ্ধ স্ত্রীলোকদিগকে আহার না দিয়া মারিয়া ফেলে। কুক্কুরদিগের উপরও তাহারা এরূপ নিষ্ঠুরাচরণ করে না, যেহেতু তাহাদের বিবেচনায় কুক্কুরেরা বৃদ্ধ স্ত্রীলোকদিগের অপেক্ষা অধিক কার্য্যোপযোগী। অন্যান্য অসভ্যজাতিরা নরমাংসাশী।

যতদূর পর্য্যন্ত আমরা জানি তাহাতে বোধ হয় কি আসিয়া কি ইউরোপ উভয়ত্রই নরমণ্ডলী এক সময়ে সকলেই অসভ্য ছিল, পরে ক্রমশঃ সভ্যতা সোপানে অধিরোহণ করে। আমাদের পরিচিত জাতিদের মধ্যে যাহারা আদিমতম তাহাদের শাণিত প্রস্তরের ব্যতীত অন্য কোন প্রকার অস্ত্রশস্ত্র ছিল না। তাহারা ভূমিকর্ষণ করিতে পারিত না এবং তাহাদের কোন গৃহপালিত মেষবৃষাদি ছিল না। তদনন্তর কোন জাতি ব্রঞ্জের অস্ত্রশস্ত্র প্রস্তুত করিতে শিখিল। ব্রঞ্জে নয় ভাগ তাম্র ও এক ভাগ রাঙ থাকে। এই ধাতুদ্বয় অতিশয়

কোমল এবং ইহাদিগকে দ্রবীভূত করিতে অধিক উত্তাপের আবশ্যক হয় না। এই মিশ্রধাতুকে তীক্ষ্ণধার করিতে পারাযায় বটে কিন্তু তাহা লৌহের মত হয় না। ব্রঞ্জাস্ত্রের সাহায্যে এই জাতি ভূমিকর্ষণ ও সুন্দরতর গৃহ নির্ম্মাণ করিতে সক্ষম হইল। এখন হইতে তাহারা মেষবৃষাদি গৃহে পালন করিতে আরম্ভ করিল। যে সকল জাতি শাণিত প্রস্তরেরই কেবল অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার করিতে জানিত তাহাদের অপেক্ষা এই জাতি এই উন্নতজ্ঞানসহকারে বলবত্তর হইয়া উঠিল। ক্রমে ইহাদের সংখ্যা বৃদ্ধি হইতে লাগিল এবং ক্রমেই ইহারা সর্ব্বোৎকৃষ্ট দেশ সকল অধিকার করিতে লাগিল। এই সময়ে বহুসংখ্যক বণিকেরা রাঙ্ এবং তাম্র তদুৎপাদক দেশ সকল হইতে ব্রঞ্জ প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত অপরাপর দেশে লইয়া যাইতে আরম্ভ করে।

অনেক কাল পরে লোকে লৌহাস্ত্র সকল প্রস্তুত করিতে শিখিল। দ্রবীভূত হইতে ব্রঞ্জের অপেক্ষা লৌহের অধিক তাপের আবশ্যক, আবার লৌহ হইতে অস্ত্রশস্ত্র প্রস্তুত করিতে গেলে অধিক শিল্পচাতুরীর প্রয়োজন হয়।

যে সকল প্রাচীনতম গ্রন্থ আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি তাহারা খ্রীষ্টের প্রায় সহস্র বৎসর পূর্ব্বে রচিত হইয়াছে। এই সকল গ্রন্থে অবগত হওয়া যায় যে তৎকালে ব্রঞ্জের অস্ত্রাদিই ব্যবহৃত হইত, লৌহাস্ত্রসকলের ব্যবহার কেবলমাত্র আরম্ভ হইয়াছিল। পুস্তক রচনার পূর্ব্বকালীন বিষয় সকল আমরা কিরূপে অবগত হইতে পারি? আমরা দেখি ব্রঞ্জের অস্ত্রশস্ত্র সকল ভূগর্ভে নিহিত রহিয়াছে; দেখি তাহারও গভীরতম প্রদেশে শাণিতপ্রস্তরাস্ত্র সকল রহিয়াছে —— এরূপ বহুসংখ্যক অস্ত্রশস্ত্র ইউরোপে এবং কতকগুলি মান্দ্রাজে আবিষ্কৃত হইয়াছে —— পুরাকালের জাতিদিগের সমাধিমন্দির সকল অনুসন্ধান করিলে সেখানেও দেখিতে পাই মৃতদিগের সঙ্গে কত শত অস্ত্রশস্ত্র ও অলঙ্কার নিহিত রহিয়াছে —— হ্রদসমূহের স্বল্পগভীর প্রদেশে যূপোপরি নির্ম্মিত তাহাদের নষ্টাবশেষ গ্রাম সকল দেখিতে পাই —— অধিকাংশ গৃহ ভূমিসাৎ হইয়াছে, অর্দ্ধাবশিষ্ট যূপসকল প্রোথিত রহিয়াছে —— এই সকল হ্রদের জল অন্তরিত করিয়া (কোন২ স্থলে ইহারা আপনা আপনিই শুখাইয়া গিয়াছে) আমরা এই নষ্টাবশেষ গুলি দেখিতে পাই —— এই সকল দেখিয়াই আমরা পুস্তকরচনার পূর্ব্বকালীন বিষয় সকল অবগত হই। এরূপ জ্ঞান পুস্তকগতইতিহাসলভ্য জ্ঞানের সহিত কোন মতেই সমান হইতে পারে না বটে, কিন্তু এরূপে যাহা জানা যায় তাহা অভ্রান্ত। কারণ পুস্তকগত ইতিহাস সকল সময়ে সত্য হয় না; কিন্তু আমাদিগকে প্রতারিত করিবার মানসে সহস্র২ বৎসর পূর্ব্বে যে এই সকল অস্ত্রশস্ত্র এবং নষ্টাবশেষ গ্রাম সকল প্রস্তুত হইয়াছিল এরূপ সিদ্ধান্ত কোন মতেই যুক্তি-সঙ্গত হইতে পারে না।

লৌহের আবিষ্কারের পূর্ব্বে লোকে যে কতকাল পর্য্যন্ত প্রস্তরে এবং ব্রঞ্জে অস্ত্রশস্ত্রাদি প্রস্তুত করিয়াছিল তাহা আমরা বলিতে পারি না। কিন্তু ইউরোপের কোন২ স্থলের যে সকল প্রদেশ হইতে এই সকল অস্ত্রশস্ত্র উৎখাত হইয়াছে তাহাদের গভীরতা দেখিয়া অনুমান করা যায় যে অন্ততঃ খ্রীষ্টের পাঁচ সহস্র বৎসর —— এমন কি তাহারও —— পূর্ব্বে লোকে শাণিত প্রস্তরের অস্ত্রাদি ব্যবহার করিত।

কোন২ দেশে মানবজাতি অল্পে২ সভ্যতাপদবীতে অধিরোহণ করিয়াছে। এখনও মধ্যআসিয়াতে দেখিতে পাওয়া যায় যে তাতার-বংশ-সম্ভূত ভিন্ন২ জাতিরা তাম্বুতে বাস করে এবং অশ্বারোহণ পূর্ব্বক তৃণময় ভূমিবিভাগে পরিভ্রমণ করিয়া বেড়ায়। মেষবৃষাদি পশুদল ইহারা সঙ্গে করিয়া লইয়া যায়। ইহারা কৃষিকার্য্য করে না, কেবল দুগ্ধপান ও মাংসভক্ষণ করিয়া জীবনধারণ করে। তাহারা চীন হইতে ইউরোপীয়রসিয়ার দক্ষিণ পর্য্যন্ত অনায়াসে ভ্রমণ করিতে পারে, কারণ এই সুবিস্তৃত ভূমিখণ্ডে কোন দুর্লঙ্ঘ্য পর্ব্বত বা দুস্তর সাগর তাহাদের গতিরোধ করে না। চারি সহস্র বৎসর হইল এই বিস্তীর্ণ দেশ এই প্রকার ভ্রমণশীল জাতি কর্ত্তৃক অধ্যুসিত হইয়া আসিতেছে। ইহারা পুরাকালে সিথিয়ান নামে পরিচিত ছিল। এতকাল অতীত হইল তথাপি ইহাদের আচারব্যবহারে অধিক পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয় নাই—এমন কি এখন পর্য্যন্তও ইহারা লিখিতে ও পড়িতে পারে না।

এমন কতকগুলি দেশ আছে যেখানকার লোকেরা অতি প্রাচীনকালে সমধিক সভ্য হইয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু আধুনিক ইউরোপীয়েরা তাহাদিগকে এক্ষণে অতিক্রম করিয়াছে। তাহাদের মধ্যে চীন ও হিন্দু সমধিক প্রসিদ্ধ। চীনদের এখন যে রূপ অবস্থা দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে প্রায় অবিকল সেই রূপ ছিল। সেই এককালেই হিন্দুরা সমধিক সভ্যতাশালী হইয়া উঠিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের সংস্কৃত ভাষাকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিয়াছিলেন। দর্শনশাস্ত্রেও হিন্দুরা সমধিক উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহারা স্বদেশীয় রাজাদিগের কর্ত্তৃক শাসিত হইতেন এবং তাঁহাদের সমাজ সভ্যতা-অনুমোদিত রীতি অনুসারে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। সেই অবধি ইংরাজদিগের ভারতবর্ষাধিকারের পূর্ব্বপর্য্যন্ত হিন্দুরা উন্নতির পথে অতি অল্পই অগ্রসর হইয়াছেন। যদিও হিন্দুরা পুরাকালে সভ্যতার পদবীতে এতদূর আরোহণ করিয়াছিলেন তথাপি সংস্কৃত ভাষায় কোন প্রকৃত ইতিহাস দৃষ্ট হয় না। ভারতবর্ষের পুরাবৃত্ত সম্বন্ধে যাহা কিছু আমরা জানি তজ্জন্য আমরা অন্যান্য দেশের ইতিহাসলেখক দিগের নিকট ঋণী। গৌড়ের ধ্বংসাবশেষ এবং আসাম ও উড়িষ্যার নিবিড়বনমধ্যে সুবিস্তীর্ণ নষ্টাবশেষ সকল দর্শন করিয়া আমাদের প্রতীতি হয় যে এই সকল প্রদেশ অবশ্যই এক কালে সমধিক পরাক্রম-

শালী এবং এই সকল বৃহদট্টালিকা-নির্ম্মাণক্ষম নরপতিগণকর্ত্তৃক শাসিত হইয়াছিল। এই অট্টালিকা সকলের অধিকাংশ ইষ্টকনির্ম্মিত বলিয়া সজলবায়ুপ্রভাবে এরূপ ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে। ইহাদের উৎকীর্ণলিপিসকল প্রায়ই পড়িতে পারা যায় না। অধিক কি পুরাতন ভারতবর্ষের ইতিহাস সম্বন্ধে আমরা অতি অল্প বিষয়ই নিশ্চিত রূপে জানি।

---

## দ্বিতীয় অধ্যায়।

### প্রাচীন মিসর।

প্রাচীন মিসরের প্রতি দৃষ্টি করিলে ইহার বিপরীত দেখিতে পাওয়া যায়। মিসর দেশ নাইল মহানদীর তীরে অবস্থিত। ইহার জলবায়ু বাঙ্গালার ন্যায় উষ্ণ। আগষ্ট মাসে নাইলের জল বৃদ্ধি হইয়া সমুদায় দেশ প্লাবিত হয় এবং ইহাতে ধান্য এবং অন্যান্য শস্য উৎপন্ন হইয়া থাকে। মিসর দেশে প্রায়ই বৃষ্টিপাত হয় না—এমন কি কোন২ স্থলে সমস্তবৎসরেও এক পস্‌লা বৃষ্টি হয় না—সুতরাং তথাকার বায়ু অত্যন্ত শুষ্ক। নাইল নদীর উপরের দিকে যে সকল পর্ব্বত আছে সেই সকল পর্ব্বতে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয় বলিয়া নাইলের জলোচ্ছ্বাস হয়। মিসরবাসীরা এই সকল পর্ব্বত হইতে নৌকা যোগে বৃহৎ২ প্রস্তর খণ্ড আনয়ন করিয়া প্রকাণ্ড২ মন্দির, স্তম্ভ এবং অট্টালিকা সকল নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে কতকগুলি অদ্যাবধি বিদ্যমান রহিয়াছে। মৈসরেরা তাঁহাদিগের গৃহভিত্তিতে অনেক বিষয় চিত্রিত ও খোদিত করিয়া লিখিয়া রাখিতেন। তিন চারি সহস্র বৎসর হইল এই সকল বিষয় চিত্রিত ও খোদিত হইয়াছে, কিন্তু বায়ুর শুষ্কতা বশতঃ ইহা প্রায় সম্পূর্ণই অবিলীন রহিয়াছে — এখন পর্য্যন্তও ইহা স্পষ্ট পড়িতে পারা যায়। এই সকল চিত্রিত ও খোদিত লিপি হইতে প্রাচীন মৈসরদিগের অনেক বিষয় জানিতে পারা যায়; প্রাচীন গ্রীকইতিহাসবেত্তাদের নিকট হইতেও আমরা মিসরের অনেক বৃত্তান্ত অবগত হইয়াছি।

প্রাচীন মৈসরেরা বলেন যে মিসররাজ্য ৫০০০ পূ: খৃ: স্থাপিত হইয়াছিল। ইহা সত্যমূলক না হইতেও পারে, কিন্তু পিরামিড্ নামক প্রকাণ্ড স্তম্ভ সকল যে ২৭০০ পূ. খৃ. নির্ম্মিত হইয়াছিল তাহার আর সন্দেহ নাই। এই পিরামিড্ সকল এখন পর্য্যন্তও অক্ষত রহিয়াছে। ভারতবর্ষ হইতে যাঁহারা ইংলণ্ডে গমন করেন তাঁহারা এই সকল পিরামিড্ দেখিতে পান। একটী প্রকাণ্ড পিরামিড্ ঊর্দ্ধে ৬০০ ফিট্ অপেক্ষা অধিক; উহা ৩৫বিঘা ভুমি আবরণ করিয়া আছে। এই পিরামিড্‌টী প্রস্তরনির্ম্মিত এবং প্রায়

নিরেট। ইহাতে কএকটী ক্ষুদ্র২ কুঠরি আছে। এই সকল কুঠরিতে ঔষধাদি দ্বারা পরি-রক্ষিত রাজাদিগের মৃতশরীরগুলি প্রাপ্ত হওয়া যায়, কারণ এই সকল পিরামিড্ রাজা-দিগের সমাধিমন্দির ছিল। যখন মৈসরেরা এই সকল প্রকাণ্ড মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন তখন তাঁহাদিগের সংখ্যা, ধন এবং ক্ষমতা যে অধিক ছিল তাহার আর সন্দেহ নাই। যে সকল সুদৃঢ় প্রস্তরে পিরামিড্ সকল গঠিত হইয়াছে তাহাদের ছেদোপযোগী লৌহাস্ত্র সকল মৈসরদিগের অবশ্যই ছিল। নিজ মিসরের লোক-সংখ্যা যে কখন ৭০ লক্ষের অধিক ছিল তাহা বিশ্বাস করা যায় না, অর্থাৎ উহার লোকসংখ্যা বাঙ্গালার তিনটী বড় জেলার লোকসংখ্যার অধিক ছিল না। মৈসরেরা জিতদাসদিগকে এই প্রকাণ্ড স্তম্ভ ও মন্দির সকল নির্ম্মাণে নিযুক্ত করিতেন। ইঁহারা জিতদাসদিগকে এত অধিক পরিশ্রম করাইতেন যে তাহারা অচিরকালমধ্যেই মরিয়া যাইত। মৈসরেরা আসিয়া ও আফ্রিকার সন্নিহিত প্রদেশ গুলি জয় করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের রাজ্য কখনই সুবিস্তৃত হয় নাই। ভিন্ন২ সময়ে ইঁহাদিগকে ইথিওপীয় এবং আসিরীয় রাজাদিগের শাসনাধীন হইতে হইয়াছিল বটে, কিন্তু প্রায় ৫০০ পূ. খৃ. পর্য্যন্ত ইঁহারা প্রবল পরাক্রান্ত ছিলেন। এই সময়ে ইঁহারা পারসীকদিগের কর্ত্তৃক পরাজিত হন। ইহার পর ভিন্ন২ জাতিরাও মিসর জয় করিয়াছিল। এই রূপে মৈসরদিগের জাতীয় অস্তিত্ব চিরবিলুপ্ত হইল। আধুনিক মিসরবাসীরা সঙ্করজাতীয়। প্রাচীন মৈসরেরা নিগ্রো জাতি নহে; ইথিওপিয়ার যে অংশ মিসরের সন্নিহিত তত্রস্থ আধুনিক লোকদিগের সহিত প্রাচীন মৈসরদের অনেক সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। কিন্তু আধুনিক ইথিওপীয়েরা সভ্যতা সম্বন্ধে প্রাচীন মৈসরদের অপেক্ষা অনেকাংশে হীন।

মিসরদেশে যে প্রকাণ্ড মন্দির সকল দেখিতে পাওয়া যায় তাহারা বৃহৎ বৃহৎ শিলাখণ্ডে গঠিত। এই সকল মন্দিরে একটী খিলানও দৃষ্ট হয় না। ভগ্নাবস্থাতেও ইহারা পৃথিবীর অতি বৃহৎ ও আশ্চর্য্য অট্টালিকা সকলের মধ্যে গণ্য। এই সকল মন্দিরের সর্ব্বাংশ খোদিতলিপিতে পরিপূর্ণ। ইহা পাঠ করিয়া প্রাচীন মৈসর-দিগের আচার ব্যবহার ও ইতিবৃত্ত অনেকটা অবগত হওয়া যায়। মৈসরদিগের মধ্যে উচ্চশ্রেণীস্থ লোকেরা নিম্নশ্রেণীস্থ লোকদিগের হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্। পুরো-হিত, সৈনিক, রাজকর্ম্মচারী, এবং জমীদারেরা উচ্চশ্রেণীভুক্ত। প্রত্যেকেই প্রায় পৈতৃক ব্যবসায় অবলম্বন করিতেন; কিন্তু পুরোহিতপুত্রেরা সৈনিক ব্যবসায় অবলম্বন করিতে পারিতেন। নিম্নশ্রেণীস্থ লোকেরা শিল্পকার্য্য, পশুচারণ এবং কৃষিকার্য্য দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিত। ইহারা লিখিতে ও পড়িতে শিক্ষিত হইতনা, সুতরাং ইহাদিগের কখন উচ্চশ্রেণীভুক্ত হইবার আশা ছিল না। মিসরের রাজারা যথেচ্ছাচারী ছিলেন অর্থাৎ তাঁহাদিগের যাহা ইচ্ছা হইত তাহাই আদেশ করিতেন।

তাঁহারা রাজ্যের নিয়ম সকলও উল্লঙ্ঘন করিতে সঙ্কুচিত হইতেন না। কিন্তু বাস্তবিক পুরোহিতদিগের ইচ্ছানুসারে তাঁহাদিগকে রাজ্যশাসন করিতে হইত, কেননা পুরোহিতদিগের সহিত পরামর্শ না করিয়া তাঁহারা কোন কার্য্যই করিতে পারিতেন না; এবং কে রাজা হইবে তাহা পুরোহিতেরাই প্রায় স্থির করিয়া দিতেন। মিসরদেশে স্ত্রীলোকেরা গৃহ মধ্যে আবদ্ধ থাকিত না এবং কখন২ স্ত্রীলোকেও রাজত্ব করিত।

পুরোহিত এবং সৈনিকদিগের ভরণপোষণার্থে যে সকল ভূমি নিয়োজিত হইত তাহার কর দিতে হইত না। এতদ্ভিন্ন সমুদায় ভূমির শস্যের পঞ্চমাংশ রাজা গ্রহণ করিতেন। অতি প্রাচীনকালে মিসরদেশে মুদ্রাঙ্কন প্রথা প্রচলিত ছিল না; রাজস্ব শস্যে সংগৃহীত হইত। রাজার অধীনস্থ জমীদারেরা প্রায় সমুদায় শস্য আত্মসাৎ করিতেন, কৃষকেরা কথঞ্চিৎ জীবিকা নির্ব্বাহ করিত। মিসরের রাজস্ব—আদায়কারী রাজকর্ম্মচারীরা সর্ব্ব প্রথমে ভূমি জরীপের প্রথা প্রচলিত করেন; অনেকে বিশ্বাস করেন যে ইহাই জ্যামিতি শাস্ত্রের মূল। মিসরের পুরোহিতেরা জ্যোতিষ্ শাস্ত্রে পণ্ডিত ছিলেন। তাঁহারা গণনা দ্বারা স্থির করিয়াছিলেন যে বৎসরে ৩৬৫¼ দিন আছে।

---

## তৃতীয় অধ্যায়।

### প্রাচীন ফিনিসিয়া।

ফিনিসীয়েরা পুরাকালের একটী প্রসিদ্ধ জাতি। ইহাদিগের কোন গ্রন্থই এক্ষণে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। গ্রীকইতিহাসবেত্তাদের গ্রন্থ পাঠ করিয়াই আমরা ইহাদিগের বিষয় অবগত হই।

ফিনিসিয়া ভূমধ্যসাগরের পূর্ব্বকূলে অবস্থিত। এই দেশটী সমুদ্র ও পর্ব্বতের মধ্যবর্ত্তী এক অপ্রশস্ত ভূমিখণ্ড মাত্র। ফিনিসীয়েরা বাণিজ্যসাহসসহকারে একটী প্রধান জাতি হইয়াছিল বলিয়া তাহাদের ইতিহাস পাঠে আমাদের বিশেষ আমোদ জন্মে। ১৫০০ পূ. খৃ. ফিনিসিয়া দেশ বাণিজ্য ও ধনের জন্য বিখ্যাত ছিল। ইহার কতকাল পূর্ব্বে যে ফিনিসীয়েরা একটী প্রধান জাতি বলিয়া গণ্য হইয়াছিল তাহা বলিতে পারা যায় না। ৬০০ পূ. খৃ. পর্য্যন্ত এই বৃহৎ রাজ্যের স্বাধীনতা সম্পূর্ণরূপে নষ্ট হয় নাই। এই সময়ে আসিরীয়েরা ফিনিসিয়া জয় করে। ইহার পর অন্যান্য জাতি কর্ত্তৃকও ফিনিসীয়েরা পরাজিত হইয়াছিল। এই রূপে ফিনিসীয়দিগের বিপুল বাণিজ্য শীঘ্রই নষ্ট হইল এবং তাহার সঙ্গে২ ইহাদের প্রাধান্যও লুপ্ত হইল।

ফিনিসীয়েরা অন্যান্য দেশ জয় করিয়া রাজ্য বিস্তৃত করিতে চেষ্টা করে নাই। নিজের স্বাধীনতা রক্ষা করিয়া বাণিজ্য দ্বারা কি প্রকারে অপরিমিত অর্থ লাভ করিবে ইহাই তাহাদের একমাত্র চেষ্টা ছিল। কিন্তু মিসর এবং আসিরিয়া কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া ইহাদিগকে কখন২ উক্ত রাজ্যদ্বয়ের শাসনাধীন হইতে হইয়াছিল। সমস্ত ফিনিসিয়াদেশ যে একজন রাজার শাসনাধীন ছিল এরূপ বোধ হয় না। প্রত্যেক প্রধান নগরে একএকটী শাসনকর্ত্তা থাকিতেন, এবং এই সকল নগর একত্র মিলিত হইয়া সমস্ত দেশ শাসন করিত।

এই প্রাচীনকালে যে সকল জাহাজ ভারতবর্ষজাত দ্রব্যাদি ইংলণ্ডে আনয়ন করিত তাহারা উত্তমাশা অন্তরীপ দিয়া ঘুরিয়া যাইত না। এই পথ তখন আবিষ্কৃতও হয় নাই। আরবকূলের যে স্থানে এক্ষণে মস্কট্ নগর হইয়াছে ভারতবর্ষজাত দ্রব্যাদি জাহাজে করিয়া সেই স্থানে আনীত হইত। এই সকল জাহাজ পারস্য উপসাগর দিয়া আসিত। উটে করিয়া এই সকল দ্রব্যাদি বালুকাময় মরুভূমি উত্তীর্ণ হইয়া ফিনিসিয়া দেশে নীত হইত। ফিনিসীয়েরা ভূমধ্যসাগরের চতুষ্পার্শ্বস্থ দেশে এই সকল দ্রব্য লইয়া যাইত। আসিরিয়া এবং বাবিলন হইতে অন্যান্য বাণিজ্যদ্রব্যাদি ফিনিসিয়ায় আসিত।

এইরূপে ফিনিসীয়েরা একটী প্রধান নাবিক জাতি হইয়া উঠিয়াছিল। জিব্রল্টার প্রণালী পার হইয়া ইহারা এটল্যান্টিক মহাসাগরে জাহাজ চালনা করিত। অফ্রিকার কূলের নিকট দিয়া ইহারা দক্ষিণে কেনারি দ্বীপ পর্য্যন্ত গিয়াছিল। ইউরোপের পশ্চিমকূল দিয়া জাহাজ চালনা পূর্ব্বক রাঙ্ ক্রয়ার্থে ইহারা উত্তরে ইংলণ্ড পর্য্যন্ত গমন করিত। পূর্ব্বে বলাহইয়াছে যে লৌহাস্ত্র সকল ব্যবহৃত হইবার পূর্ব্বে ব্রঞ্জ নামক মিশ্রধাতু হইতে অস্ত্রশস্ত্রাদি প্রস্তুত হইত এবং ব্রঞ্জ প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত রাঙের প্রয়োজন হইত। রাঙ্ অতি অল্প দেশেই প্রাপ্ত হওয়া যায়, কিন্তু ইংলণ্ডে রাঙের অনেক খনি আছে। এই নিমিত্তই ইংলণ্ড পুরাকালে রাঙের জন্য বিখ্যাত ছিল।

ইংরাজেরা যেমন এক্ষণে পৃথিবীর সর্ব্বত্রই বাণিজ্য করিতেছেন তিন সহস্র বৎসর পূর্ব্বে ফিনিসীয়েরাও তদ্রূপ করিত। আধুনিক ইংরাজদিগের ন্যায় ইহারা উপনিবেশ সকলও সংস্থাপন করিয়াছিল। বাণিজ্যার্থে ফিনিসীয়দিগকে ভিন্ন২ দেশে ভ্রমণ করিতে হইত এবং কখন২ ইহাদের মধ্যে একটী দল স্বদেশে প্রত্যাগত না হইয়া কোন এক বিদেশে বাস করিত। ইহাদিগের সংখ্যা বৃদ্ধি হইয়া এই স্থানটী একটী বৃহৎ নগর হইয়া উঠিত। আফ্রিকার উত্তরকূলস্থিত কার্থেজ নগর ফিনিসীয়-দিগের সর্ব্বাপেক্ষা বিখ্যাত উপনিবেশ।

প্রাচীন গ্রীকেরা বিশ্বাস করিতেন যে ফিনিসীয়েরাই বর্ণমালা এবং লেখার সৃষ্টি

করিয়াছিল। ফিনিসীয়দিগের একখানি লিপিবদ্ধ ইতিহাস ছিল, কিন্তু তাহার একখণ্ডও এক্ষণে প্রাপ্ত হওয়া যায়না; সুতরাং তাহাদের ইতিহাস সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান নিতান্ত অসম্পূর্ণ। ফিনিসীয়দিগের নগরগুলি এতদূর পর্য্যন্ত উৎসন্ন হইয়াছে যে তাহাদের প্রায় কোন খোদিতলিপিই এক্ষণে পাঠ করিতে পারা যায়না। পুরাকালে ফিনিসীয়জাতি কর্ত্তৃক পৃথিবীর বিস্তর উপকার সংসাধিত হইয়াছিল। ইহারা কাহারও সহিত বিবাদ করিত না; নিরন্তর নূতন২ দেশ আবিষ্ক্রিয়া করিত; এবং বিপুল বাণিজ্য দ্বারা অপরিমিত অর্থলাভ করিত।

---

## চতুর্থ অধ্যায়।

### প্রাচীন আসিরিয়া।

পারস্য দেশ একটী উচ্চ সমতল ভূমি। ইহার পশ্চিমে একটী উর্ব্বর নিম্ন সমতল ক্ষেত্র আছে। এই ক্ষেত্রের মধ্যদিয়া টাইগ্রিস্ এবং ইউফ্রেটিস্ নদীদ্বয় প্রবাহিত হয়। এই দুই নদীর নৈসর্গিক এবং কৃত্রিম খাল দ্বারা তত্রস্থ ক্ষেত্র সকল জলসিক্ত হয়। পুরাকালে এই নদীদ্বয়ের পার্শ্বস্থ ও মধ্যবর্ত্তী সমতল প্রদেশে অনেক গুলি জনপূর্ণ নগর এবং একটী পরাক্রমশালী সাম্রাজ্য ছিল। সমুদ্রের সন্নিহিত নিম্নার্দ্ধ প্রদেশের নাম বাবিলোনিয়া। ইহা মিসর এবং বাঙ্গালার নিম্ন ভাগের ন্যায় সমতল। উচ্চার্দ্ধ প্রদেশের নাম আসিরিয়া। আসিরিয়া বাবিলোনিয়ার ন্যায় সমভূমি নহে; কিন্তু ইহাকে পর্ব্বতময় প্রদেশ বলা যায় না।

এই স্থানে বহুশতবৎসর পর্য্যন্ত পুরাকালের একটী প্রধান সাম্রাজ্য ছিল। কখন আসিরিয়া বলবত্তর হইয়া বাবিলোনিয়ার উপর প্রভুত্ব করিত কখন বা আসিরিয়া বাবিলোনিয়ার শাসনাধীন হইত।

অন্ততঃ ১৫০০ পূ. খৃ. অব্দে আসিরিয়া যে একটী পরাক্রমশালী সাম্রাজ্য ছিল তাহার আর সন্দেহ নাই। ৯০০ পূ. খৃ. অব্দের পূর্ব্বে এই দেশের ইতিহাস আমরা সবিশেষ অবগত নহি। ৬০০ পূ. খৃ. অব্দের সময় আসিরিয়ার অধিকাংশ প্রদেশ পারসীকদিগের হস্তগত হয়। ইহার পর আরও ১৫০ বৎসর পর্য্যন্ত বাবিলোনিয়া একটী প্রতাপশালী রাজ্য বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিল। কিন্তু অবশেষে ইহাও পারস্যরাজ্যের অধীন হয়।

আসিরিয়ার জয়পতাকা উত্তরে আরমিনিয়া ও ক্যাসপিয়ান্ সাগর, পশ্চিমে ভূমধ্যসাগর ও মিসর এবং দক্ষিণে আরব ও পারস্য উপসাগর পর্য্যন্ত উড্ডীন হইয়াছিল।

কোন দেশ জয় করিলে আসিরীয়েরা কেবল লুণ্ঠন করিয়াই ক্ষান্ত থাকিত না; তত্রত্য অধিকাংশ অধিবাসীদিগকে বধ করিত এবং অবশিষ্ট লোকদিগকে দাসত্ব শৃঙ্খলে বদ্ধ করিয়া সুদূর প্রদেশে প্রেরণ করিত। তদনন্তর ইহারা কোন ব্যক্তিকে বিজিত দেশের শাসনার্থে নিযুক্ত করিত। এই শাসনকর্ত্তারা আসিরিয়ার করদ রাজার ন্যায় থাকিতেন। জিতদেশ সকলকে আসিরিয়ার সহিত সম্মিলিত করিয়া সুশাসন দ্বারা জেতা এবং বিজিতদিগের মঙ্গল সাধনের ভাব ইহাদের হৃদয়ে একবারও উদিত হয় নাই। আসিরিয়া ও বাবিলোনিয়ার নরপতিগণ সর্ব্বদাই পরস্পর সংগ্রাম করিতেন। এই নিষ্ফল যুদ্ধে ইঁহারা ক্রমেই বলহীন হইলেন এবং অবশেষে ইঁহাদিগকে পারসীকদিগের অধীন হইতে হইল।

আসিরিয়া ও বাবিলোনিয়ার রাজারা অনেক নগর এবং প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। বাঙ্গালার ন্যায় এই সকল প্রদেশেও প্রস্তর উৎপন্ন হয় না। সুতরাং তথাকার প্রাসাদসমূহ ইষ্টকনির্ম্মিত। রাজাদিগের শাসনকালীন প্রধান২ ঘটনাগুলির চিত্র গৃহভিত্তিতে খোদিত হইত এবং তাহাদের ব্যাখ্যার্থে খোদিত লিপি সকলও সন্নিবেশিত হইত। এই সকল নগর ও প্রাসাদ ধ্বংস হইলে পর তাহাদিগের অধোভাগ বালুকা ও রাবিশে ঢাকা পড়িয়াছিল। দুই সহস্র বৎসরের অধিক এই নগর ও প্রাসাদ গুলির ভগ্নাবশেষ মৃত্তিকাস্তূপবৎ পড়িয়া থাকে। বালুকা ও রাবিশে আবৃত থাকায় অনেক খোদিতলিপি এপর্য্যন্ত বিলীন হয় নাই। মহারাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার শাসনকালে অনেক ইংরাজ ও করাসি এই সকল স্তূপ খনন করিয়া চিত্র এবং খোদিত লিপি সকল লণ্ডন ও পারিস নগরে লইয়া গিয়াছেন। তথাকার পণ্ডিতগণ এই সকল খোদিতলিপি পাঠ করিয়াছেন। আসিরিয়ার ইতিহাস সম্বন্ধে আমরা যাহা কিছু জানি তাহার অধিকাংশই এই রূপে প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে।

পারসীকেরা ৫৩৮ পূ. খৃ. অব্দে বাবিলন জয় করিয়া তাহাদিগের সাম্রাজ্য সংস্থাপন করিয়াছিল। ৫০০ পূ. খৃ. অব্দের পুর্ব্বেই এই জাতি পরাক্রমশালী হইয়া উঠে। মিসর, পঞ্জাব, এবং পারস্যের পশ্চিমে ভূমধ্যসাগর পর্য্যন্ত যে সকল দেশ আছে তাহারা এই সময়ে পারস্যরাজ্যের অন্তর্গত ছিল। পারসীকেরা কে এই প্রশ্ন উত্তর করিবার পুর্ব্বে ইহা বলা আবশ্যক যে আসিয়ার এই সকল প্রাচীন সাম্রাজ্য মিসর দেশের ন্যায় শাসিত হইত। সর্ব্বত্রই রাজা যথেচ্ছাচারী ছিলেন। তিনি প্রজাদিগকে স্বীয় আমোদের উপকরণ স্বরূপ জ্ঞান করিতেন। প্রজাদিগের হিতার্থে সুনিয়ম সংস্থাপনে যত্নবান্ হইতেন না; তাহাদিগের অর্থশোষণেই তৎপর ছিলেন। প্রজাদিগের হিতাহিতের প্রতি দৃক্পাত না করিয়া নিজের আমোদ ও গৌরববর্দ্ধনের নিমিত্ত সমস্ত রাজস্ব ব্যয় করিতেন। শুদ্ধ খ্যাতিলাভের জন্য যুদ্ধে

প্রবৃত্ত হইয়া প্রজাবর্গকে অশেষবিধ ক্লেশ দিতেন। স্বকীয় কীর্ত্তি সকল চিরস্মরণীয় করিবার জন্য প্রজাদিগকে প্রাসাদমন্দিরাদি নির্ম্মাণ করিতে বাধ্য করিতেন।

---

## পঞ্চম অধ্যায়।

### য়িহুদী ও অন্যান্য প্রাচীন জাতি।

য়িহুদীরা ফিনিসিয়ার সন্নিহিত যুডিয়ানামক ক্ষুদ্র দেশে বাস করিত। ফিনিসীয়-দিগের সহিত য়িহুদীদের জাতীয় সম্বন্ধ আছে। বাইবেলের যে অংশকে ওল্ড্ টেষ্টেমেণ্ট্ বলে তাহা য়িহুদীদের ধর্ম্মপুস্তক। ইহা অতি প্রাচীনগ্রন্থ এবং ইহাতে বিলক্ষণ রচনাপারিপাট্য দেখিতে পাওয়া যায়। য়িহুদীরা সৎ, অদ্বিতীয় ও সর্ব্ব-শক্তিমান ঈশ্বরের উপাসনা করিত এবং তাহাদের ধর্ম্মনীতিও বিলক্ষণ বিশুদ্ধ ছিল। খৃষ্টধর্ম্ম য়িহুদীদিগের ধর্ম্মের উৎকৃষ্ট পরিণতি; বাইবেলের যে ভাগকে নিউ টেষ্টেমেণ্ট্ বলে তাহা পাঠ করিয়া ইহা সবিশেষ অবগত হওয়া যায়।

যদিও য়িহুদীরা বাবিলোনীয় ও তৎপরে অন্যান্য জাতিদের কর্ত্তৃক বশীভূত হইয়াছিল এবং যদিও তাহারা এক্ষণে পৃথিবীর চারি খণ্ডে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়াছে, তত্রাচ তাহাদিগকে কখন অন্যান্য জাতিদের সহিত মিশিতে বা আদান প্রদান করিতে দেখা যায় না। সুতরাং ভিন্ন ২ দেশে তাহাদের স্বভাব, ধর্ম্ম ও মুখশ্রীতে কোন পরিবর্ত্তন দৃষ্ট হয় না—তাহারা সেই প্রাচীন য়িহুদীজাতিই রহিয়াছে।

আমরা এপর্য্যন্ত মৈসর, ফিনিসীয়, আসিরীয় ও য়িহুদী এই চারি প্রাচীন জাতির বিষয় উল্লেখ করিয়াছি। অন্ততঃ ৫০০ পূ. খৃ. অব্দের পূর্ব্বেই ইহাদিগের চূড়ান্ত শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল। ৫০০ পূ. খৃ. অব্দের সময় ইহারা সকলেই পারসীকদিগের অধীন হয়। পারসীকেরা ইহাদিগের দেশ সকল জয় করিয়া আপনাদের সাম্রাজ্যের অন্তর্গত করে। ইহারাই প্রাচীনকালের সর্ব্বাপেক্ষা বিখ্যাত জাতি। এতদ্ব্যতীত অন্যান্য অনেক জাতি ছিল, কিন্তু তাহারা প্রায় সম্পূর্ণ অসভ্য। ইহাদের মধ্যে কোন ২ জাতির ইতিহাস সংরক্ষিত হয় নাই; কাহারও বা ইতিহাস অপেক্ষাকৃত অসম্পূর্ণ ও অপ্রয়োজনীয়; এবং কাহারও বা ইতিহাস তাদৃশ চিত্তাকর্ষক নহে। ৫০০ পূ. খৃ. অব্দের বহুকাল পূর্ব্বে হিন্দু এবং চীনদিগের পূর্ণ উন্নতি হইয়াছিল। ৫০০ পূ. খৃ. অব্দে পঞ্জাব-বাসীরা পারস্যরাজকে করস্বরূপ প্রভূত অর্থ প্রদান করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। পঞ্জাব পারস্যরাজ্যের সর্ব্বাপেক্ষা ধনশালী প্রদেশ বলিয়া গণ্য হইত।

# ষষ্ঠ অধ্যায়।

## আর্য্যবংশের বিস্তার।

আর্য্যবংশ মানবজাতির একটী প্রধান বিভাগ। পারসীকেরা এই আর্য্য-বংশজাত; মৈসর, ফিনিসীয় ও আসিরীয়েরা এই বংশসম্ভূত নহে। এক দিকে হিন্দুজাতি এবং অপর দিকে জার্ম্মনজাতি এই বংশের অন্তর্ভূত বলিয়া ইহার আর একটী নাম ইণ্ড-জার্ম্মনিক্। ইংরাজেরা জার্ম্মন জাতির একটী শাখা মাত্র, সুতরাং হিন্দু এবং ইংরাজেরা এক বংশ হইতে উৎপন্ন। পারস্যের উত্তরার্দ্ধকে আর্য্য বলিত। এই প্রদেশে বাস করিতেন বলিয়া ইঁহারা আর্য্য নামে বিখ্যাত হন। আর্য্যবংশ দ্বিধা বিভক্ত হইয়া এক অংশ ভারতবর্ষ এবং অপর অংশ ইউরোপ অধিকার করে। আর্য্যবংশসম্ভূত সকল জাতিরই আকৃতিসাদৃশ্য আছে; ইহাদের ভাষার অনেক কথাই প্রায় এক; ভাষার ব্যাকরণ গুলিও প্রায় এক রূপ। ইহাদিগের পারিবারিক জীবন এবং শাসনপ্রাণালীতেও অনেক সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। এই সকল সম্বন্ধে আর্য্যেরা নিগ্রো ও চীনপ্রভৃতি অন্যান্য মানববিভাগ হইতে সর্ব্বপ্রকারে বিভিন্ন ছিলেন। আর্য্যেরা যখন ভিন্ন২ দেশে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িলেন তাঁহাদের ক্ষমতার হ্রাস না হইয়া বরং বৃদ্ধি হইতে লাগিল। সৌভাগ্যবশতঃ তাঁহাদের চেষ্টা সর্ব্বত্রই সুফলপ্রসবিনী হইয়াছিল এবং তাঁহাদের জয়স্রোতঃ প্রতিরোধ করিতে কেহই সমর্থ হয় নাই। তাঁহারা সর্ব্বোৎকৃষ্ট ভূমি সকল অধিকার করিয়া আদিমঅধিবাসীদিগকে পর্ব্বতে ও দেশের প্রান্তভাগে তাড়িত করিতেন। ভারতবর্ষে হিন্দু আর্য্যেরা উর্ব্বর সমতল ক্ষেত্র সকল অধিকার করিয়াছিলেন। পশ্চিম বাঙ্গালার কোল ও ভীলেরা এবং নীলগিরিস্থ টোডারা তাড়িত হইয়া পর্ব্বত ও বনে বাস করিতে বাধ্য হইয়াছিল। ইউরোপেও আর্য্যেরা প্রায় সমস্ত মহাদেশটী অধিকার করিয়াছেন। আদিমঅধিবাসীদিগের অবশিষ্টাংশ উত্তরে লাপলাণ্ড এবং দক্ষিণে পিরিনিস্ পর্ব্বতশ্রেণীতে দৃষ্ট হয়। আর্য্যদিগের নূতন২ দল মাতৃভূমি পরিত্যাগ পূর্ব্বক ক্রমেই পশ্চিম ও পূর্ব্বদিকে যাত্রা করিয়া পূর্ব্বোপনিবেশিত আর্য্যদিগকে সম্মুখে তাড়িত করিয়াছিলেন। জার্ম্মন আর্য্যেরা সেল্টিক আর্য্য-দিগের পর ইউরোপে প্রবেশ করিয়া সেল্টিকদলকে ইউরোপের পশ্চিম প্রান্তে তাড়িত করিয়াছিলেন। এক্ষণে সেল্টেরা পর্ত্তুগাল, পশ্চিমফ্রান্স, আয়র্লাণ্ড, ওয়েল্‌স, এবং পশ্চিমস্কটলাণ্ড অধিকার করিয়া আছে। ভারতবর্ষেও প্রাচীন হিন্দু আর্য্যেরা পারস্য ও আফ্‌গানিস্থান হইতে আগত নূতন২ আর্য্যদল কর্ত্তৃক বারম্বার আক্রান্ত হইয়াছিলেন। আর্য্যেরা যখন সর্ব্ব প্রথমে পারস্য দেশ পরিত্যাগ করেন তখন প্রাচীনতম ইতিহাসও রচিত হয় নাই। ৩০০০ পু. খ. অব্দে

অথবা তাহার পূর্ব্বেই এই ঘটনা ঘটিয়াছিল, কিন্তু ইহার যথার্থ সময় নির্ণয় করা এক্ষণে সুকঠিন। ইহার পরে আর্য্যেরা যে দলে দলে পশ্চিমাভিমুখে যাত্রা করিয়াছিলেন তাহা ইতিহাস পাঠ করিয়া অবগত হওয়া যায়। বলিতে গেলে আজ পর্য্যন্তও আর্য্যেরা পশ্চিমাভিমুখে অগ্রসর হইতে ক্ষান্ত হন নাই; কারণ উত্তরামেরিকায় ইংরাজ আর্য্যদিগের অধিকার ক্রমেই বিস্তৃত হইতেছে।

যে পারসীকেরা ৫০০ পূ. খৃ. অব্দে একটী মহাসাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিল তাহারা প্রাচ্য আর্য্য, অর্থাৎ আর্য্যবংশের হিন্দুবিভাগের অন্তর্ভূত। স্ত্রীলোকদিগকে গৃহে আবদ্ধ করিয়া রাখা প্রভৃতি যে প্রথা সকল পারসীকদিগের মধ্যে দৃষ্ট হয় তাহাই তাহাদিগকে আসিয়িক বলিয়া পরিচয় দেয়। পারসীক (অর্থাৎ আসিয়িক বা প্রাচ্য আর্য্য) এবং গ্রীক (অর্থাৎ ইউরোপীয় বা প্রতীচ্য আর্য্য) দিগের মধ্যে প্রভুত্ব লইয়া যে বিরোধ উপস্থিত হয় (৫০০ পূ. খৃ. হইতে ৩০০ পূ. খৃ. পর্য্যন্ত) তাহাকে জগতের ইতিহাসের একটী গুরুতর ঘটনা বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে।

---

## সপ্তম অধ্যায়।

### গ্রীকজাতি।

৫০০ পূ. খৃ. অব্দে গ্রীকেরা সহসা একটী প্রধান জাতি হইয়া উঠে। ইহার পর ২০০ বৎসর পর্য্যন্ত ইহাদের ইতিহাস অদ্ভুত ঘটনায় পরিপূর্ণ——বলিতে কি পৃথিবীতে এমন কোন জাতিই হয় নাই যাহাদের ইতিহাস গ্রীকদিগের ইতিহাস অপেক্ষা অধিকতর সমুজ্জ্বল। ৫০০ পূ. খৃ. অব্দের পূর্ব্বের কোন সমকালীন ইতিহাস আমরা প্রাপ্ত হই নাই; এই জন্যই গ্রীকজাতির উন্নতি আকস্মিক বোধ হয়। কিন্তু আমাদের এই বিশ্বাস ভ্রমমূলক হইলেও হইতে পারে। ৫০০ পূ. খৃ. হইতে ৩০০ পূ. খৃ. পর্য্যন্ত গ্রীকেরা প্রবলপরাক্রমসহকারে অদ্ভুত কার্য্য সকল সম্পন্ন করিয়াছিলেন; এবং এই দুই শত বৎসরের মধ্যে ইঁহারা অনেক বিষয়ে পৃথিবীর সকল জাতির অপেক্ষা উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিলেন। সুন্দর গ্রীকভাষায় তাঁহারা যে সকল কাব্য, নাটক এবং ইতিহাস রচনা করিয়াছেন বহুআয়াসসহকারেও আমরা তত্তুল্য রচনা করিতে পারি না। সৌন্দর্য্যের সূক্ষ্ম পরিজ্ঞান বশতঃ তাঁহারা যে সকল তক্ষণ কর্ম্ম ও অট্টালিকা গঠন করিয়াছেন তাহার অনুকরণ করাও আমাদের দুঃসাধ্য। সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধিতে তাঁহারা যে সকল ভিন্ন ২ দর্শনশাস্ত্র এবং শাসনপ্রণালী উদ্ভাবিত করিয়াছেন সেই সকল লইয়া আমরা এখন পর্য্যন্তও আলোচনা করিয়া থাকি। এই সকল সম্বন্ধে আমরা তাঁহাদের অপেক্ষা অতি অল্পমাত্রই উন্নতি লাভ

করিয়াছি। গ্রীকেরা অদ্ভুতকার্য্যপরম্পরা সংসাধন করিয়া সাহসিকতা, ত্যাগস্বীকার এবং স্বদেশানুরাগের দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন এবং এই সকল গুণেই এই জাতি অক্ষয় যশের অধিকারী হইয়াছেন।

ইউরোপের মানচিত্র দেখিলে বর্ত্তমান গ্রীস্‌কে একটী ক্ষুদ্র দেশ বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু নিজ প্রাচীন গ্রীস ইহা অপেক্ষা বৃহত্তর, কেননা ইউরোপীয় তুরুষ্কের এক বৃহৎ অংশও ইহার অন্তর্গত ছিল। এক্ষণে যেমন ইংরাজজাতির অধিকাংশ লোকেই ইংলণ্ডে বাস করে না, পুরাকালে গ্রীকজাতিরও অধিকাংশ লোক গ্রীসে বাস করিত না। আর্য্যবংশীয় ভিন্ন ২ জাতি সকল বোধ হয় ক্রমান্বয়ে দক্ষিণ দিকে আসিয়া নিজ গ্রীস অধিকার করিয়াছিল। গ্রীস হইতে ইহারা ইতালিতে যায়। ইতালির দক্ষিণ প্রদেশে ইহারা অনেক উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল বলিয়া ইতালির এই অংশকে মহাগ্রীস বলিত। আসিয়া মাইনরের সমুদ্রতীরে ইঁহারা উপনিবেশ স্বরূপ অনেক নগর সংস্থাপন করেন; এবং ইউরোপ ও আসিয়ার মধ্যবর্ত্তী দ্বীপ সকলও ইঁহারা অধিকার করিয়াছিলেন। গ্রীকেরা ভূমধ্যসাগরের চতুষ্পার্শ্বে উপনিবেশ স্থাপন, উত্তর আফ্রিকা, ফ্রান্স্ ও স্পেনের সমুদ্রতীরে বৃহৎ নগর নির্ম্মাণ, এবং সিসিলি দ্বীপের অধিকাংশ অধিকার করিয়াছিলেন। ইঁহারা কৃষ্ণসাগরের উপকূলবিভাগেও অনেকগুলি বৃহৎ নগর নির্ম্মাণ করেন। ৫০০ পূ. খৃ. অব্দের পূর্ব্বেই গ্রীকেরা এই সকল কর্ম্ম সম্পন্ন করিয়াছিলেন, এবং বোধ হয় ইহার সহস্র বৎসর পূর্ব্বে ইঁহারা নিজগ্রীস অধিকার করেন। ১২০০ পূ. খৃ. এবং ১০০০ পূ. খৃ. অব্দের মধ্যে ইঁহাদের কিরূপ অবস্থা ছিল তাহা ইঁহাদের প্রাচীনতম বিবরণ পাঠে অবগত হওয়া যায়। তখন গ্রীস সভ্যতাসোপানে অতি অল্পই অধিরোহণ করিয়াছিল। তদানীন্তন গ্রীকেরা লিখিতে জানিত না এবং লৌহের ব্যবহারে সম্পূর্ণ অভিজ্ঞ ছিলনা।

এই প্রাচীন সময়েই গ্রীকদিগের শাসনপ্রণালী মিসর এবং আসিরিয়ার যথেচ্ছাচারতন্ত্র হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন ছিল। সমস্ত গ্রীসদেশ এক জন রাজার শাসনাধীন ছিল না। প্রত্যেক ক্ষুদ্র ২ জাতির এক একটী রাজা ছিল। সম্ভ্রান্তজনদিগের সহিত পরামর্শ না করিয়া এবং প্রজাদিগের সাধারণ সভার মত না লইয়া তিনি রাজ্য শাসন করিতে পারিতেন না। ইংলণ্ডের বর্ত্তমান শাসনপ্রণালীর সহিত এই শাসনপ্রণালীর বিশেষ সাদৃশ্য আছে। ইংলণ্ডে এক রাজ্ঞী, এক সম্ভ্রান্ত-সভা আর এক জাতি-সাধারণ-সভা আছে। সম্ভ্রান্ত-সভার কেবল পরামর্শ দিবার অধিকার আছে। জাতি-সাধারণ-সভার মতেই বাস্তবিক সকল বিষয় স্থিরীকৃত হয়। সহস্র বৎসর পূর্ব্বে প্রত্যেক গ্রীকেরই স্বদেশের শাসনকার্য্য সম্বন্ধে মত দিবার অধিকার ছিল। গ্রীসে সময়ে ২ এক একটী রাজ্য সর্ব্ব প্রধান হইত; কিন্তু ৫০০ পূ. খৃ. অব্দে আথেন্স ও স্পার্টা এই উভয় রাজ্যই প্রবলতম হইয়া উঠিয়াছিল। গ্রীসের সৌভাগ্যের

সময় এই দুই রাজ্য সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ ছিল। ৫০০ পূ. খৃ. অব্দের সময় প্রায় সমস্ত গ্রীক রাজ্যের প্রাচীন শাসনপ্রণালী পরিবর্ত্তিত হয়। নিজগ্রীসে কতকগুলি রাজ্য প্রজাতন্ত্র ও কতকগুলি শ্রেষ্ঠতন্ত্র হইল। প্রজাতন্ত্রে সমুদায় ক্ষমতা প্রজাদিগের সাধারণ সভায় ন্যস্ত হইত; ইহাতে রাজাও থাকিত না এবং পরামর্শের জন্য সম্ভ্রান্তদিগের সভাও থাকিত না। আথেন্স সর্ব্ব প্রধান প্রজাতন্ত্র ছিল। শ্রেষ্ঠতন্ত্রে রাজ্যশাসনের ভার কতক গুলি সম্ভ্রান্ত লোকের হস্তে থাকিত। নাম মাত্র একজন রাজা থাকিতেন। সম্ভ্রান্তেরা প্রজাদিগকে সাধারণ সভায় মিলিত হইতে দিতেন না। স্পার্টা সর্ব্ব-প্রধান শ্রেষ্ঠতন্ত্র ছিল। এই সময়ে গ্রীসের কোন ২ নগরে এবং ইহার অনেক উপনিবেশে ক্ষমতাশালী ব্যক্তিরা বিবিধ উপায় অবলম্বন করিয়া যথেচ্ছাচার-প্রভু হইয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহারা সম্ভ্রান্তজন বা সাধারণপ্রজাদিগের সহিত পরামর্শ না করিয়াই স্বেচ্ছামত রাজ্যশাসন করিতেন। ভিন্ন২ শাসনপ্রণালীবিশিষ্ট গ্রীসের ক্ষুদ্র ২ রাজ্যের মধ্যে প্রায়ই যুদ্ধ হইত। কোন রাজ্য বিদেশীয় শত্রুগণ কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে অপর রাজ্য সকল উহার রক্ষার্থে একত্রিত হইত না। অনেক সময়ে একটী কিম্বা দুইটী রাজ্যকেই বিদেশীয় দিগের সহিত যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল।

৫৩০ পূ. খৃ. অব্দে যখন পারসীকেরা আসিয়ার পশ্চিমাংশ জয় করে, আসিয়া-মাইনরের গ্রীকনগরগুলি তাহাদের হস্তগত হয়। ইহার পর পারস্যরাজ নিজগ্রীসের অধিকারে অভিলাষী হইলেন। আথেন্স জয় করিবার মানসে তিনি আসিয়া হইতে ইউরোপখণ্ডে বহুসংখ্যক সৈন্য প্রেরণ করেন। আথেন্সরাজ্যের অন্তর্গত মেরাথনক্ষেত্রে আথিনিয়ানেরা দশ সহস্র সৈন্য লইয়া পারসীকদিগকে যুদ্ধপ্রদান করেন। পারসীকদিগের সৈন্যসংখ্যা ইহাদের অপেক্ষা দশগুণ ছিল। কিন্তু আথিনিয়ানেরা এই যুদ্ধে জয় লাভ করিলেন এবং পারসীকেরা গ্রীস হইতে দূরীকৃত হইল। জগতের ইতিহাস মধ্যে এই যুদ্ধকে সর্ব্বপ্রধান বলিলেও বলা যাইতে পারে। প্রতীচ্য বা গ্রীক আর্য্য এবং প্রাচ্য বা আসিয়িক আর্য্যদিগের মধ্যে বিরোধ এই যুদ্ধে পর্য্যবসিত হয় নাই বটে, কিন্তু ইহাতে সকলেই শিখিলেন যে সুনিপুণ ও সুসাহসী অল্পসংখ্যক সৈন্য লইয়া বহুসংখ্যক সৈন্যকেও অনায়াসে পরাজিত করিতে পারা যায়। মেরাথনের যুদ্ধের পূর্ব্বে সমস্ত জগৎ পারস্যসম্রাটের ভয়ে কম্পমান হইত, এমন কি কোন গ্রীকরাজ্যই আথেন্সকে সাহায্য প্রদান করিতে সাহসী হয় নাই। এই যুদ্ধের পর গ্রীকেরা পারসীকদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে সাহসী হইয়াছিলেন। ক্লাইব সর্ব্বপ্রথমে দেখাইয়াছিলেন যে বলবত্তর ও নিপুণতর অল্পসংখ্যক ইংরাজসৈন্য লইয়া বহুসংখ্যক হিন্দুসৈন্যকে পরাজয় করা যায়। ইহার পর অন্যান্য ইংরাজসেনানীরা যে অল্পসংখ্যক ইংরাজসৈন্য লইয়া বহুসংখ্যক হিন্দুসেনার সহিত যুদ্ধ করিতে সাহসী হইবেন তাহা আর বিচিত্র কি?

পারস্যরাজ মেরাথনের যুদ্ধে পরাজিত হইয়া ক্রোধান্ধ হইলেন বটে, কিন্তু কিছুই করিতে পারিলেন না। দশ বৎসর পরে তাঁহার পুত্র জরক্সিস্ দশ লক্ষ সৈন্য লইয়া জয়াভিলাষে গ্রীসে আসিয়া উপস্থিত হন। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে, আসিয়ামাইনরের গ্রীকনগরগুলি পারস্যরাজ্যের শাসনাধীন হইয়াছিল। জরক্সিস্ এই গ্রীকনগরসকলের রণতরি গ্রীসের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন। কোন২ গ্রীক রাজ্যও পারসীকদিগের পক্ষ অবলম্বন করিল। গ্রীকেরা তিনটী মহাযুদ্ধে জয়লাভ করিলেন। ইহার মধ্যে প্রথম ও তৃতীয়টী সমুদ্রযুদ্ধ। তৃতীয় যুদ্ধটী আসিয়ামাইনরের সমুদ্রতীরে মাইকেলিতে হয়। এই সংগ্রামে গ্রীক এবং পারসীকদিগের কলহের নিষ্পত্তি হইল। পারস্যরাজ আসিয়ায় পলায়ন করিলেন। পারসীকেরা আরও কিছুকাল পর্য্যন্ত ইউরোপে রহিলেন বটে কিন্তু গ্রীসের বশীকরণে তাঁহারা আর কোন বিশেষ চেষ্টা করেন নাই। বিশাল পারস্যসাম্রাজ্য এবং ক্ষুদ্র২ গ্রীকরাজ্যের মধ্যে যে কলহ উপস্থিত হইয়াছিল তাহা গ্রীকদিগের সম্পূর্ণ জয়লাভে পর্য্যবসিত হইল।

এই সকল জয় ও যশঃ লাভে গ্রীকেরা প্রোৎসাহিত হইলেন। এই উৎসাহপ্রভাবেই বোধ হয় পর শতাব্দীতে (৪৫০ পূ. খৃ. হইতে ৩৫০ পূ. খৃ. পর্য্যন্ত) গ্রীসে, বিশেষতঃ আথেন্সে, দৈবশক্তিসম্পন্ন কবি, ভষ্টা, ইতিহাসবেত্তা, সুবক্তা এবং দর্শনশাস্ত্রবিদ্ পণ্ডিতদিগের উদয় হইয়াছিল। তাঁহাদের মধ্যে কাহারো২ কৃতি আজ পর্য্যন্তও বিদ্যমান রহিয়াছে। পৃথিবীর সকল জাতির সুবুদ্ধি ব্যক্তিরা এই কৃতি সকল পর্য্যালোচনা করিয়া পরমপ্রীতি লাভ করেন।

গ্রীকরাজ্যসকলের মধ্যে ক্ষুদ্র ২ অনেক যুদ্ধ হইয়াছিল বটে, কিন্তু ৪৩১ পূ. খৃ. অব্দে প্রধান প্রজাতন্ত্র আথেন্স এবং প্রধান শ্রেষ্টতন্ত্র স্পার্টার মধ্যে এক মহাযুদ্ধ উপস্থিত হয়। গ্রীসের ক্ষুদ্র২ রাজ্য সকল এক না এক পক্ষ অবলম্বন করিল—বলিতে কি সমস্ত গ্রীকজাতির মধ্যে এই সমরানল প্রজ্বলিত হইল। অনেক বৎসর পর্য্যন্ত কোন পক্ষই কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। অবশেষে আথিনিয়ান্ এবং স্পার্টানেরা উভয়েই সিসিলিদ্বীপের গ্রীকনগরগুলির উপর আধিপত্যস্থাপনমানসে উক্ত দ্বীপে বহুসংখ্যক সৈন্য প্রেরণ করিলেন। সিসিলিতে আথিনিয়ানেরা সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইলেন। ইহার পর স্পার্টানেরা প্রবলতর হইয়া উঠিলেন; এবং অবশেষে তাঁহারা আথেন্স নগর অধিকার করিলেন। ৪০২ পূ. খৃ. অব্দে এই যুদ্ধের পর্য্যবসান হয়। এই সমর ২৯ বৎসর স্থায়ী হইয়াছিল।

ইহার পর স্পার্টা গ্রীসের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান রাজ্য হইল। কিন্তু গ্রীকরাজ্যসকলের পরস্পর কলহ শেষ হইল না; অচিরকালমধ্যেই স্পার্টার প্রাধান্য লুপ্ত হইল। ৩৩৮ পূ. খৃ. অব্দে মেসিডনের রাজা ফিলিপ্ সমুদায় গ্রীসের উপর আধিপত্য

লাভ করিলেন। ইহার দুই বৎসর পরে ফিলিপ্‌ হত হইলেন এবং তাঁহার পুত্র মহান্‌ এলেগ্‌জাণ্ডার মেসিডনের সিংহাসন অধিরোহণ করিলেন। ফিলিপের মৃত্যুর পর এলেগ্‌জাণ্ডার সমস্ত গ্রীসের অধিপতি স্বরূপ হইলেন।

পারস্যরাজ স্বীয় প্রজাদিগকে গ্রীকদের সহিত যুদ্ধ করিতে অসমর্থ দেখিয়া কয়েক বৎসর হইতে অনেকগুলি গ্রীককে সৈনিকের কার্য্যে নিযুক্ত করিতেছিলেন। সকলেই জানিতে পারিল যে পারসীকেরা দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছেন। গ্রীসে আধিপত্য সংস্থাপন করিয়া এলেগ্‌জাণ্ডার স্থির করিলেন যে যেমন পূর্ব্বে গ্রীসজয়মানসে পারসীকেরা ইউরোপে আসিয়াছিল, পারস্যসাম্রাজ্যলোপার্থে গ্রীকজাতিরও তদ্রূপ আসিয়া আক্রমণ করা উচিত। এই সিদ্ধান্ত করিয়া এলেগ্‌জাণ্ডার গ্রীকসৈন্য লইয়া আসিয়া আক্রমণ করিলেন। পারসীকেরা তিনটী মহাযুদ্ধে পরাজিত হইলেন। এলেগ্‌জাণ্ডার ক্রমাগত সাত বৎসর সংগ্রাম করিয়া পারস্যসাম্রাজ্য জয় করিলেন। যখন পারসীকেরা বাবিলোনীয়সাম্রাজ্য জয় করেন তখন ফিনিসিয়া তাঁহাদের হস্তগত হয়। এলেগ্‌জাণ্ডার এক্ষণে সেই ফিনিসিয়া প্রদেশ আক্রমণ করিলেন। সুদীর্ঘকালস্থায়ী অবরোধের পর ফিনিসিয়ার রাজধানী টায়ার তাঁহার হস্তগত হইল। পারস্যসাম্রাজ্যভুক্ত মিসর প্রদেশটীও এলেগ্‌জাণ্ডার অধিকার করিলেন। তিনি মিসরে একটী নগর সংস্থাপন করিয়া তাহার নাম (স্বনামে) এলেগ্‌জেণ্ড্রিয়া রাখিলেন। এখন পর্য্যন্তও তাহা বিদ্যমান রহিয়াছে। যাঁহারা কলিকাতা হইতে ইংলণ্ডে গমন করেন তাঁহারা এই নগর দেখিতে পান। এলেগ্‌জাণ্ডার এইরূপে সমস্ত গ্রীস এবং পারস্যসাম্রাজ্যের অধীশ্বর হইলেন। এক্ষণে তিনি আপনাকে সমস্ত পৃথিবীর অধিপতি মনে করিলেন। কথিত আছে যে এলেগ্‌জাণ্ডার জয় করিবার নিমিত্ত অন্য কোন পৃথিবী নাই বলিয়া আক্ষেপ করিয়াছিলেন। তিনি উত্তরাভিমুখে যাত্রা করিয়া সিথিয়ানদিগকে আক্রমণ করেন এবং জয়াভিলাষে ভারতবর্ষেও আগমন করিয়াছিলেন। সিন্ধুনদী পার হইয়া তুমুল সংগ্রামের পর তিনি পঞ্জাবাধিপতিকে পরাস্ত করেন। গ্রীক-পুরাবৃত্ত-লেখকেরা বলেন যে এই হিন্দু রাজা প্রবল পরাক্রমশালী ছিলেন, এবং তিনি যুদ্ধে অনেক হস্তী আনয়ন করেন। এলেগ্‌জাণ্ডার পঞ্জাব অধিকার করিয়া হিন্দুস্থান জয় করিবার অভিলাষে পূর্ব্বাভিমুখে যাত্রা করিলেন। কিন্তু তাঁহার গ্রীকসেনা স্ত্রীপুত্রপরিবার ত্যাগ করিয়া চারি মাসের পথ আসিয়াছিল; তাহারা শতদ্রুনদী পার হইতে চাহিল না। এলেগ্‌জাণ্ডার অগত্যা হিন্দুস্থান আক্রমণ করিতে পারিলেন না এবং পশ্চিমাভিমুখে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইলেন। কথিত আছে যে সংকল্প ভঙ্গ হওয়াতে এলেগ্‌জাণ্ডার হতাশ হইয়া রোদন করিয়াছিলেন। তিনি কতকগুলি জাহাজ প্রস্তুত করিয়া কিয়দংশ সৈন্য জলপথে প্রেরণ করিলেন। তাঁহার রণপোতনেতা সিন্ধুনদী দিয়া সমুদ্রে

আসিয়া পড়েন এবং জাহাজ চালনা পূর্ব্বক পারস্যউপসাগরে আসিয়া উপস্থিত হন। কয়েক বৎসর পরে যৌবনাবস্থাতেই এলেগ্‌জাণ্ডারের মৃত্যু হয়। তাঁহার কর্ম্মচারী ও সেনাপতিগণ তাঁহার বিপুল সাম্রাজ্য বিভাগ করিয়া লইলেন। গ্রীসের অবস্থার পুনর্ব্বার বিপর্য্যাস ঘটিল। ইহার পর গ্রীসের ক্ষুদ্র২ রাজ্যগুলি আর কখনই একত্রিত হয় নাই; কিন্তু মধ্যে ২ কতকগুলি নগর সমবেত হইয়া কিছু কালের নিমিত্ত কর্তৃত্ব করিয়াছিল। অবশেষে ২৫০ পূ. খৃ. অব্দে রোম কর্ত্তৃক বশীকৃত হইয়া গ্রীস রোমীয় সাম্রাজ্যের অন্তর্গত হইল।

যদিও গ্রীকেরা সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হইয়াছিলেন এবং যদিও সেই প্রাচীন গ্রীক-বংশোদ্ভূত কোন জাতিই এক্ষণে দেখিতে পাওয়া যায় না, মিসর, ফিনিসিয়া এবং আসিরিয়ার ন্যায় গ্রীকরাজ্যের সমূলোচ্ছেদ হয় নাই। রোমকেরা গ্রীকজাতি ও তাঁহাদের আচারব্যবহার বিলুপ্ত করিয়া দেন নাই, বরং বিজিতগ্রীকদিগের ভাষা ও সংস্কারসকল গ্রহণ করিয়াছিলেন। গ্রীকদিগের প্রভাব জগৎ হইতে একবারে অন্তরিত হয় নাই——এখন পর্য্যন্তও আমরা তাহার সত্ত্বার উপলব্ধি করিতেছি——গ্রীক কবি, ইতিহাসলেখক এবং দর্শনশাস্ত্র-বেত্তাদের রচনা পাঠ করিয়া আমরা তাঁহাদিগের প্রভাব আজও অনুভব করিয়া থাকি।

গ্রীকদিগের ন্যায় মহিমান্বিত জাতি জগতে আর প্রায় দৃষ্ট হয় না। তাঁহাদিগের ইতিহাস উজ্জ্বলকীর্ত্তিকলাপে পরিপূর্ণ। তথাপি তাঁহাদের ঈদৃশ পরিণাম হইল! ইহার কতকগুলি কারণ নির্দ্দেশ করিতে পারা যায়। গ্রীকদিগের মধ্যে দাসত্বপ্রথা বহুলরূপে প্রচলিত ছিল। রাজ্যশাসনবিষয়িণী স্বাধীনতা কেবল নাগরিকদিগেরই ছিল; কিন্তু প্রজাদিগের অধিকাংশই দাসত্বে জীবন অতিবাহিত করিত। আসিয়িক-দিগের ন্যায় গ্রীকেরাও স্বীয় ২ স্ত্রীকে গৃহে আবদ্ধ করিয়া রাখিতেন এবং তাহা-দিগকে বিদ্যাশিক্ষা দিতেন না। স্ত্রীলোকদিগের এই হীনাবস্থায় পুরুষদিগেরও বিস্তর ক্ষতি হইয়াছিল। গ্রীকেরা বাক্‌যুদ্ধপ্রিয় ছিলেন এবং যে সকল বিষয়ের কিছুই মীমাংসা হয় না তাহারই বিচার লইয়া সর্ব্বদা ব্যস্ত থাকিতেন। ইঁহারা নীতি-বিষয়ক তর্কের আলোচনায় বিস্তর সময় অতিবাহিত করিতেন বটে, কিন্তু খ্রীষ্টধর্ম্মা-বলম্বী জাতিদিগের ন্যায় তাঁহাদের পবিত্রতার কোন উচ্চাদর্শ ছিল না। প্রয়োজনীয় শিল্প সকলের উন্নতি, বৈজ্ঞানিকতত্ত্বান্বেষণ এবং অনুসন্ধানের যাথার্থ্যের প্রতি তাঁহাদের বিশেষ দৃষ্টি ছিল না। ইউরোপের আধুনিক জাতিরা, বিশেষতঃ ইংরাজেরা, এ সকল সম্বন্ধে গ্রীকদিগকে অতিক্রম করিয়াছেন। রাজ্যশাসনসম্বন্ধে গ্রীকেরা একত্র মিলিত হইত না; ক্ষুদ্র ২ রাজ্য সকল সর্ব্বদাই পরস্পর যুদ্ধ করিত। প্রত্যেক রাজ্যই স্বীয় উপনিবেশ ও অধীন নগরগুলির লোকদিগের নিকট হইতে

করস্বরূপ প্রভূত অর্থ শোষণ করিত। এ সকল সম্বন্ধে রোমকেরা অধিক বিবেচনার সহিত কার্য্য করিয়াছিলেন।

---

## অষ্টম অধ্যায়।

### রোমক জাতি।

৫০০ পূ. খৃ. অব্দে রোম লাটিন জাতির কোন বিভাগের একটী ক্ষুদ্র নগর ছিল। লাটিনেরা আর্য্যবংশসম্ভূত। গ্রীকেরা যেমন দক্ষিণাভিমুখে যাত্রা করিয়া গ্রীস অধিকার করিয়াছিলেন, লাটিনেরাও সেই রূপ ইতালি অধিকার করেন। লাটিন ও গ্রীক জাতির মধ্যে যে নিকট সম্বন্ধ আছে তাহা বিলক্ষণ প্রতীয়মান হয়। এই ক্ষুদ্র নগর একটী রাজার শাসনাধীন ছিল। কিন্তু ৫০০ পূ. খৃ. অব্দে নাগরিকেরা রাজাকে পদচ্যুত করিয়া দেশ হইতে বহিষ্কৃত করে। ইহার পর শাসনকার্য্যনির্ব্বাহার্থে কতিপয় কর্ম্মচারী প্রতি বৎসর নিযুক্ত হইতে লাগিলেন। যে পর্য্যন্ত রোম একটী ক্ষুদ্র নগর ছিল তাহার ইতিহাসসম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান নিতান্ত অনিশ্চিত। রোমের ক্ষমতা এত অল্প২ করিয়া বৃদ্ধি হইয়াছিল যে একটী প্রবাদ চলিয়া আসিতেছে "রোম এক দিনে গঠিত হয় নাই"। ইতালির উত্তরাঞ্চলবাসী গল জাতিরা ৩৯০ পূ. খৃ. অব্দে রোম অধিকার করে; কিন্তু তাহারা শীঘ্রই স্বস্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছিল। তদনন্তর রোমকেরা ক্রমে নিকটবর্ত্তী নগর সকল জয় করিতে লাগিলেন। অবশেষে ২৭৬ পূ. খৃ. অব্দে সমস্ত ইতালিউপদ্বীপ রোমের হস্তগত হইল। গ্রীকেরা ইতালির দক্ষিণপ্রদেশে যে সকল উপনিবেশ সংস্থাপন করিয়াছিলেন তাহাও রোমকেরা জয় করিয়া লইলেন।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে কার্থেজনগর ফিনিসীয়দিগের প্রধান উপনিবেশ। এই নগরটী আফ্রিকার উত্তরকূলে এবং সিসিলিদ্বীপের সম্মুখে অবস্থিত। সুতরাং ইহা সিসিলিদ্বীপের অতি সন্নিকট। ২৭৬ পূ. খৃ. অব্দের মধ্যেই কার্থেজবাসীরা উত্তরাফ্রিকায় একটী বৃহৎ সাম্রাজ্য এবং স্পেন ও সিসিলিতে অনেকগুলি উপনিবেশ সংস্থাপন করিয়াছিলেন। সিসিলিতে অনেকগুলি গ্রীক উপনিবেশও ছিল। রোমকেরা সমুদায় ইতালিউপদ্বীপ জয় করিয়া সিসিলিদ্বীপে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। অত্রত্য গ্রীক নগর সকলের উপর প্রভুত্ব লইয়া কার্থেজীয়দিগের সহিত তাঁহাদের বিরোধ উপস্থিত হইল। সমস্ত জগতের আধিপত্য লইয়া কার্থেজ ও রোমের মধ্যে পুনিক-যুদ্ধ নামে যে ঘোর সংগ্রামের সমাবির্ত্তন হয়, ইহাই তাহার সূত্রপাত। রোমকেরা

ফিনিসীয়দিগকে পুনিক বলিত; এই নিমিত্ত এই যুদ্ধসকলকে পুনিক-যুদ্ধ বলে। রোমকদিগের ইতিহাসহইতেই এই যুদ্ধ সকলের বৃত্তান্ত আমরা অবগত হই। কার্থেজীয়দিগের ইতিহাস প্রাপ্ত হইলে, তাহাদিগের বিবরণ নিশ্চয়ই রোমকদিগের বিবরণ হইতে কিঞ্চিৎ পৃথক্ হইত।

প্রথম পুনিক-যুদ্ধ ২৪ বৎসর স্থায়ী হইয়াছিল। রোমকদিগের সিসিলি অধিকারে এই যুদ্ধের পর্য্যবসান হয়। দ্বিতীয় পুনিক-যুদ্ধ ১৬ বৎসর স্থায়ী হয়। এই যুদ্ধে কার্থেজের প্রসিদ্ধ সেনাপতি মহাবীর হানিবলের উদয় হইয়াছিল। তাঁহার ন্যায় সুনিপুণ সেনানায়ক আর দেখিতে পাওয়া যায় না। তিনি সসৈন্যে স্পেন হইতে যাত্রা করিয়া ফ্রান্সের দক্ষিণপ্রদেশ দিয়া ও হিমাবৃত আল্পস্ পর্ব্বত পার হইয়া ইতালি প্রবেশ করেন। ইতালিতে হানিবল রোমকদিগকে বারংবার পরাজিত করিতে লাগিলেন —— এমন কি এক সময় এরূপ আশঙ্কা হইয়াছিল যে রোমকেরা একবারে বিনষ্ট হইবেন। কিন্তু অবশেষে রোমকেরাই সম্পূর্ণ জয় লাভ করিলেন। তৃতীয় পুনিক-যুদ্ধের পর রোমকেরা কার্থেজ নগর ধ্বংস করেন। রোমকদিগের জয়স্রোতঃ-প্রতিরোধক্ষম কোন জাতিই আর এক্ষণে পৃথিবীতে রহিল না —— তাঁহাদের জয়নিনাদে চতুর্দ্দিক্ পরিপূর্ণ হইল। রোমকেরা একটী প্রসিদ্ধ যোদ্ধৃজাতি ছিলেন —— যুদ্ধই তাঁহাদের ব্যবসায় ছিল। এই নিমিত্তই তাঁহারা এতাদৃশ সমরবিজয়ী হইয়াছিলেন। বহু আয়াস সহকারে তাঁহারা সৈনিকদিগকে সুশিক্ষিত ও সুসজ্জিত, এবং যুদ্ধযন্ত্র সকল প্রস্তুত করিতেন। শিবিরস্থাপন, দুর্গনির্ম্মাণ এবং সৈন্যদিগেরপালন ও চালনপ্রণালী যত্নের সহিত শিক্ষা করিতেন। এই সময়ে রোমের সম্ভ্রান্ত নাগরিকেরাও সৈনিকের কার্য্য করিতে সঙ্কুচিত হইতেন না। কিন্তু কার্থেজীয়সৈন্যের অধিকাংশ বেতনভোগী ছিল; সুতরাং যদিও কার্থেজীয়দিগের মধ্যে অনেক সুনিপুণ সেনানীর উদয় হইয়াছিল, রোমকেরা অবশেষে জয় লাভ করিলেন।

কার্থেজ নগর ধ্বংস করিয়া রোম ক্রমে চতুষ্পার্শ্বস্থ দেশ সকল জয় করিতে আরম্ভ করিল। রোমকেরা ক্রমান্বয়ে গ্রীস, পশ্চিমআসিয়া, স্পেন, দক্ষিণফ্রান্স এবং আর্ম্মিনিয়া অধিকার করিলেন।

এপর্য্যন্ত রোম একটী সাধারণতন্ত্র ছিল। নাগরিকেরা প্রতিবৎসর শান্তিরক্ষক সকল নিযুক্ত করিতেন। যদিও ধনী ও দরিদ্র শ্রেণীর মধ্যে অনেক প্রভেদ হইয়া উঠিয়াছিল, কেহই এপর্য্যন্ত রাজপদ লাভ করিতে সমর্থ হন নাই। কিন্তু যখন রোম ক্রমে দিগ্বিজয় আরম্ভ করিল রোমের সেনা চিরস্থায়িনী হইয়া উঠিল; অর্থাৎ যে সকল নাগরিক একবার সেনাভুক্ত হইয়াছিল, তাহারা পূর্ব্বের ন্যায় দুই তিন বৎসর যুদ্ধ করিয়া ফিরিয়া আসিত না; যুদ্ধই তাহাদের ব্যবসায় হইয়া উঠিত। নগরের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে তাহারা মনোভিনিবেশ করিত না, এবং রাজ্যশাসনবিষয়িণী স্বাধীনতা রক্ষার্থেও

যত্নশীল হইত না। সেনাপতি দিগ্বিজয়ী হইলে সৈনিকেরা তাঁহার প্রতি নিতান্ত অনুরক্ত হইত। এই সময় পৃথিবীর ভিন্ন ২ স্থানে রোমকেরা যুদ্ধ করিতেছিলেন, সুতরাং তাঁহাদের বিখ্যাত সেনানীগণ পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়াপড়িয়াছিলেন। প্রায়ই কোন না কোন সেনাপতি বিবিধপ্ররোচনাদ্বারা স্বীয় সৈনিকগণকে রোম এবং রোমের অন্যান্য সেনানীগণের বিরুদ্ধে লইয়া যাইতে সমর্থ হইতেন, এবং স্বীয় প্রভুত্ব সর্ব্বোপরি স্থাপন করিতে চেষ্টা করিতেন। এই সকল সেনানায়কের মধ্যে জুলিয়স্ সীজার সর্ব্বাপেক্ষা বিখ্যাত। ইনি ৪৮ পূ. খৃ. অব্দে পম্পী নামক রোমিক সেনানীকে পরাভূত করিয়া রোমীয়সাম্রাজ্যে স্বীয় আধিপত্য স্থাপন করিয়াছিলেন।

জুলিয়স্ সীজারের ন্যায় উপযুক্ত ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ লোক প্রায়ই দেখিতে পাওয়া যায় না। এই প্রসিদ্ধ সেনানী যেমন যুদ্ধে নিপুণ ছিলেন তেমনই আবার সুন্দর ২ গ্রন্থ রচনায় পটু ছিলেন। স্বীয় প্রতিদ্বন্দ্বী পম্পীকে পরাজিত করিয়া স্বাধিপত্য স্থাপন করিবার পূর্ব্বে সীজার ফ্রান্সদেশস্থ রোমিকসেনার অধ্যক্ষকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি ফ্রান্সের সমস্ত উত্তরবিভাগ জয় করিয়া ইংলণ্ড আক্রমণ করেন। সীজার স্বয়ং এই আক্রমণের একটী বৃত্তান্ত লিখিয়াছেন; ইহা অপেক্ষা ইংলণ্ডের প্রাচীনতর বিবরণ আমরা প্রাপ্ত হই নাই। এই সময়ে ইংলণ্ডে আর্য্যবংশীয় সেল্টেরা বাস করিত; বর্ত্তমান আইরিশ্, স্কচ্ এবং ওয়েলশ্ জাতিদের অধিকাংশ এই সেল্টবংশ-সম্ভূত। সেল্টেরা অত্যন্ত অসভ্য ছিল——প্রায়ই উলঙ্গ থাকিত। ইহারা রোমকদিগের সহিত যুদ্ধ করিতে অসমর্থ হইল। ইংলণ্ড এই সময়ে বনে এবং জলায় পরিপূর্ণ ছিল।

৪৮ পূ. খৃ. অব্দে জুলিয়স্ সীজার রোমীয়সাম্রাজ্যে একাধিপত্য স্থাপন করেন; কিন্তু ৪৪ পূ. খৃ. তিনি হত হইলেন। তদনন্তর আধিপত্য লইয়া অনেক যুদ্ধ উপস্থিত হয়। অবশেষে জুলিয়স্ সীজারের ভাগিনেয়ী-পুত্র ও পোষ্যপুত্র জুলিয়স্ সীজার অক্টেভিয়ানস্ বিজয়ী হইয়া আপনাকে সম্রাট পদে অভিষিক্ত করিতে কৃতকার্য্য হইলেন। "অগষ্টস্" এই নূতন উপাধি ধারণ পূর্ব্বক ইনি যাবজ্জীবন যথেচ্ছাচারী নরপতির ন্যায় রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন। পরবর্ত্তী রোমিক সম্রাটেরা সকলেই এই উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন। এবং এখন পর্য্যন্তও বর্ত্তমান অষ্ট্রীয়-সম্রাট্ এই উপাধি ধারণ করিয়া থাকেন।

---

## নবম অধ্যায়।

### রোমীয়সাম্রাজ্য।

রোমের সাধারণতন্ত্রের এই রূপে পর্য্যবসান হইলে পর রোমীয়সাম্রাজ্য সম্রাটগণ কর্ত্তৃক শাসিত হইতে লাগিল। সম্রাটেরা চিরস্থায়িনীসেনার সাহায্যে স্বীয়ং

আধিপত্য রক্ষা করিতেন। রোমীয় সেনার ভিন্ন ২ বিভাগের মধ্যে সময়ে২ যুদ্ধ উপস্থিত হইত; প্রত্যেক সেনাবিভাগেরই ইচ্ছা যে তাহাদেরই অধ্যক্ষ সম্রাট হন। কিন্তু সাধারণপ্রজাবর্গ প্রায় ৪০০ বৎসর পর্য্যন্ত সুখ ও শান্তি ভোগ করিয়াছিল। ২৭ পূ. খৃ. অব্দের পর রোমীয়সাম্রাজ্য আর অধিক বিস্তীর্ণ হয় নাই। পূর্ব্বাধিকৃত দেশ সকল রক্ষা করিতে পারিলেই সম্রাটেরা সন্তুষ্ট থাকিতেন। রোমীয়সাম্রাজ্যের চতুষ্পার্শ্বে, বিশেষতঃ উত্তরে জার্ম্মণিতে, অনেক নিবিড় বন ছিল। এই সকল বনে টিউটন (জার্ম্মণদিগের অপর একটী নাম) জাতিরা বাস করিত। টিউটনেরা অসভ্য ছিল বটে, কিন্তু তাহারা এতদূর সাহসী ছিল যে রোমিক সম্রাটেরা তাহাদিগকে বশীভূত করিতে সমর্থ হন নাই।

রোমীয়সাম্রাজ্য এই সুদীর্ঘ কাল পর্য্যন্ত সমস্ত জগতের সাম্রাজ্য বলিয়া অভিহিত হইয়াছিল। কিন্তু বাস্তবিক রোমকেরা পৃথিবীর যে অংশটী জানিতেন তাহাই রোমীয় সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। এই অংশটীকে পৃথিবীর এক বৃহৎ খণ্ড বলা যায় না। ইউরোপের দক্ষিণার্দ্ধ, আফ্রিকার পশ্চিমকূল এবং আসিয়ার পশ্চিমার্দ্ধই কেবল ইহার অন্তর্গত ছিল। রোমকেরা ভারতবর্ষ ও চীনের নাম মাত্র শুনিয়াছিলেন। এই দুই দেশের তদানীন্তন লোকসংখ্যা রোমীয়সাম্রাজ্যের লোকসংখ্যার অধিক ছিল। রোমকেরা জানিতেন যে সিংহল (সিলোন) নামে একটী দ্বীপ আছে; সিংহল হইতে আরবেরা বাণিজ্যদ্রব্যাদি জাহাজে করিয়া লোহিত সাগর ও পারস্যোপসাগরে লইয়া আসিত; রোমকেরা সিংহলের মুক্তা ও হস্তিদন্ত ক্রয় করিতেন।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে ৪০০ বৎসর পর্য্যন্ত রোমীয়সাম্রাজ্যের প্রজারা সুখ ও শান্তি ভোগ করিয়াছিল। এই চারিশত বৎসরের প্রারম্ভে অর্থাৎ রোমীয়সাম্রাজ্যের প্রথমাবস্থায় যীশু খৃষ্ট যুডিয়ার রাজধানী জেরুসলামের নিকট জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার জন্মবৎসর হইতে খৃষ্টীয় শকের গণনা আরম্ভ হয়। ৩৫০ বৎসরের মধ্যে খৃষ্টধর্ম্ম সমস্ত রোমীয়সাম্রাজ্যের ধর্ম্ম হইয়া উঠিল। খড়্গের সাহায্যে এই নূতন ধর্ম্ম প্রচারিত হয় নাই।

৪৩ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ড এবং স্কটলাণ্ডের দক্ষিণপ্রদেশে রোমকদিগের আধিপত্য সংস্থাপিত হয়। ইংলণ্ডে রোমকদিগের তদানীন্তন অবস্থা এবং বাঙ্গালায় ইংরাজদিগের বর্ত্তমান অবস্থা প্রায় একরূপ। রোমকেরা স্বীয় আধিপত্য রক্ষার্থে ইংলণ্ডে কতিপয় সুশিক্ষিত সৈন্যদল রাখিতেন; এবং ইংলণ্ডের অধিবাসী সেল্ট্‌দিগকেও কখন২ সৈনিকের কার্য্যে নিযুক্ত করিতেন। দেশশাসন এবং রাজস্বআদায়ের অধিকার রোমকদিগের হস্তে ছিল। ইঁহারা স্বেচ্ছামত ব্যবস্থা স্থাপন করিতেন। রোমকেরা ইংলণ্ডে অনেকগুলি নূতন পথ নির্ম্মাণ করিয়া প্রধান২ স্থলে সুন্দর রোমক নগর সকল সংস্থাপন করিয়াছিলেন। পত্রপ্রেরণের সুবিধার নিমিত্ত ইঁহারা ডাকেরও

সৃষ্টি করেন। সেল্টেরা রোমকদিগের ভাষা, বেশ, আচার ও নিয়ম সকল অনেকটা শিক্ষা করিয়াছিল। সুতরাং ৪০০ বৎসর পরে যখন রোমকেরা ইংলণ্ড হইতে চলিয়া আইসেন দেশের অধিকাংশ লোকই নিকৃষ্টরোমকদিগের ন্যায় হইয়া গিয়াছিল। রোমক ও সেল্টদিগের সহবাসে ইংলণ্ডে একটী মিশ্রজাতির সৃষ্টি হয়। রোমীয়সাম্রাজ্যের অধিকাংশ দেশের অবস্থা ইংলণ্ডের ন্যায় হইয়াছিল।

৩২৩ খৃষ্টাব্দে কনষ্টাণ্টাইন সম্রাট্ হইলেন। তিনি কেবল স্বয়ংই খৃষ্টধর্ম্ম অবলম্বন করিলেন এমত নহে, খৃষ্টধর্ম্মকে সমস্ত রোমীয়সাম্রাজ্যের ধর্ম্ম করিয়া দিলেন। তিনি রোমীয়সাম্রাজ্যের নূতন রাজধানীস্বরূপ কনষ্টাণ্টিনোপল নগর নির্ম্মাণ করেন। এই সময় হইতে রোমীয় সাম্রাজ্য বাস্তবিক দুই ভাগে বিভক্ত হয়। এক ভাগকে প্রতীচ্য বা লাটিন সাম্রাজ্য বলিত; রোম নগর ইহার রাজধানী ছিল। অপর ভাগের নাম প্রাচ্য বা গ্রীক সাম্রাজ্য; কনষ্টাণ্টিনোপল ইহার রাজধানী ছিল। আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে রোমকেরা গ্রীস জয় করিয়া গ্রীকজাতিকে ধ্বংস করেন নাই; প্রত্যুত প্রাচ্যসাম্রাজ্যের রোমকেরা গ্রীকভাষা ও গ্রীকদিগের আচার ব্যবহার অনেকটা গ্রহণ করিয়াছিলেন।

২২৬ খৃষ্টাব্দে প্রাচীন পারসীকেরা পুনরুত্থিত হইয়া এক নূতন পারস্যরাজ্য সংস্থাপিত করে। এই রাজ্যটী ৪০০ বৎসর স্থায়ী হয়। পারস্য, বাবিলোনিয়া, আসিরিয়া এবং আর্ম্মিনিয়া ইহার অন্তর্গত ছিল। এই পারস্যরাজ্যের সহিত রোমীয় সাম্রাজ্যের নিরন্তর যুদ্ধ হইয়াছিল; কিন্তু কোন রাজ্যই অপর রাজ্যকে জয় করিতে সমর্থ হয় নাই। ইউফ্রেটিস্ নদী বহুকালপর্য্যন্ত এই উভয় সাম্রাজ্যের ভেদ সীমা ছিল।

---

## দশম অধ্যায়।

### টিউটন জাতি।

জুলিয়স্ সীজার সমুদায় ফ্রান্স জয় করিতে পারিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তিনি অথবা তাঁহার পর অন্য কোন রোমক সেনানী জার্ম্মণির টিউটনদিগকে বশীভূত করিতে সমর্থ হন নাই। টিউটনেরা ইদানীন্তন ইংরাজ ও জার্ম্মণদিগের পূর্ব্বপুরুষ। রোমক ইতিহাসবেত্তাদের গ্রন্থ পাঠে অবগত হওয়া যায় যে টিউটনেরা সুক্ষ্মকেশ, গৌরাঙ্গ, বৃহৎকায়, বলবান্ এবং সাহসী ছিল। বিদেশীয়দিগের শাসনে থাকিতে তাহারা প্রাণান্তেও সম্মত হইত না। প্রত্যেক জাতিরই এক একটী রাজা থাকিত; ইনি প্রধান২ লোকদিগের সহিত পরামর্শ করিয়া কার্য্য করিতেন। কিন্তু

প্রাচীন গ্রীক এবং অন্যান্য কনিষ্ঠ-আর্য্যদিগের ন্যায় ইহারাও রাজ্যশাসনের প্রকৃত ক্ষমতা জাতীয়সভার হস্তে ন্যস্ত করিয়াছিল। টিউটনেরা স্ত্রীলোকদিগকে বিশেষ সম্মান করিত; এই সময়ে অন্য কোন জাতিই এইরূপ করিত না। ইহাদের মধ্যে বহুবিবাহ এবং বাল্যবিবাহ প্রথা প্রচলিত ছিল না; স্ত্রীলোক-দিগের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ছিল। এই সকল বিষয়ে টিউটনদিগের মত ও আচরণ তদানীন্তন অনেক সভ্যতাভিমানী জাতিদিগের অপেক্ষা সহস্রাংশে শ্রেষ্ঠ। এই বিশুদ্ধআচারব্যবহারবশতঃই ইহারা অবশেষে রোমীয়সাম্রাজ্য উচ্ছিন্ন করিতে সমর্থ হইয়াছিল।

জুলিয়স্ সীজারের সময়ের পূর্ব্বেও রোমক এবং টিউটনদিগের মধ্যে অনেক সংগ্রাম হইয়াছিল; তাহার পরেও ইহাদিগের মধ্যে অনেক যুদ্ধ হয়। ৯ খৃষ্টাব্দে রোমকেরা ৩০ সহস্র সৈন্য লইয়া টিউটনদিগের আবাসভূমি জার্ম্মণিদেশ আক্রমণ করিয়াছিলেন; কিন্তু টিউটনেরা প্রায় এই সমুদায় সৈন্য বিনষ্ট করিয়া ফেলে। ইহার পর রোমকদিগের কর্ত্তৃক জার্ম্মণি অধিকারের আর আশঙ্কা রহিল না। রোমিকসেনার ভীষণভাব ক্রমেই তিরোহিত হইতে লাগিল। সাধারণতন্ত্রের সময় নাগরিকেরাই সৈনিকের কার্য্য করিত; রোমে সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হইবার পরে বেতনভোগী সেনার সৃষ্টি হয়। প্রথম ২ বেতনভোগী সেনার অধিকাংশই রোমক ছিল। কিন্তু ক্রমেই রোমকেরা সৈনিকের কার্য্য করিতে অনিচ্ছুক হইলেন; অবশেষে রোমের সেনাতে অতি অল্পসংখ্যক রোমকই দৃষ্ট হইত। এইরূপে রোমের সেনা রোমীয়সাম্রাজ্যাক্রমণকারী টিউটনজাতির সহিত যুদ্ধ করিতে ক্রমেই অধিকতর অসমর্থ হইতে লাগিল। টিউটনেরা ৩০০ খৃষ্টাব্দে রোমীয়সাম্রাজ্যের সীমা অতিক্রম করিতে আরম্ভ করে। ৪১০ খৃষ্টাব্দে ইহারা রোম নগর অধিকার করিয়া লুণ্ঠন করিয়াছিল। ৪৭৬ খৃষ্টাব্দে প্রতীচ্য রোমীয়সাম্রাজ্যের পর্য্যবসান হইল। এক্ষণে কেবল প্রাচ্য সম্রাট্ কনষ্টাণ্টিনোপল নগরে রহিলেন।

হুনজাতি কর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া টিউটনেরা উত্তর ও পূর্ব্ব হইতে রোমীয় সাম্রাজ্য আক্রমণ করিয়াছিল। হুনেরা আর্য্যবংশোদ্ভূত নহে। সমগ্র হুনজাতি চীন দেশ হইতে বহির্গত হইয়া পশ্চিমাভিমুখে যাত্রা করে এবং মধ্যআসিয়ার সমভূমি পার হইয়া হঙ্গেরি দেশে আসিয়া উপস্থিত হয়। হুনেরা কৃষিকার্য্য করিত না; ইহারা যেখানে যাইত সেই স্থানেই অশ্ব এবং অন্যান্য গৃহপালিতপশুসকল সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইত। প্রাচীন সিথিয়ান অর্থাৎ বর্ত্তমান তাতার জাতির সহিত হুনদিগের অনেক সাদৃশ্য আছে। হুনেরা ক্রমাগত পশ্চিমাভিমুখে অগ্রসর হইয়া অবশেষে ফ্রান্সে আসিয়া উপস্থিত হয়। কিন্তু ৪৫১ খৃষ্টাব্দে রোমক এবং টিউটনেরা একত্রিত হইয়া হুনদিগকে পরাজিত করে। এই মহাযুদ্ধে অবধারিত হইল যে

ইউরোপখণ্ডে আর্য্যেরাই প্রভুত্ব করিবেন, এবং অনার্য্য হুনজাতি কখনই প্রাধান্য লাভ করিবে না। এই যুদ্ধের পর হুনেরা পুনর্ব্বার পূর্ব্বদিকে তাড়িত হইল। ইহাদের সন্তানসন্ততি এখন পর্য্যন্তও হঙ্গেরিতে দৃষ্ট হয়।

টিউটনজাতি কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া রোমকেরা আত্মরক্ষার্থে দূরবর্ত্তী প্রদেশ সকল পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ৪১০ খৃষ্টাব্দে ইঁহারা ইংলণ্ড পরিত্যাগ করিয়া যান। ইংলণ্ডবাসী সেল্টেরা রোমকদিগের অনেক আচারব্যবহার শিক্ষা করিয়াছিল। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে রোমীয়সাম্রাজ্যের শেষ অবস্থায় সৈনিকগণ হীনসাহস হয়। সুতরাং ইহাদিগের অনুকরণ করিয়া সেল্টেরাও আর পূর্ব্বের ন্যায় দুর্দ্দমনীয় রহিল না। সাহসী এবং সমরপটু শত্রুর আক্রমণনিবারণে ইহারা অধিকতর অসমর্থ হইয়া উঠিল।

হুনজাতি কর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া টিউটনেরা যে সময়ে রোমীয়সাম্রাজ্যে প্রবেশ করিতেছিল, সেই সময়েই ইহাদের অন্য কতকগুলি জাতি ইউরোপের উত্তর-পশ্চিম কূল পরিত্যাগ পূর্ব্বক ইংলণ্ড আক্রমণ করে। ইংলণ্ডবাসী সেল্টেরা সহজেই বশীভূত হইল। ইহার পর টিউটনদিগের ভিন্ন ২ জাতি সকল ক্রমান্বয়ে ইংলণ্ডে আসিয়া সেল্টদিগকে প্রায় নিঃশেষ করিল; অবশিষ্ট সেল্টেরা ইউরোপের পশ্চিমদিকস্থ পর্ব্বতময় প্রদেশে তাড়িত হইল। এইরূপে টিউটনেরা ইংলণ্ডের অধিকাংশ প্রদেশই অধিকার করিল। এই সকল প্রদেশে কদাচিৎ একটী সেল্ট দৃষ্ট হইত। এই রূপে রোমকদিগের ইংলণ্ডপরিত্যাগের ১০০ বৎসরের মধ্যে রোমিক ভাষা ও নিয়ম সকল ইংলণ্ড হইতে তিরোহিত হইল। টিউটনদিগের যে সকল জাতি ইংলণ্ড অধিকার করে তাহাদিগের নাম এঙ্গেল; সুতরাং ইহাদের দেশের নাম এঙ্গেল-ল্যাণ্ড (এঙ্গেলদিগের আবাসভূমি) অর্থাৎ ইংলণ্ড হইল। টিউটনেরা ফ্রান্স, স্পেন এবং ইতালি প্রভৃতি রোমীয়সাম্রাজ্যের অন্যান্য প্রদেশ সকল জয় করিয়া এইরূপ করে নাই। এই সকল প্রদেশের অধিবাসীদিগকে টিউটনেরা নষ্ট বা দূরীভূত না করিয়া তাহাদিগের সহিত মিশিতে লাগিল এবং রোমিক ভাষা ও ব্যবস্থা সকলই প্রচলিত রাখিল। এই নিমিত্তই লাটিন ভাষার সহিত ফ্রান্স, স্পেন ও ইতালির বর্ত্তমানভাষাসকলের অনেক সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়, এবং এই সকল দেশবাসীদিগকে লাটিনবংশীয় বলে। যদিও ইংলণ্ড এককালে রোমীয়সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ছিল এবং যদিও রোমকেরা জার্ম্মাণিদেশ কদাপি অধিকার করেন নাই, তথাপি ইংলণ্ডের লোক ও ভাষা লাটিন না হইয়া প্রায় জার্ম্মাণির ন্যায় টিউটনই রহিল। যে সকল লাটিনশব্দ ইংলণ্ডের ইতরভাষায় দেখিতে পাওয়া যায় তাহারা রোমকদিগের ইংলণ্ডপরিত্যাগের সময় হইতে ব্যবহৃত হইতেছে না; ইংরাজেরা বহুকাল পরে এই সকল শব্দ ফরাসীদিগের নিকট হইতে গ্রহণ করিয়াছেন।

অসভ্যজাতি কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া রোমীয়সাম্রাজ্য ধ্বংস হইলে পর সভ্যতার অধোগতি হইতে আরম্ভ হয়। ৫০০ এবং ১৫০০ খৃষ্টাব্দের মধ্যবর্ত্তী কালটীকে তামস-যুগ বলে। (১৫০০ খৃষ্টাব্দ হইতে বর্ত্তমান যুগ প্রবর্ত্তিত হইয়াছে।) এই সুদীর্ঘ যুগে বিদ্যালোচনার অভাব দেখিতে পাওয়া যায়; কোন উত্তম পুস্তক রচিত হওয়া দূরে থাকুক, গ্রীস ও রোমের সুন্দর গ্রন্থগুলিও হতাদর হইয়াছিল—বলিতে কি লোকে ইহাদের নাম পর্য্যন্তও বিস্মৃত হইয়াছিল। অতি অল্প লোকেই মাতৃভাষা লিখিতে ও পড়িতে পারিত; এবং গ্রীক ও লাটিনভাষাজ্ঞ লোকদিগের সংখ্যা আরও অল্প ছিল। এই যুগে অত্যাচারের শেষ ছিল না,—বলেরই জয় ছিল। কেহই মনে করিত না যে সাধারণ প্রজাবর্গের কোন সত্ত্ব আছে, এবং কাহারও হৃদয়ে ইহা উদিত হয় নাই যে রাজা এবং সম্ভ্রান্তদিগের যথেচ্ছাচার করিবার সম্পূর্ণ অধিকার নাই। দেশের অধিকাংশ লোকই দাসত্বে জীবন যাপন করিত। যে সকল দাস কৃষি-কার্য্যে নিযুক্ত থাকিত তাহারা ভূমির সহিত ক্রীত ও বিক্রীত হইত। এই যুগে যুদ্ধের বিরাম ছিলনা, সুতরাং দরিদ্রদিগের জীবন ও ধন কখনই নিরাপদে থাকিত না। এই তামস-যুগেও টিউটনেরা তাহাদিগের স্ত্রীলোকদিগের স্বাধীনতা অপহার করে নাই। বাল্যবিবাহও ইহাদিগের মধ্যে প্রচলিত ছিল না। সুতরাং যদিও তাহাদিগের মধ্যে রক্তপাত ও নিষ্ঠুরাচরণের ইয়ত্তা ছিল না, বলে ও সাহসে তাহারা কখনই হীন হয় নাই। এই যুগের শেষ ভাগে কিঞ্চিৎ উন্নতি হইয়াছিল। ইহার শেষ ৩০০ বৎসর (১২০০ হইতে ১৫০০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত) পূর্ব্বের ন্যায় সম্পূর্ণ অসভ্য নহে। এই কালটীকে মধ্য-যুগ বলে।

---

## একাদশ অধ্যায়।

### উত্তরাঞ্চলবাসী টিউটনজাতি।

টিউটনদিগের অন্য কতকগুলি জাতি বল্টিকসাগরের উপকূলবিভাগে বসতি করিত; অর্থাৎ ইহারা সুইডেন ও নরওয়ের দক্ষিণ প্রদেশ, কূর্লাণ্ড, প্রসিয়ার উত্তরাংশ এবং সমুদায় ডেন্মার্ক অধিকার করিয়াছিল। উত্তরদিকে বাস করিত বলিয়া ইহাদিগকে নর্থম্যান (উত্তরাঞ্চলবাসী) বলে। সমুদ্রতীরে বাস করিয়া ইহারা একটী প্রধান নাবিক জাতি হইয়া উঠে। ক্রমে ইহারা জাহাজে করিয়া ভিন্ন২ দেশ লুণ্ঠন করিতে আরম্ভ করিল। জাহাজচালনাপূর্ব্বক ইহারা ইংলণ্ড বা ফ্রান্সের কূলে উপস্থিত হইত, এবং জাহাজ হইতে অবতীর্ণ হইয়া নগরগ্রামাদি লুণ্ঠন এবং অধিবাসীদিগকে বধ করিত; তদনন্তর লুণ্ঠিতদ্রব্যাদি লইয়া পুনর্ব্বার জাহাজারোহণপূর্ব্বক স্বদেশে

প্রত্যাবৃত্ত হইত। সমুদ্রতীর পরিত্যাগ করিয়া ইহারা ক্রমে দেশের অভ্যন্তরপ্রদেশে প্রবেশ করিত। অবশেষে ইহারা দেশের কিয়দংশ জয় করিয়া তথায় বাস করিতে আরম্ভ করিত, আর স্বদেশে প্রত্যাগমন করিত না; এইরূপে নর্থ-মানেরা অবশেষে ৯১৩ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্সের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল অধিকার করে; সুতরাং ফ্রান্সের এই প্রদেশের লোকেরা টিউটন-বংশোদ্ভূত। ইহাদিগের নাম হইতে আজও পর্য্যন্ত এই প্রদেশটীকে নর্ম্মাণ্ডি বলে। ইংলণ্ডে নর্থমানদিগের উপদ্রব ক্রমে বৃদ্ধি হইতে লাগিল। অবশেষে ১০১৭ খৃষ্টাব্দে ইহাদিগের রাজা ক্নট্ (কেনিউট্) ইংলণ্ডের অধীশ্বর হইলেন। কিন্তু নর্থমানেরা এঙ্গল্‌স্ অথবা ইংরাজদিগকে বিনষ্ট বা দেশ হইতে দূরীভূত না করিয়া তাহাদের সহিত মিশিতে লাগিল; সুতরাং ইংলণ্ডের অধিকাংশ লোকই ইংরাজ রহিল।

নর্ম্মাণ্ডিবাসীনর্থমানদিগের অধিপতি ১০৬৬ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ড আক্রমণ করেন, এবং ইংলণ্ড জয় করিয়া ইংলণ্ড এবং নর্ম্মাণ্ডি এই উভয় দেশেরই অধীশ্বর হন। এই নর্থমানেরা তিন চারি পুরুষ ফ্রান্সে বাস করিয়া অনেক ফরাসি কথা শিক্ষা করিয়াছিল এবং অনেক বিষয়ে ফরাসিদিগের সংস্কারও গ্রহণ করিয়াছিল। এই ফরাসি শব্দ ও সংস্কার গুলি ইহারা ইংলণ্ডে আনয়ন করে। কতকগুলি ফরাসি ভদ্রলোকও ইহাদিগের সঙ্গে ইংলণ্ডে আগমন করেন।

ইহার পর ইংলণ্ড আর বিদেশীয়গণ কর্ত্তৃক অধিকৃত হয় নাই, সুতরাং ইংলণ্ডের লোক বিশুদ্ধ টিউটনজাতিই রহিল। ইহাদিগের চারি ভাগের তিন ভাগ এঙ্গল্‌স্ এবং এক ভাগ নর্থমান বংশ হইতে উদ্ভূত হইয়াছে। এঙ্গল্‌স্ এবং নর্থমানেরা বৃহৎ টিউটন জাতির শাখা মাত্র। ইংরাজেরা নাবিকজীবনপ্রিয়তা বোধহয় নার্থমানদের নিকট হইতে বংশপরম্পরাক্রমে প্রাপ্ত হইয়াছেন। জগতের মধ্যে ইংরাজ এবং তাঁহাদের ঔপনিবেশিকেরাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নাবিক। নাবিকতায় বল্টিক্‌সাগরতীরবাসী ফূর্লাণ্ডার, সুইড এবং দিনামারেরাই কেবল ইংরাজদিগের তুল্য। এই তিন জাতিরাও নর্থমান্-বংশ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।

---

## দ্বাদশ অধ্যায়।

### মহম্মদীয় জাতি।

কনষ্ট্যান্টিনোপল নগর গ্রীক (অর্থাৎ প্রাচ্যরোমীয়) সাম্রাজের রাজধানী ছিল। ৩২৩ খৃষ্টাব্দের পর এই সাম্রাজ্যের ইতিহাস সম্বন্ধে আমরা কোন কথাই উল্লেখ করি নাই। এক্ষণে পুনর্ব্বার ইহার ইতিহাস আরব্ধ হইতেছে। যখন প্রতীচ্যরোমীয়সাম্রাজ্য ধ্বংস

হয়, প্রাচ্যসাম্রাজ্য সুবিস্তৃত ও জনপূর্ণ ছিল। কিন্তু গ্রীক কিম্বা রোমক উভয় জাতিরই প্রজাবর্গ হৃতসার এবং নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছিল। সৈন্যদল বেতনভোগী টিউটন এবং অন্যান্য বিদেশীয় লোকে পরিপূর্ণ হইয়াছিল। প্রাচ্য সাম্রাজ্য বহুকালস্থায়ী হইয়াছিল বটে, কিন্তু ইহা বাস্তবিক কখনই প্রবল পরাক্রান্ত হয় নাই। প্রাচ্য সম্রাটেরা মধ্যে২ অনেক দেশ জয় করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু এই সকল বহুকাল পর্য্যন্ত তাঁহাদিগের হস্তে রহিলনা। টিউটন এবং হনেরা উত্তরদিক হইতে আসিয়া ৪০০ খৃষ্টাব্দ হইতে ৬২৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত প্রাচ্যসাম্রাজ্যকে আক্রমণ করিয়াছিল। এই সময়েই নূতন পারস্যরাজ্য এবং গ্রীকসাম্রাজ্যের মধ্যে যুদ্ধ উপস্থিত হয়। বহুকাল পর্য্যন্ত পারসীকেরা জয়লাভ করিয়াছিলেন, এবং অবশেষে ইঁহারা কন্‌ষ্ট্যান্টি-নোপলের সম্রাট্‌দিগের নিকট হইতে আসিয়ার পশ্চিমবিভাগ জয় করিয়া লইলেন। কিন্তু রোমীয় সম্রাট্ হিরাক্লিয়স্ (৬২০ খৃষ্টাব্দ হইতে ৬২৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত) অনবরত ৮ বৎসর যুদ্ধ করিয়া পারসীকদিগকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করেন। এক্ষণে সকলেই বিবেচনা করিলেন যে রোমকেরা পুনর্ব্বার সমস্ত জগৎসাম্রাজ্যের অধিকারী হইবেন। কিন্তু এই সময়ে হঠাৎ একটী নূতন পরাক্রমশালী জাতির অর্থাৎ মহম্মদীয়দিগের উদয় হইল।

৫৬৯ খৃষ্টাব্দে আরবদেশে মক্কানগরে মহম্মদ জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মুসলমানদিগের ধর্ম্মশাস্ত্র কোরাণ রচনা করিয়াছিলেন। মহম্মদের প্ররোচনায় আরবেরা কোরাণের ধর্ম্ম অবলম্বন করে। এই ধর্ম্মের উপদেশানুসারে প্রত্যেক মুসলমানেরই কর্ত্তব্য যে তিনি স্বীয় ধর্ম্ম বলপূর্ব্বক অন্যলোকদিগের মধ্যে প্রচার করেন। এই বিশ্বাসের অনুবর্ত্তী হইয়া আরবেরা ভিন্ন২ দেশ সকল জয় করিতে চেষ্টা করিয়াছিল। দেশ জয় করিয়া ইহারা অধিবাসীদিগকে মুসলমানধর্ম্ম অবলম্বন এবং কালিফ্‌কে কর প্রদান করিতে বাধ্য করিত। প্রথম দুই কালিফ্ মিসর এবং ফিনিসিয়া জয় করিয়াছিলেন। আরবেরা ক্রমাগত পশ্চিমাভিমুখে অগ্রসর হইয়া অতি অল্পকালের মধ্যে আফ্রিকার সমস্ত উত্তরাংশ জয় করিয়াছিল। ৬৯৮ খৃষ্টাব্দে ইহারা কার্থেজ অধিকার করে, এবং ৭১০ খৃষ্টাব্দে জিব্রল্টারপ্রণালী পার হইয়া স্পেনদেশে প্রবেশ করে। তিনবৎসরের মধ্যে ইহারা প্রায় সমস্ত স্পেনদেশ জয় করিয়াছিল। তদনন্তর আরবেরা পিরিনীস্ পর্ব্বত পার হইয়া ফ্রান্স অধিকার করিতে চেষ্টা করে। কিন্তু ৭৩২ খৃষ্টাব্দে ইহারা একটী মহাযুদ্ধে পরাভূত হইয়া ফ্রান্স হইতে তাড়িত হইল। বহুশতাব্দী পর্য্যন্ত প্রায় সমুদায় স্পেন আরবদিগের শাসনাধীন ছিল; কিন্তু অবশেষে ১৫০০ খৃষ্টাব্দে ইহারা স্পেন হইতেও দূরীকৃত হইল। মিসর হইতে জিব্রল্টারপ্রণালী পর্য্যন্ত আফ্রিকার সমস্ত উত্তরকূল অদ্যাবধি মুসলমানদিগের অধিকারে রহিয়াছে।

যে সময়ে আরবেরা পশ্চিমদিকে জয়বিস্তার করিতেছিলেন, সেই সময়েই উত্তরে রোমীয়সাম্রাজ্য এবং পূর্ব্বে পারস্যরাজ্যের সহিত তাঁহাদিগের যুদ্ধ উপস্থিত হয়। কিনিসিয়া জয় করিয়া তাঁহারা গ্রীকদেশসকল আক্রমণ করিতে আরম্ভ করেন। অনেকগুলি দ্বীপ অধিকার করিয়া অবশেষে তাঁহারা কনষ্ট্যাণ্টিনোপল নগর অবরোধ করিয়াছিলেন; কিন্তু এই নগরটী তাঁহাদের হস্তগত হইল না। মুসলমানেরা গ্রীকদিগের কোন দেশই সম্পূর্ণ রূপে জয় করিয়া অপনাদের সাম্রাজ্যভুক্ত করিতে পারে নাই। কিন্তু ৬৩২ এবং ৬৫১ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ইহারা সমস্ত পারস্যরাজ্য জয় করিয়া লইল। পারস্য হইতে ইহারা ভারতবর্ষে গমন করে। কতকগুলি পারসীক আত্মরক্ষার্থে দেশ হইতে পলায়ন করিয়া বোম্বাইর নিকট আসিয়া বাস করিয়াছিলেন। ইঁহারা পার্শি নামে খ্যাত হইয়া আজওপর্য্যন্ত সেই স্থানে বাস করিতেছেন।

৭১২ খৃষ্টাব্দে আরবেরা সিন্ধুদেশ জয় করেন। সেই সময় হইতে এখন পর্য্যন্তও সিন্ধুদেশের লোকেরা মুসলমান রহিয়াছে। আরবেরা অচিরকালমধ্যেই ভারতবর্ষ হইতে দূরীকৃত হইলেন। মামূদ গজনীর সময়ের পূর্ব্বে ভারতবর্ষ পুনর্ব্বার মুসলমান-দিগের কর্ত্তৃক আক্রান্ত হয় নাই।

আদিসম্রাট্‌দিগের সময় সমস্ত রোমীয়সাম্রাজ্য এক ব্যক্তি কর্ত্তৃক শাসিত হইত; কিন্তু মুসলমানেরা পারস্য হইতে স্পেন পর্য্যন্ত যে সকল দেশ জয় করিয়াছিলেন তাহারা এক সাম্রাজ্যের অন্তর্গত রহিল না। কে কালিফ্‌ হইবেন এই কথা লইয়া অতি সত্বরই বিবাদ উপস্থিত হইল; অবশেষে ৭৫৫ খৃষ্টাব্দে মুসলমানসাম্রাজ্য দুইভাগে বিভক্ত হইয়া গেল। এক জন কালিফ্‌ স্পেনে, এবং আর এক জন পারস্যের অন্তর্গত বোগদাদ নগরে, রাজত্ব করিতে লাগিলেন। মুসলমানদিগের মধ্যে অন্তর্বিরোধ উপস্থিত হওয়াতে ইহারা কনষ্ট্যাণ্টিনোপলের রোমিকসম্রাট্‌গণের সহিত যুদ্ধ করিতে অসমর্থ হইল। রোমিক সম্রাটেরা ১০০০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে মুসলমানদিগের নিকট হইতে অনেক দেশ উদ্ধার করিয়া লইলেন।

কনিষ্ঠ-আর্য্য অর্থাৎ যবনেরা দলবদ্ধ হইয়া কি প্রকারে ক্রমান্বয়ে ইউরোপে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন তাহা পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে। কৃষ্ণসাগরের উপকূল দিয়া ইউরোপে প্রবেশপূর্ব্বক ইঁহারা ক্রমাগত দক্ষিণ ও পশ্চিম দিকে অগ্রসর হইয়া-ছিলেন। সেল্টিক দলের পর টিউটনদল ইউরোপে প্রবেশ করে। ইহার পরও অন্যান্য অনেক দল আসিয়াছিল, কিন্তু তাহাদের বিষয় আমরা সবিশেষ অবগত নহি। সর্ব্বশেষে স্ক্ল্যাভোনিকদল ইউরোপে প্রবেশ করে। এই দলটী সর্ব্বাপেক্ষা হীনবল। বলবত্তর আর্য্যেরা ইউরোপের যে সকল স্থান অধিকার করিয়াছিলেন তথায় প্রবেশ করিবার ইঁহাদের সামর্থ্য ছিল না। ইঁহারা তুরুস্কের উত্তরাংশ, হঙ্গেরি এবং রসিয়া অধিকার করিলেন। এই সকল দেশের অধিকাংশ লোকই স্ক্ল্যাভোনিক-

বংশসম্ভূত। প্রাচ্যরোমীয়সাম্রাজ্যের রাজধানী কনষ্ট্যান্টিনোপল ইঁহারা অধিকার করিতে পারেন নাই বটে, কিন্তু ইঁহাদের মধ্যে অনেকে এই সাম্রাজ্যের মধ্যে প্রবেশ করিয়া বসতি করিতে লাগিলেন।

৩৫০ খৃষ্টাব্দের সময় খৃষ্টধর্ম্ম সমস্ত রোমীয়সাম্রাজ্যের ধর্ম্ম হইয়া উঠে। টিউটন্ ও অন্যান্য জাতিরা যখন রোমীয়সাম্রাজ্য আক্রমণ করিয়া রোমকদিগের মধ্যে বাস করিতে আরম্ভ করে তখন তাহারা রোমকদিগের কেবল আচারব্যবহার গ্রহণ করে নাই, ইঁহাদের ধর্ম্ম পর্য্যন্তও অবলম্বন করিয়াছিল। এই রূপে সমুদায় ইউরোপখণ্ডে খৃষ্টধর্ম্ম প্রচলিত হইল। পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে যে মুসলমানেরা রোমিকসম্রাট্গণের নিকট হইতে ফিনিসিয়া এবং জেরুসলম জয় করিয়া লন। এই সময়ে ইউরোপের সমস্ত খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী লোকেরা একত্রিত হইয়া মুসলমান-দিগের নিকট হইতে পুণ্যস্থান জেরুসলম উদ্ধারমানসে ধর্ম্ম-যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। এই যুদ্ধসকলকে ক্রুশের যুদ্ধ বলে। শশিকলাকৃতি মুসলমানদিগের যেমন পবিত্র চিহ্ন ক্রুশও খৃষ্টীয়ানদিগের সেইরূপ পবিত্র চিহ্ন। ইতর লোকেরা কেবল ধর্ম্মভাবেই এই সকল যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছিল; কিন্তু বিজ্ঞব্যক্তিরা দেখিলেন যে যদি আর্য্যেরা মুসলমানদিগের প্রতিরোধ না করেন তাহা হইলে সমুদায় ইউরোপখণ্ড ইঁহাদের কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইবে এবং অবশেষে আর্য্যেরা ইঁহাদের পদানত হইবেন। এই যুদ্ধোপলক্ষে ইউরোপ হইতে আসিয়াখণ্ডে অসংখ্য খৃষ্টীয়ান-সৈন্য অনবরত যাত্রা করিয়াছিল। খৃষ্টীয়ানেরা মুসলমানদের নিকট হইতে জেরুসলম উদ্ধার করিতে পারিয়াছিলেন বটে, কিন্তু উহা অধিকদিন পর্য্যন্ত তাঁহাদের অধিকারে রহিল না। মুসলমানেরা জেরুসলম পুনর্ব্বার জয় করিয়া লইলেন। মুসলমানদের জয়স্রোত কথঞ্চিৎ প্রতিরোধ করা ব্যতীত ধর্ম্ম-যুদ্ধসকল হইতে কোন প্রত্যক্ষ ফল লাভ হয় নাই। কিন্তু ধর্ম্ম-যুদ্ধ সকল ইউরোপের সমস্তজাতির একত্রীকরণের হেতুস্বরূপ হইয়াছিল। একত্র সহবাসে এবং ভিন্ন ২ দেশ পর্য্যটনে ইঁহাদের হৃদয়ের সঙ্কুচিত ভাব দূর হয়। সুতরাং তামস-যুগের প্রথমাবস্থার অসভ্যতা ও নিষ্ঠুরাচরণ যে অনেকটা হ্রাস হইল এই যুদ্ধ সকল তাহার গৌণ কারণ।

---

## ত্রয়োদশ অধ্যায়।

### মহম্মদীয় তুরকী।

তুরকীরা আর্য্যবংশীয় নহে; ইহারা সিথিয়ান (অর্থাৎ তাতার) জাতির একটী শাখা মাত্র। এই সিথিয়ানেরা মধ্যআসিয়া হইতে বহির্গত হইয়া পারস্যরাজ্য আক্রমণ করিয়াছিল। আরবেরা পারস্যরাজ্য জয় করিলে পর তুরকীরা তাহাদের

উপর আক্রমণ করিতে আরম্ভ করে। ১০০০ খৃষ্টাব্দে তুরকীরা আরবদিগের উপর আধিপত্য স্থাপন করিল বটে, কিন্তু তাহারা স্বয়ং আরবদিগের মহম্মদীয়ধর্ম্ম অবলম্বন করিল। ১০০০ খৃষ্টাব্দের পর হইতে আসিয়ার পশ্চিমে মুসলমানদিগের মধ্যে তুরকীদের অপেক্ষা অধিকতর ক্ষমতাশালী কোন জাতি দেখিতে পাওয়া যায় না। টিউটনেরা রোমকদিগকে পরাজিত করিয়া যেমন তাঁহাদের ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিল তুরকীরাও সেইরূপ আরবদিগকে বশীভূত করিয়া তাহাদের ধর্ম্ম অবলম্বন করে।

মামুদ গজ্নী নামে একজন তুরকী ১০০১ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষ আক্রমণ করিতে আরম্ভ করেন। তিনি মৃত্যুপর্য্যন্ত (১০৩০ খৃষ্টাব্দ) ভারতবর্ষ আক্রমণ করিতে বিরত হন নাই। তিনি লাহোরে একজন রাজপ্রতিনিধি নিযুক্ত করেন। মামুদ স্বয়ং মহম্মদীয়ধর্ম্মাবলম্বী তুরকী ছিলেন কিন্তু যে সকল সৈন্য লইয়া তিনি ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন তাহার অধিকাংশই আফ্গান (পাঠান্)। পাঠানেরা আর্য্যবংশীয় বটে, কিন্তু তাহারা মহম্মদীয়ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিল। ১১৯৩ খৃষ্টাব্দে মহম্মদ-গোরী দিল্লীর প্রথম মুসলমান রাজা হইলেন। মহম্মদগোরী পাঠানজাতীয় ছিলেন। পাঠানেরা এই সময়ে তুরকীদিগের নিকট হইতে গজনীরাজ্য উদ্ধার করে। ১২০৩ খৃষ্টাব্দে মুসলমানেরা বাঙ্গালা জয় করিয়াছিলেন।

১২০৬ খৃষ্টাব্দে সিথিয়ানদিগের মধ্য হইতে আর একটী পরাক্রমশালী জাতি উত্থিত হইল। ইহাদিগের নাম মোগল। মোগলজাতির এক বিভাগ পূর্ব্বদিকে যাত্রা করিয়া চীনদেশ অধিকার করিয়াছিল; জাপানদ্বীপ জয় করিতে ইহারা সমর্থ হয় নাই। ইহাদের আর একটী বিভাগ পশ্চিমদিকে বিস্তৃত হইয়া পড়ে। ইহারা সমস্ত পশ্চিমআসিয়া এবং ইউরোপীয়রসিয়া জয় করিয়াছিল।

এই মোগলেরা পারস্যদেশ জয় করে; ভারতবর্ষ জয় করে নাই। ইহাদের আক্রমণ আরব ও তুরকীদিগের আক্রমণ অপেক্ষা সহস্রগুণে ভীষণতর। কোন বৃহৎ নগর অধিকার করিলে ইহারা প্রায়ই তত্রত্য সমস্ত অধিবাসীদিগকে বধ করিত —— বলিতে কি যে দেশে ইহারা গমন করিত সেই দেশই উৎসন্নপ্রায় হইত। ভিন্ন ২ দেশে ভ্রমণ না করিয়া বিজিতমুসলমানদিগের মধ্যে বসতি করিতে আরম্ভ করিলে তাহারা প্রায় অচিরকালমধ্যেই মুসলমান হইয়া যাইত।

মোগলেরা তুরকীদের মধ্যে ইতস্ততঃ বাস করিতে আরম্ভ করিলে পর তুরকীরা সিথিয়ানজাতিদের মধ্যে পুনর্ব্বার আধিপত্য লাভ করিল। বিখ্যাত অথ্মান ইহাদের অধ্যক্ষ হইলেন। অথ্মানের নাম হইতেই ইহারা পরে অটোমানতুরকী নামে বিখ্যাত হইয়াছিল। পশ্চিমআসিয়ায় ইহারা ক্রমে ২ সমস্ত মুসলমানজাতির উপর আধিপত্য স্থাপন করিল। রোমীয়সাম্রাজ্যের যে সকল প্রদেশ আসিয়ার অন্তর্গত ছিল তাহা জয় করিয়া ইহারা অবশেষে

ইউরোপে প্রবেশ করে। ১৩৪৩ খৃষ্টাব্দে ইহারা ইউরোপীয়তুরুষ্কের অধিকাংশই অধিকার করিল বটে, কিন্তু রোমীয়সাম্রাজ্যের রাজধানী কন্‌ষ্ট্যাণ্টি-নোপল ইহাদের হস্তগত হইল না। তাইমুর স্বীয় রাজধানী সমারকাণ্ড হইতে একদল সিথিয়ান লইয়া সমস্ত আসিয়া আলোড়িত করেন। তিনি ১৪০২ খৃষ্টাব্দে অটোমানতুরকীদিগকে সম্পূর্ণরূপে পরাজিত করিয়াছিলেন। ১৩৯৮ খৃষ্টাব্দে তাইমুর ভারতবর্ষ আক্রমণ করিয়া দিল্লী লুণ্ঠন করেন। দিল্লীর পথ সকল তিনি নরশোণিতে প্লাবিত করিয়াছিলেন। তাইমুর দিল্লীর সম্রাট্ হইতে চেষ্টা না করিয়া অতি সত্বর ভারতবর্ষ হইতে চলিয়া যান। ১৫২৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত পাঠান রাজারা দিল্লীতে রাজত্ব করিয়াছিলেন। এই বৎসরে তাইমুরের বংশোদ্ভূত বাবর দিল্লীর প্রথম মোগল সাম্রাট্ হইলেন।

ইহা স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে তুরকী এবং মোগল জাতিরা আর্য্যবংশীয় নহে। ইহারা সিথিয়ানজাতির শাখা মাত্র। দিল্লীর পাঠানরাজাদের মধ্যে অনেকে তুরকী ছিলেন বটে, কিন্তু ভারতবর্ষাক্রমণকারীদের অধিকাংশ আর্য্যবংশীয় আফ্‌গান্। কিন্তু তুরকী অথবা মোগলবংশীয়েরাই প্রায় এই আফ্‌গান্‌দিগের রাজা হইতেন।

১৪০২ খৃষ্টাব্দে অটোমানতুরকীরা মোগলদের কর্ত্তৃক পরাজিত হইলে তাহাদের জয়-স্রোতঃ প্রতিরুদ্ধ হয়। কিন্তু তাইমুরের মৃত্যুর অতি অল্প কাল পরেই তাহারা পুনর্ব্বার সিথিয়ানদিগের মধ্যে আধিপত্য সংস্থাপন করিল। ১৪৫৩ খৃষ্টাব্দে ইহারা কন্‌ষ্ট্যা-ণ্টিনোপল অধিকার করিয়া তত্রত্য রোমক সম্রাট্‌কে বধ করে। প্রাচ্য রোমীয় সাম্রাজ্য এই সময় হইতে বিলুপ্ত হইল। ইউরোপীয় তুরুষ্ক এখন পর্য্যন্ত ও অটোমান তুরকীদের অধিকারে রহিয়াছে। এবং আজও পর্য্যন্ত কন্‌ষ্ট্যাণ্টিনোপল নগর তাহাদের রাজধানী।

ইতিহাসরচনার পূর্ব্বে আর্য্যেরা যে প্রকারে দলবদ্ধ হইয়া ইউরোপ অধিকার করিয়া-ছিলেন, অনুসন্ধানপূর্ব্বক সঠিকইতিহাস রচিত হইবার পর হইতে অনার্য্যজাতিরাও সেইরূপ দলবদ্ধ হইয়া প্রায় সমস্ত আসিয়া এবং অর্দ্ধেক ইউরোপ অধিকার করেন। সিথিয়ানদিগের, বিশেষতঃ মোগলদিগের, আক্রমণের ন্যায় ভীষণ আক্রমণ আর ইতিহাসে দৃষ্ট হয় না। ইহাদের পথিমধ্যে যে সকল দেশ পড়িত তাহা লুণ্ঠন করিয়াই ইহারা ক্ষান্ত হইত না, দয়াশূন্য হইয়া সমস্ত অধিবাসীদিগকে বধ করিত। কতবার ইহারা পঞ্চাশৎসহস্র লোক বিনষ্ট করিয়া তাহাদের মস্তক সাজাইয়া স্তম্ভ নির্ম্মাণ করিয়াছিল। কথিত আছে যে যখন ইহারা চীনদেশ অধিকার করে তখন সমস্ত চীনবাসীদিগকে বিনষ্ট করিবে কি না তাহার পরামর্শ করিয়াছিল। সৌভাগ্য-বশতঃ তাইমুরের অচিরস্থায়ী দিল্লী আক্রমণ ব্যতীত এইরূপ আক্রমণের ভীষণ মূর্ত্তি আর ভারতবর্ষে লক্ষিত হয় নাই।

# চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

## মধ্য-যুগ

মুসলমানেরা ১৪৫৩ খৃষ্টাব্দে কনষ্ট্যান্টিনোপল অধিকার করে। ইহার পর তাহাদের জয়স্রোতঃ আর অধিক দূর প্রসারিত হয় নাই। ইউরোপে স্পেন ও তুরুষ্ক এই সময়ে মুসলমানদিগের অধিকারে ছিল। কিন্তু স্পেনে ইহাদের ক্ষমতা ক্রমেই হ্রাস হইতে লাগিল, এবং অবশেষে ১৪৯২ খৃষ্টাব্দে ইহারা স্পেন হইতে দূরীকৃত হইল। ইউরোপীয় জাতিরা এই সময়ে প্রায় তুরকীদিগের ন্যায় অসভ্য ছিল। বিদ্যাবিষয়েও তাহারা তুরকীদিগের অপেক্ষা অধিক উন্নত হয় নাই। ইউরোপীয়জাতিদের মধ্যে বিজ্ঞানের উন্নতি হইবার পর মুসলমানেরা তাঁহাদের সম্মুখীন হইতে পারে নাই।

তামস-যুগের প্রারম্ভে ইউরোপের যে অবস্থা ছিল তাহা অপেক্ষা এই সময়ে অনেক উন্নতি হইয়াছিল বটে, কিন্তু এখনও ইউরোপের সর্ব্বত্র বিগ্রহ, নিষ্ঠুরাচরণ ও অত্যাচারে পরিপূর্ণ ছিল। রাজারা মনে করিতেন যে প্রজাদিগকে লইয়া তাঁহারা যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারেন। দেশের হিতাহিতের প্রতি দৃষ্টি না করিয়া তাঁহারা প্রজাদিগকে আত্মবিবাদে যুদ্ধ করিতে বাধ্য করিতেন। তাঁহারা বিবেচনা করিতেন যে জমীদারীতে সম্ভ্রান্তদিগের যে রূপ উত্তরাধিকারী-সত্ত্ব আছে স্বীয় ২ রাজ্যে তাঁহাদিগেরও সেইরূপ পিতৃপৈতামহিকসত্ত্ব আছে। নিকটবর্ত্তী রাজাদিগের দেশ জয় করা ইঁহারা গৌরবের কার্য্য জ্ঞান করিতেন; বলে অক্ষম হইলে কৌশল ও ছল প্রয়োগ করিতে ত্রুটি করিতেন না। সম্ভ্রান্তেরা মনে করিতেন যে তাঁহাদের জমীদারীর কৃষকদিগের কোন বৈধিক সত্ত্বই নাই। এই ঘোর অত্যাচারের সময় কতকগুলি নগর বাণিজ্যপ্রধান হইয়া উঠিল। ইহারা কোন রাজার অধিকার মধ্যে ছিল না। এই সকল নগরের আধিপত্য লইয়া সম্ভ্রান্ত এবং নাগরিকদের মধ্যে সর্ব্বদাই বিবাদ উপস্থিত হইত, কিন্তু এই সকল বিবাদ সত্ত্বেও নাগরিকদিগকে কৃষকদের ন্যায় অত্যাচার সহ্য করিতে হইত না। এই সকল নগরের সকল লোকেই স্বীকার করিত যে আইন দ্বারা সংরক্ষিত হইবার প্রত্যেক নাগরিকেরই সমান অধিকার আছে। এই নগরসকল বাণিজ্য দ্বারা কেবল বৃহৎ ও ধনশালী হইল এমত নহে, অনেক স্থলে ইহারা রাজাদিগের অপেক্ষা অধিকতর ক্ষমতাশালী হইয়া উঠিল। অনেকগুলি নগর বহুসংখ্যক সৈন্য ও রণতরি রক্ষা করিত। ইহাদিগের মধ্যে ভেনিস্‌নগর সর্ব্বাপেক্ষা বিখ্যাত। পুরাকালে ফিনিসীয়েরা যে সকল পথ দিয়া আসিয়ার বাণিজ্যদ্রব্যাদি ইউরোপে লইয়া যাইত সেই পথে যাতায়াত করিয়া ভেনিস্‌বাসীরা এক্ষণে ইউরোপ ও আসিয়ার মধ্যে বাণিজ্য করিত।

মধ্য-যুগের শেষে ক্রমেই এইরূপ উন্নতি হইতে লাগিল। আবার এই সময়ে কতকগুলি কারণে ইউরোপের অবস্থা হঠাৎ পরিবর্ত্তিত হওয়াতে উন্নতির স্রোত ক্রমেই প্রবলতর হয়। ইউরোপে এই সময় হইতে বর্ত্তমান যুগ প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। (১) নূতন২ দেশের আবিষ্ক্রিয়া; (২) বিদ্যালোচনার পুনরারম্ভ ও মুদ্রাযন্ত্রের আবিষ্কার; (৩) ধর্ম্ম-সংস্কার——এই তিন ঘটনাই এই পরিবর্ত্তনের প্রধান কারণ। যদিও এই ঘটনাত্রয় পরস্পর নিরপেক্ষ নহে, আমরা ইহাদের বিষয় স্বতন্ত্র২ করিয়া উল্লেখ করিব। এই ঘটনাগুলি এক সময়েই উপস্থিত হয়। পরস্পরের আনুকূল্য করিয়া ইহারা বর্ত্তমান যুগের প্রবর্ত্তক হইয়াছিল। এই মহাপরিবর্ত্তনের অনুকূলকারী অনেক প্রয়োজনীয় বস্তুও এই সময়ে আবিষ্কৃত হয়। বারুদচূর্ণকের আবিষ্ক্রিয়া ইহার মধ্যে প্রধান। বারুদের আবিষ্ক্রিয়ার পর যুদ্ধ বিজ্ঞানে পরিণত হইয়াছে। মূর্খ সিথিয়ানেরা মহাসাহসী হইলেও বিজ্ঞান-পটু বর্ত্তমান ইউরোপীয়-দিগের সহিত সংগ্রাম করিতে আর সমর্থ নহে।

---

## পঞ্চদশ অধ্যায়।

### নূতনপৃথিবীর আবিষ্কার।

আমরা বলিয়াছি যে প্রাচীন গ্রীক ও রোমকেরা পৃথিবীর অতি অল্প অংশই (অর্থাৎ ভূমধ্যসাগরের চতুষ্পার্শ্বস্থ দেশসকল এবং আসিয়ার পশ্চিমবিভাগ) জানি-তেন; তাঁহারা ভারতবর্ষ এবং চীনের নাম মাত্র শুনিয়াছিলেন। কিন্তু গ্রীসের প্রধান পণ্ডিতেরা জ্যোতির্বিদ্যাপ্রভাবে জানিতে পারিয়াছিলেন যে পৃথিবী গোলাকার। তাঁহারা পৃথিবীর পরিধিপর্য্যন্তও গণনা দ্বারা স্থির করিয়াছিলেন।

তামস এবং মধ্য যুগে (অর্থাৎ ৫০০ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৫০০ খৃষ্টাব্দপর্য্যন্ত) কোন প্রশস্ত আবিষ্ক্রিয়া হয় নাই। এই সময়ে লোকে কেবল ইউরোপের উত্তরাংশটী ভাল করিয়া জানিয়াছিলেন।

কিন্তু ১৪৯২ খৃষ্টাব্দে ক্রিষ্টোফর্ কলম্বস্ কতকগুলি স্পেনদেশীয় জাহাজ লইয়া পশ্চিমাভিমুখে যাত্রা করেন ও আমেরিকার অন্তর্গত দ্বীপসকল আবিষ্কার করেন। এই ঘটনায় সমস্ত ইউরোপ উত্তেজিত হয়। অন্যান্য জাতিরাও চতুর্দ্দিকে জাহাজ প্রেরণ করিতে লাগিলেন। কতিপয় বৎসরের মধ্যে ইউরোপীয়েরা জানিতে পারিলেন যে পশ্চিমদিকে মহাসাগরের অপর পারে পৃথিবীর এক বৃহৎখণ্ড আছে। এই মহাদেশের নাম তাঁহারা আমেরিকা রাখিলেন। ইউরোপীয় ও ইউরোপীয়দিগের পরিচিত সিথিয়ান এবং অন্যান্য জাতিদের সহিত আমেরিকার আদিমবাসিবাসী-

দিগের কিছুই সাদৃশ্য ছিল না। ইহারা কৃষিকার্য্য করিত না, মৃগয়াদ্বারাই জীবিকা নির্ব্বাহ করিত। কিন্তু পিরূ ও মেক্সিকো নামে প্রভূত ধন ও পরাক্রমশালী দুই বৃহদ্রাজ্য ছিল। এই দুই দেশেই কেবল নিয়মিতশাসনপ্রণালী ছিল। পিরূর লোকেরা লিখিতে জানিত। এই দেশের লিপিবদ্ধইতিহাসও এক খানি ছিল। কিন্তু এই উভয় দেশের লোকেরাও ইউরোপীয়দিগের অপেক্ষা অনেকাংশে নিকৃষ্ট; সুতরাং তাহারা ইউরোপীয়দের কর্ত্তৃক সহজেই পরাজিত হইল। ইউরোপীয়েরা বিবেচনা করিলেন যে এই সকল দেশ জয় করিয়া তত্রত্য অধিবাসীদিগকে বধ ও তাহাদের দ্রব্যাদি লুণ্ঠন করা অবৈধ কর্ম্ম নহে। পিরূ ও মেক্সিকো তদাপরিজ্ঞাত সকল দেশ অপেক্ষা স্বর্ণে ও রৌপ্যে সমৃদ্ধ ছিল। এই দুই দেশে মৃত্তিকা খনন করিলেই স্বর্ণ ও রৌপ্য পাওয়া যাইত। সুতরাং এই সকল দেশ হইতে স্পেনবাসীরা স্বর্ণ ও রৌপ্য ক্রমাগত ইউরোপে আনয়ন করিতে লাগিলেন। ইহার পূর্ব্বে ইউরোপে যে পরিমাণে রজত ও কাঞ্চন ছিল তাহার অপেক্ষা অধিক ইঁহারা এই সকল দেশ হইতে আনয়ন করেন।

যে সময়ে স্পেনবাসীরা আটলাণ্টিক মহাসাগরের অপর পারে আমেরিকা অবিষ্কৃত করেন প্রায় সেই সময়েই পর্ত্তুগীজেরা উত্তমাশা অন্তরীপ দিয়া ভারতবর্ষে আসিবার পথ আবিষ্কার করেন। পর্ত্তুগীজদিগের প্রথম জাহাজ ১৪৯৮ খৃষ্টাব্দে কালিকাটে আইসে। কতিপয় বৎসরের মধ্যে গোআ এবং সিংহলের কিয়দংশ পর্ত্তুগীজদিগের অধিকারভুক্ত হয়। বাঙ্গালায় তাঁহারা হুগলী এবং চট্টগ্রাম অধিকার করিয়াছিলেন। ইউরোপীয়দিগের মধ্যে ইঁহারাই সর্ব্বপ্রথমে ভারতবর্ষে আইসেন। ইঁহাদের সন্তানসন্ততি এখন পর্য্যন্তও চট্টগ্রাম, গোআ, কলিকাতা এবং অন্যান্য স্থলে দৃষ্ট হয়। ইংরাজেরা এখন পর্য্যন্তও আলমায়রা, কম্পাউণ্ড, পাদরি প্রভৃতি অনেকগুলি পর্ত্তুগীজ শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকেন। কিন্তু পর্ত্তুগীজদিগের ক্ষমতা ভারতবর্ষে আর অধিক বিস্তৃত হইল না; অন্যান্য ইউরোপীয় জাতিরা ভারতবর্ষে আসিতে লাগিলেন এবং পর্ত্তুগীজদিগের ক্ষমতা ক্রমেই হ্রাস হইতে লাগিল।

১৫১৯ খৃষ্টাব্দে স্পেনবাসীরা কতকগুলি জাহাজ পশ্চিমাভিমুখে প্রেরণ করেন। এই জাহাজ সকল আমেরিকার দক্ষিণ দিয়া (হরণ্ অন্তরীপ) এবং পাসিফিক্ (স্থির) মহাসাগর পার হইয়া বোর্ণিও দ্বীপে আসিয়া উপস্থিত হয়, এবং তথা হইতে উত্তমাশা অন্তরীপ দিয়া পুনর্ব্বার ইউরোপে ফিরিয়া যায়। ইহার পূর্ব্বে আর কোন জাহাজই পৃথিবীর চতুর্দ্দিক্ পরিভ্রমণ করে নাই। পৃথিবী যে গোলাকার ইহা আর এক্ষণে কেহই সন্দেহ করিতে পারে না। কিন্তু এই আবিষ্ক্রিয়া দ্বারা লোকের মনের ভাব তখন কতদূর পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল তাহা আমরা এক্ষণে বুঝিতে পারি না। এক্ষণে আমরা সকলেই জানি যে পৃথিবী গোলাকার, সকলেই জানি যে কলিকাতা হইতে লণ্ডন যাইতে গেলে

পশ্চিম দিকে যাত্রা করিয়া মিসরের মধ্য দিয়া অথবা পূর্ব্বদিকে যাত্রা করিয়া চীন ও আমেরিকা পার হইয়া যাওয়া যায়। কিন্তু পৃথিবী যে সমভূমি এই চিরন্তন বিশ্বাসটী হঠাৎ ১৫১৯ খৃষ্টাব্দে লোকদিগকে পরিত্যাগ করিতে হয়। ইহার সঙ্গে ২ অন্যান্য অনেক প্রাচীন মত ও বিশ্বাস তাঁহারা ক্রমে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক পরিত্যাগ করিতে লাগিলেন।

পর্ত্তুগীজ ও স্পেনবাসীরাই এই নূতন দেশ ও পথ সকল আবিষ্কার করিয়াছিলেন। এই সময়ে ইংরাজেরা প্রায়ই এই সকল সাহসকর্ম্মে যোগ দিতেন না। তাঁহারা বিশ্বাস করিতেন যে ভারতবর্ষের সহিত বাণিজ্য করিলে ইংলণ্ড দরিদ্র হইয়া পড়িবে। কিন্তু অল্প কালের মধ্যেই এই সকল বিশ্বাস তিরোহিত হইল।

প্রাচীন ফিনিসীয়দিগের সময় হইতে ১৫০০ খৃষ্টাব্দপর্য্যন্ত ভারতবর্ষের বাণিজ্য-দ্রব্যাদি ইউরোপে যাইতে হইলে, হয় লোহিতসাগর দিয়া এবং সুয়েজযোজক পার হইয়া, না হয় পারস্যোপসাগর ও ফিনিসিয়ার মধ্য দিয়া যাইত। কিন্তু উত্তমাশা অন্তরীপ দিয়া ভারতবর্ষে আসিবার পথ আবিষ্কৃত হইবার কিছুকাল পরে ভারত-বর্ষ ও ইউরোপের সমস্ত বাণিজ্যদ্রব্যাদি এই পথ দিয়া যাতায়াত করিতে লাগিল। ইহাতে ভেনিস্‌বাসীদিগের বাণিজ্য লুপ্ত হইয়া গেল। লোহিতসাগরের পথটী সোজা; উত্তমাশাঅন্তরীপ দিয়া আসিতে গেলে অনেক ঘোর হয়। উত্তমাশা অন্তরীপ দিয়া যাইলে বাণিজ্যদ্রব্যাদি বরাবর এক জাহাজেই যাইতে পারিত; লোহিতসাগর দিয়া যাইতে গেলে বাণিজ্যদ্রব্যাদি সুয়েজযোজকপর্য্যন্ত এক জাহাজে যাইত, কিন্তু উক্ত যোজক পার করিয়া ঐ সকল দ্রব্যাদিকে অপর একটী জাহাজে তুলিতে হইত। আবার লোহিতসাগর সুদীর্ঘ এবং অপ্রশস্ত; সুতরাং প্রতিকূলবায়ু বহিলে পটবাহীপোতসকল লোহিতসাগর দিয়া যাইতে পারে না। কিন্তু উত্তমাশা অন্তরীপের পথে কোন অপ্রশস্ত সাগর নাই। অতএব ১৫০০ খৃষ্টাব্দ হইতে এখন পর্য্যন্ত ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষের সমস্ত বাণিজ্যদ্রব্যাদি উত্তমাশা অন্তরীপ দিয়াই যাতায়াত করিতেছিল। কিন্তু বিগত পাঁচ বৎসরের মধ্যে ইহার আবার পরিবর্ত্তন হইয়াছে। সুয়েজযোজকের মধ্য দিয়া একটী বৃহৎ খাল খনন করা হইয়াছে; বড় ২ জাহাজ কলিকাতা হইতে এই খাল দিয়া ইউরোপে যাইতে পারে। কিন্তু লোহিতসাগর পূর্ব্বের ন্যায় অপ্রশস্তই রহিয়াছে; সুতরাং পটবাহী-পোতসকল এই পথ দিয়া যাইতে পারে না। কিন্তু কিছুদিন হইল বাষ্পীয়পোত সকলের সৃষ্টি হইয়াছে। ইহারা অপ্রশস্ত সাগর দিয়া অবলীলাক্রমে যাইতে পারে। ইউরোপ এবং ভারতবর্ষের বাণিজ্যদ্রব্যাদি এক্ষণে দুই পথ দিয়া যাতায়াত করে; অর্দ্ধেক বাষ্পীয়জাহাজে সুয়েজযোজকের খাল দিয়া, এবং আর অর্দ্ধেক পটবাহী পোতে উত্তমাশাঅন্তরীপ দিয়া। ভেনিস্‌বাসীরা পূর্ব্বে ভারতবর্ষের বাণিজ্য-

দ্রব্যাদি ইউরোপে লইয়া আসিতেন, কিন্তু উত্তমাশাঅন্তরীপ দিয়া ভারত-বর্ষে আসিবার পথ আবিষ্কৃত হইবার পর তাঁহাদের ভারতবর্ষের বাণিজ্য বিলুপ্ত হইয়া যায়। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে সুয়েজযোজকের খাল খনন হইবার পর ভারতবর্ষের বাণিজ্যের কিয়দংশ, পুনর্ব্বার ৩০০ বৎসরের পর, ভেনিস্বাসীদের হস্তে আসিয়াছে। যে হেতু অনেক লোক এক্ষণে কলিকাতা হইতে ইংলণ্ডে যাইতে গেলে ভেনিস্ নগর দিয়া যান, এবং কতক ২ বাণিজ্যদ্রব্যাদিও এই পথ দিয়া যাইয়া থাকে।

---

## ষোড়শ অধ্যায়।

### বিদ্যালোচনার পুনরারম্ভ।

তামস-যুগে গ্রীক ও রোমকদিগের অনেক গ্রন্থ ও বিদ্যা নষ্ট হইয়াছিল। এই কালে পুরোহিতশ্রেণী ব্যতীত আর কেহই প্রায় পড়িতে শিখিত না; আবার পুরোহিতদিগের মধ্যে অতি অল্পলোকই গ্রীকভাষা পড়িতে পারিত। লোকে এক্ষণে যুদ্ধে এবং শ্রমকার্য্যেই ব্যস্ত থাকিত। পূর্ব্বপুরুষেরা যাহা করিয়া গিয়াছেন তাহা করিতে পারিলেই ইহারা সন্তুষ্ট হইত। ভিন্ন ২ জাতির গ্রন্থ পাঠ করিয়া তাহাদের আচার ও ব্যবহার আপনাদের আচার ও ব্যবহার অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কি না তাহা ইহারা অনুসন্ধান করিত না। এইরূপে কোন উন্নতিই হইতে পারে না। প্রত্যেক লোকের মত ও বিশ্বাস তাহার পিতার মত ও বিশ্বাসের অনুযায়ী ছিল। অনেক বিষয়ে ইহাদিগের মত ও বিশ্বাস আমাদিগের নিকট এক্ষণে ভ্রম বলিয়া বোধ হয়। কিন্তু এই যুগের শেষে লোকের বিদ্যাতৃষা প্রবল হইয়া উঠে। অনেকে গ্রীক ও রোমকদিগের গ্রন্থসকল উৎকৃষ্ট বলিয়া জানিতে পারিলেন, এবং এই সকল গ্রন্থের অন্বেষণে সকলেই ব্যস্ত হইলেন। গ্রীক ও রোমকদিগের অনেকগুলি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ একবারে নষ্ট হইয়াছে; ইহাদের একখণ্ডও এক্ষণে প্রাপ্ত হওয়া যায় না। এই সকল গ্রন্থসম্বন্ধে আমরা আর কিছুই জানি না, কেবল এইমাত্র জানি যে ইহারা এককালে বিচক্ষণ ও গুণগ্রাহী প্রাচীনদিগের কর্ত্তৃক সমাদৃত হইত। ১৫০০ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে অনেকগুলি গ্রীক ও রোমকগ্রন্থ প্রাচীনপুস্তকালয় ও অপ্রসিদ্ধস্থান সকলে আবিষ্কৃত হয়। লোকে কৌতূহলের সহিত এই সকল গ্রন্থ পাঠ করিতে আরম্ভ করিল। ইহার-পর আরও কতকগুলি গ্রীক ও রোমকগ্রন্থ আমরা প্রাপ্ত হইয়াছি। এই সকল বিদ্যাভাণ্ডার আবিষ্কৃত হইলে পর বিদ্যাশিক্ষা সর্ব্বত্রই প্রচলিত হইতে লাগিল; —— বলিতে কি ইউরোপের অনেক স্ত্রীলোকেও মাতৃভাষা লিখিতে ও পড়িতে শিখিয়াই

ক্ষান্ত হইল না, এই নবাবিষ্কৃতগ্রন্থসকল পাঠ দ্বারা চিত্তোৎকর্ষ লাভ করিবে বলিয়া লাটিন ও গ্রীকভাষা শিক্ষা করিতে আরম্ভ করিল। অনেক বিষয়ে গ্রীক ও রোমক-দিগের কি মত ছিল তাহা লোকে এইরূপে অবগত হইল। তাহারা দেখিতে পাইল যে যদিও গ্রীক ও রোমকদিগের মত হইতে তাহাদের মত সম্পূর্ণ বিভিন্ন তত্রাচ এই প্রাচীনজাতিদ্বয়ের নিকট হইতে তাহারা অনেক বিষয়ে শিক্ষা লাভ করিতে পারে। এক্ষণে ইউরোপের প্রত্যেক সুশিক্ষিত ব্যক্তিই লাটিন ও গ্রীকভাষা শিক্ষা করিয়া থাকেন। কিন্তু ইংরাজ এবং জর্ম্মাণদিগের মধ্যে এই প্রাচীনভাষাদ্বয়ের শিক্ষা যেরূপ প্রচলিত আছে ফরাসি এবং স্পেনবাসীদের মধ্যে সেইরূপ দৃষ্ট হয় না।

প্রাচীন গ্রীক ও রোমকদিগের সময়ে লোকে পুস্তক মুদ্রিত করিতে জানিত না; হাতে লিখিয়াই পুস্তকের প্রতিলিপি করিত। সুতরাং এই প্রতিলিপিসকল দুষ্প্রাপ্য ও দুর্মূল্য ছিল; এবং অতি অল্পলোকই এই সকল পুস্তক ক্রয় করিয়া পাঠ করিতে পারিত। মধ্য-যুগের শেষপর্য্যন্ত এইরূপ অবস্থা থাকে। কিন্তু ক্রমে যখন লোকে পুস্তকাদি মুদ্রিত করিতে শিক্ষা করিল, গ্রন্থ সকল আর দুর্মূল্য রহিল না। ১৫০০ খৃষ্টাব্দের সময় ইউরোপে অনেকগুলি মুদ্রাযন্ত্র একবারে চলিতে আরম্ভ হয়; সুতরাং প্রায় সকলেই পাঠার্থে পুস্তক ক্রয় করিতে সমর্থ হইল। গ্রীক বা রোমক-দিগের কোন হস্তলিখিত গ্রন্থ প্রাপ্ত হইলেই তাহা তৎক্ষণাৎ মুদ্রিত হইত; এবং সকল লোকেই তল্লিখিত বিষয়গুলি অবগত হইতে পারিতেন। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে এই সময়ে অনেকগুলি নূতন দেশের আবিষ্কার হয়। এই সকল সমুদ্রযাত্রার বিবরণ মুদ্রিত ও প্রচারিত হইয়া লোকদিগের চিত্তকে অস্থির ও উত্তেজিত করিল। যে সময়ে মুদ্রাযন্ত্র আবিষ্কৃত হয়, প্রায় সেই সময়েই লোকে তাম্রফলকে উৎকীরণ করিতে শিখে; সুতরাং পুস্তকলিখিত বিষয়গুলি পাঠকদিগের সম্যক্ হৃদয়ঙ্গম করিবার নিমিত্ত এক্ষণে সুন্দর চিত্র ও মানচিত্র সকল পুস্তকে সন্নিবেশিত হইতে লাগিল। এইরূপে লোকদিগের চিত্ত উৎসাহে পরিপূর্ণ হয়। কি নূতন বিষয় আবিষ্কার করিবে তাহারই অন্বেষণে লোকে ব্যস্ত হইল। এই সময়ে দুরবীক্ষণযন্ত্রও আবিষ্কৃত হয়। ইহার সাহায্যে লোকে সূর্য্য, চন্দ্র ও গ্রহাদির যথার্থ পরিমাণ ও স্থিতি নির্ণয় করিল। এইরূপে আবিষ্ক্রিয়ার পর আবিষ্ক্রিয়া হইতে লাগিল —— বর্ত্তমান ইউরোপ অসীম উন্নতির সোপানে পদার্পণ করিল।

---

## সপ্তদশ অধ্যায়।

### ধর্ম্ম-সংস্কার।

পূর্ব্বকালে লোকে প্রচলিত ধর্ম্ম পরিত্যাগ করা পাপ জ্ঞান করিত। গ্রীকেরা নূতনধর্ম্মপ্রচারের অপরাধে তাঁহাদের বিখ্যাত তত্ত্ববিৎ সক্রেটিসের প্রাণ বধ করিয়াছিলেন। যখন রোমকদিগের মধ্যে নূতন খৃষ্টধর্ম্মের প্রচার আরম্ভ হয়, রোমকেরা নূতনধর্ম্মাবলম্বীদিগকে তাড়না করিতে ত্রুটি করেন নাই। যাহারা প্রাচীন দেবতাদিগের নিকট বলি প্রদান করিতে অস্বীকার করিত, রোমকেরা তাহাদিগের প্রাণনাশ করিতেও সঙ্কুচিত হইতেন না। গারোজাতির মধ্যে যদি কেহ পূর্ব্ব-পুরুষদিগের আচার পরিত্যাগ করে, গারোরা তাহাকে বধ করিয়া খাইয়া ফেলে। ভারতবর্ষে অদ্যাপি আরও অনেক জাতি আছে যাহারা নূতনমতাবলম্বীদিগকে বিশেষ তাড়না করিয়া থাকে। মুসলমানেরা ইহা অপেক্ষাও নির্ব্বোধ ও নিষ্ঠুর। ইহারা মহম্মদীয়ধর্ম্মপরিত্যাগীদিগকেই কেবল শাস্তি প্রদান করিত না; যে সকল জাতি স্বধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক মহম্মদীয়ধর্ম্ম অবলম্বন করিতে অস্বীকার করিত তাহাদিগেরও উন্মূলনে কৃতসংকল্প হইত। কাফের্ অর্থাৎ ভিন্নধর্ম্মাবলম্বীদিগকে বধ করা মহম্মদীয়ধর্ম্মের একটী প্রধান অঙ্গ। সাধ্যমত মুসলমানেরা মহম্মদীয় ধর্ম্মের এই নিয়মটী পরিত্যাগ করে নাই। মুসলমানদের দিগ্বিজয়ের সময় বিজিত জাতিদের মৃত্যু অথবা মহম্মদীয়ধর্ম্মস্বীকার ভিন্ন গত্যন্তর ছিল না। তামস-যুগে ইউরোপীয়েরা এই বিষয়ে গ্রীক ও রোমকদিগের অপেক্ষা উন্নতি লাভ করেন নাই। খৃষ্টধর্ম্মে অবিশ্বাসীদিগকে ইঁহারা পোড়াইয়া অথবা অন্য কোন নিষ্ঠুর উপায়ে বধ করিতেন। ইউরোপের খৃষ্টীয়ানজাতিদের মধ্যে পাদরিশ্রেণীর ক্ষমতা ক্রমেই বৃদ্ধি হইতে লাগিল। ধর্ম্মসম্বন্ধে কাহারও মত পাদরিদের মতের বিরোধী হইতে পারিত না; যদি হইত তাহা হইলে তাহাকে সমধিক উৎপীড়ন সহ্য করিতে — এমন কি প্রাণপর্য্যন্ত হারাইতে হইত। এইরূপে তামস-যুগে লোকের হৃদয়ের স্বাধীনতা একবারে নষ্ট হয়। ধর্ম্মসম্বন্ধে পাদরিরা যাহা বলিতেন তাহাই বিশ্বাস করিতে হইত। এই সময়ে ধর্ম্মই সকল বিষয়ের প্রধান অঙ্গ ছিল; সুতরাং লোকে কোন বিষয়েই স্বাধীনরূপে চিন্তা করিতে পারিত না। পাদরিরা আপনাদের ক্ষমতা রক্ষার্থে এতদূর উৎসুক হইয়াছিলেন যে ইঁহারা অবশেষে এই নিয়ম করিলেন যে পাদরি ব্যতীত আর কেহই খৃষ্টধর্ম্ম-পুস্তক বাইবেল পাঠ করিতে পারিবেন না। বাইবেল পাঠ করিয়া লোকে আপনাদের মতানুযায়ী ব্যাখ্যা করিবে এই আশঙ্কা-পরবশ হইয়া পাদরিরা এই নিয়ম প্রচার করেন। পাদরিরা যাহা বলিতেন তাহা ব্যতীত বাইবেলের অন্য কোন অংশ লোকে জানিতে পারিত না। ইঁহারা

আপনাদের ইচ্ছামত অনেক কথা বাড়াইয়াও বলিতেন। ফলতঃ পাদরিরা প্রকৃত বাইবেলের অতি অল্প কথাই লোকদিগকে জানাইতেন; স্বার্থের নিমিত্ত অনেক মিথ্যাগল্পও ইঁহারা বাইবেলের সহিত মিশ্রিত করিতেন। পাদরিরা লোকদিগকে কেবল বাইবেল পাঠ করিতেই নিষেধ করেন নাই, অন্যান্য অনেক পুস্তক অপাঠ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছিলেন। ফল এই হইল যে তামস-যুগে পাদরিদের ব্যতীত আর কেহই পড়িতে জানিত না।

তামস-যুগের শেষে অর্থাৎ মধ্য-যুগে ইউরোপের ভিন্ন২ প্রদেশের লোকেরা এইরূপ প্রথার বিরুদ্ধাচরণ করিতে আরম্ভ করিল। ইহারা খৃষ্টধর্ম্ম পরিত্যাগ করিতে চাহিল না; বাইবেল পাঠ করিয়া স্বীয়২ বুদ্ধি অনুসারে ব্যাখ্যা করিবার অধিকার কেবল প্রার্থনা করিল। এই ধর্ম্ম-সংস্কারকেরা পাদরিদের চক্ষুশূল হইয়া উঠিলেন। ধর্ম্মযাজকেরা ইঁহাদের উন্মূলনার্থে নরপতিগণকে উত্তেজিত করিতেন। যদিও এই ধর্ম্ম-সংস্কারকেরা রাজ্যের বিরুদ্ধে কোন অপরাধই করেন নাই, রাজারা ইঁহাদের উচ্ছেদার্থে সৈন্য প্রেরণ করিতেন। সৈন্যদল ইঁহাদের গ্রাম দাহ করিয়া ইহাদিগকে সবংশে বিনষ্ট করিত। বন্দীরা পাদরিদের হস্তে সমর্পিত হইত; পাদরিরা তাহাদিগকে পোড়াইয়া মারিতেন।

ইউরোপের অনেক দেশেই পাদরিদের বিচারালয় সংস্থাপিত হইল। লোকে গোপনে বাইবেল পাঠ করে কি না এবং খৃষ্টধর্ম্মসম্বন্ধে পাদরিরা যে রূপ শিক্ষা দেন সেইরূপ অবিকল বিশ্বাস করে কি না ইহারই অনুসন্ধানের নিমিত্ত এই সকল বিচারালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সকল অনুসন্ধানের সময় পাদরিরা যৎপরোনাস্তি নিষ্ঠুর ব্যবহার করিতেন। কেহ দোষী সাব্যস্থ হইলে ইঁহারা অশেষ যন্ত্রণা দিয়া তাহাকে বধ করিতেন।

এইরূপে ১৫০০ খৃষ্টাব্দপর্য্যন্ত ইউরোপে যে সকল ধর্ম্ম-সংস্কারকদিগের আবির্ভাব হইয়াছিল তাঁহারা হয় কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই নয় সবংশে উন্মূলিত হইয়াছিলেন।

যখন নূতন২ দেশ সকল আবিষ্কৃত এবং বিদ্যালোচনা পুনরারব্ধ হইতে লাগিল লোকের হৃদয় উৎসাহে ও কৌতূহলে পরিপূর্ণ হইল। পাদরিরা সত্য খৃষ্টধর্ম্ম শিক্ষা দেন কি না ইহা অনেকেই অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। মুদ্রাযন্ত্রের আবিষ্কারের পর সহস্র২ বাইবেল বারংবার মুদ্রিত হইয়া লোকদিগের মধ্যে বহুলরূপে প্রচারিত হইতে লাগিল। লোকে বাইবেল পাঠার্থে এক্ষণে এতদূর কৌতূহলাক্রান্ত হইল যে পাদরিরা আর তাহাদের ধর্ম্মপুস্তকপাঠ নিবারণ করিতে সক্ষম হইলেন না। অবশেষে পাদরিরা যাহা ভাবিয়াছিলেন তাহাই ঘটিল; বাইবেল পাঠ করিয়া লোকে স্বীয়২ বুদ্ধি অনুসারে উহার ব্যাখ্যা করিতে আরম্ভ করিল।

এই রূপে ইউরোপের প্রায় প্রত্যেক দেশেই, এবং কোন২ দেশের প্রায় প্রত্যেক

ক্রমেই প্রাচীন ক্যাথলিকধর্ম্ম ও অভিনব প্রটেষ্টেণ্টধর্ম্মের মধ্যে ঘোর বিরোধ উপস্থিত হইল। ক্যাথলিকদের মধ্যে মতভেদ ছিল না, কারণ পাদরিরা যাহাকে সত্য খৃষ্টধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ ও স্বীকার করিতেন তাহাই প্রত্যেক ক্যাথলিককে বিশ্বাস করিতে হইত; আবার সকল ক্যাথলিকপাদরিকেই পোপ-উপাধিক প্রধান পাদরির আজ্ঞা পালন করিতে হইত। পোপ রোম নগরে থাকিতেন। প্রটেষ্টেণ্টেরা বলিতেন যে প্রত্যেক লোকেই বাইবেল পাঠ করিয়া যথাজ্ঞান সিদ্ধান্ত করিতে পারেন। এইনিমিত্তই ইঁহাদের মধ্যে এতাদৃশ মতভেদ দৃষ্ট হয়। বাইবেল পাঠ করিয়া যথাজ্ঞান ব্যাখ্যা করিবার অধিকার সকল লোকেরই আছে এই বিশ্বাসটী লইয়া ক্যাথলিক ও প্রটেষ্টেণ্ট-দিগের মধ্যে প্রথমে বিবাদ উপস্থিত হয় নাই। কতকগুলি ধর্ম্মসংক্রান্ত মতের সত্যতা লইয়া বিরোধ উপস্থিত হয়। প্রটেষ্টেণ্টেরা আপনাদের ধর্ম্মকে সত্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিতেন, এবং ইঁহাদের মধ্যে কেহ ২ ক্যাথলিকদিগের ন্যায় নির্দ্দয় ও নির্ব্বোধ হইয়া ভিন্নমতাবলম্বীদিগকে পোড়াইয়া মারিতেন। কিন্তু ক্রমেই লোকে বুঝিতে পারিল যে পাদরিদের প্রভুত্ব লইয়াই বাস্তবিক প্রটেষ্টেণ্ট ও ক্যাথলিকদের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হয়। ক্যাথলিকেরা বলেন যে পাদরিদের ক্ষমতা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, তাঁহারা অভ্রান্ত এবং তাঁহারা যাহা শিক্ষা দেন তদ্ব্যতীত লোক আর কিছুই বিশ্বাস করিতে পারিবে না। প্রটেষ্টেণ্টেরা বলেন যে ধর্ম্মসম্বন্ধে মনুষ্য সম্পূর্ণ স্বাধীন; আপনাদের বুদ্ধিতে যাহা ভাল বলিয়া বোধ হয় তাহাই বিশ্বাস করা আবশ্যক, এবং প্রত্যেককেই স্বীয় ২ বিবেকানুসারে কার্য্য করিতে দেওয়া উচিত। কিন্তু প্রটেষ্টেণ্টদিগের মধ্যে এখন পর্য্যন্তও অনেকে বলেন যে মনুষ্যের কতকগুলি বিশ্বাস অপরিহার্য্য। এই সকল বিশ্বাসসম্বন্ধে কাহারও স্বাধীনমত প্রকাশ করিবার অধিকার নাই, যদি কেহ করেন তাঁহাকে উৎপীড়ন করা উচিত। এতদ্ব্যতীত অন্য সকল বিষয়ে তিনি যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারেন।

১৫০০ এবং ১৬০০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ইউরোপে এই ধর্ম্ম-সংস্কার সংঘটিত হয়। ইউরোপের প্রায় প্রত্যেক দেশেই এই ধর্ম্ম-সংস্কার-নিবন্ধন ভীষণ যুদ্ধের সমাবর্ত্তন হয়। ফল এই হইল যে, টিউটনজাতিসকল অর্থাৎ ইংরাজ, জার্ম্মণ ও নর্থমানদের অধিকাংশই প্রটেষ্টেণ্টধর্ম্ম অবলম্বন করিল; এবং লাটিনজাতিসকল অর্থাৎ স্পেনীয়, ইতালীয় ও ফরাসিদের অধিকাংশই ক্যাথলিক রহিল। এই ধর্ম্ম-সংস্কার-যুদ্ধসমূহের ইতিহাস নিষ্ঠুরাচরণে পরিপূর্ণ। ক্যাথলিকেরা সকলকে এই কথা বলিতেন — "যদি তোমরা আমাদের মতের বিরুদ্ধে বিশ্বাস কর তাহা হইলে তোমাদিগকে পোড়াইয়া মারিব"। শেষে প্রটেষ্টেণ্টেরাই কেবল এই মত প্রকাশ করিলেন যে ধর্ম্মসম্বন্ধে সকল লোকই সম্পূর্ণ স্বাধীন। ইহাকে ধর্ম্ম-বিদ্বেষ-শূন্যতা বলে। জার্ম্মণিতে যদিও অনেকেই রোমান-ক্যাথলিকধর্ম্ম পরিত্যাগ করেন

নাই, তত্রাচ সেখানকার অধিকাংশ লোকেরই কোন ধর্ম্মের প্রতি বিদ্বেষভাব নাই। এক্ষণে ক্যাথলিকদিগের মধ্যে অতি অল্প লোকই এতদূর নিষ্ঠুর ও পাষণ্ড যে ক্ষমতা পাইলে কাহাকেও পোড়াইয়া মারিতে ইচ্ছা করিবেন। কিন্তু প্রটেষ্টেণ্ট-দিগের মধ্যে এক্ষণে অনেক লোক দেখিতে পাওয়া যায় যাঁহারা ভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী-দিগকে উৎপীড়ন করিয়া আনন্দিত হন।

---

## অষ্টাদশ অধ্যায়।

### ধর্ম্মসংস্কার-যুদ্ধসমূহ।

স্পেনীয়েরা নূতনপৃথিবী আমেরিকা আবিষ্কার করে। এই সময়ে (১৫০০—১৫৫০ খৃষ্টাব্দ) স্পেন ইউরোপমধ্যে সর্ব্বপ্রধান রাজ্য হইয়া উঠিয়াছিল। তদ্দেশবাসীরা এই সময়ে আমেরিকায় স্বাধিকার বিস্তার করে। তথায় তাহারা যে সকল দেশ জয় করিয়াছিল তাহার পরিমাণ ইউরোপের অর্দ্ধাংশ অপেক্ষা অধিক। তাহারা পিরু ও মেক্সিকো হইতে প্রচুর পরিমাণে স্বর্ণ ও রৌপ্য স্পেনে প্রেরণ করিত। এইরূপে স্পেনের রাজা প্রভূতধনশালী ও প্রবলপরাক্রান্ত হইয়া উঠিলেন। তিনি প্রটেষ্টেণ্টদিগকে অত্যন্ত ঘৃণা করিতেন। ক্যাথলিক পাদরিদের কর্ত্তৃক উত্তেজিত হইয়া স্পেনরাজ, স্বীয় রাজ্যে যে সকল লোক গোপনে প্রটেষ্টেণ্টধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিল, তাহাদিগকে অনুসন্ধান করিয়া পোড়াইয়া মারিতে আরম্ভ করিলেন। এই সময়ে হলণ্ড স্পেনাধিপতির শাসনের অধীন ছিল। ওলন্দাজেরা (ইহাদিগের অপর নাম ডচ্ অর্থাৎ টিউচ্) ইংরাজদিগের ন্যায় টিউটনবংশ-সম্ভূত। ইংরাজ-দিগের ন্যায় তাহাদিগের অধিকাংশই প্রটেষ্টেণ্টধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিল; ইহাতে তাহাদের রাজা স্পেনাধিপ ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাদের উন্মূলনে প্রবৃত্ত হইলেন। সুতরাং ওলন্দাজেরা বিদ্রোহাচরণ করিতে বাধ্য হইল, এবং স্বাধীন হইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। ইংলণ্ড হলণ্ডের সন্নিহিত দেশ এবং ইংরাজেরা প্রটেষ্টেণ্ট-ধর্ম্মাবলম্বী, সুতরাং তাঁহারা স্পেনরাজের বিরুদ্ধে ওলন্দাজদিগকে সাহায্য করিলেন। এইরূপে এক অতি দীর্ঘকাল-ব্যাপী নৃশংস সমরের সমাবর্ত্তন হইল। স্পেনরাজ স্বীয় বিদ্রোহী ওলন্দাজ প্রজাদিগকে ধ্বংস করিতে যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে লাগিলেন। ইংলণ্ড আক্রমণ করিয়া ইংরাজদিগকে বশীভূত করিবেন এবং বলপূর্ব্বক তাহাদিগকে ক্যাথলিক-ধর্ম্ম অবলম্বন করাইবেন এই অভিলাষে দুর্জ্জেয় স্পেনীয় আর্ম্মাডা (রণপোতমালা) ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিলেন। ইংলণ্ড একটী দ্বীপ, সুতরাং

বিদেশীয়দিগের সৈন্য জাহাজ ব্যতীত ইংলণ্ডে আসিতে পারেনা; কিন্তু আর্ম্মাদা ইংলণ্ডে না পৌঁছিতেই ইংরাজেরা, মহারাজ্ঞী এলিজেবেথ কর্তৃক উৎসাহিত হইয়া, পথিমধ্যেই তাহাকে পরাভূত করিল; সুতরাং স্পেনরাজের সৈন্য ইংলণ্ডে অবতরণ করিতে সমর্থ হইল না——আর্ম্মাদাও বিনষ্ট হইল। তদনন্তর ওলন্দাজেরা একটী স্বতন্ত্র স্বাধীন রাজ্য সংস্থাপন করিল। হলণ্ডদেশ অতি ক্ষুদ্র বটে, কিন্তু ওলন্দাজেরা একটী বণিক্‌প্রধান জাতি হইয়া উঠিল; অদ্যাপিও যব ও অন্যান্য ভারতমহাসাগরস্থ দ্বীপ ইহাদের অধিকারে রহিয়াছে। এই নিষ্ফল যুদ্ধে স্পেনরাজ অতিশয় নির্ধন হইয়া পড়িলেন, এবং এই সময় হইতেই স্পেনের অবনতির সূত্রপাত হইল। এক্ষণে ইউরোপে স্পেনীয়দিগকে কেহই গ্রাহ্য করে না। স্পেনীয় আর্ম্মাদার পরাভবের পর ইংলণ্ডজয়মানসে কোন জাতিই মহাসমারোহে তদ্বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রায় প্রবৃত্ত হয় নাই।

এই সময়ে স্পেনরাজের ন্যায় ফ্রান্সাধিপতিও স্বীয় প্রটেষ্টেণ্ট প্রজাদিগের সহিত যুদ্ধ করিতেছিলেন। ফ্রান্সের রাজা কৃতকার্য্য হইলেন; ফরাসি প্রটেষ্টেণ্টেরা প্রায় উন্মূলিত হইল। এখন পর্য্যন্তও ফ্রান্সের অধিকাংশ লোক ক্যাথলিক-ধর্ম্মাবলম্বী রহিয়াছে। জার্ম্মণিতে ক্যাথলিক ও প্রটেষ্টেণ্টদিগের মধ্যে ইহা অপেক্ষা নৃশংসতর যুদ্ধ উপস্থিত হয়। ফল এই হইল যে, জার্ম্মণিতে বিভিন্ন-ধর্ম্মাবলম্বীদিগের মধ্যে বিদ্বেষভাব আর রহিল না, এবং উত্তর জার্ম্মণির অধিকাংশ লোকই প্রটেষ্টেণ্ট-ধর্ম্ম অবলম্বন করিল। এই সময়ে ইউরোপের প্রায় সমুদায় দেশে ধর্ম্মসংক্রান্ত যুদ্ধের সমাবর্ত্তন হয়। স্কচেরা প্রটেষ্টেণ্ট-ধর্ম্ম অবলম্বন করিল; কিন্তু আইরিশ্‌রা ক্যাথলিক-ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিল না। আইরিশেরা টিউটন-বংশ-সম্ভূত নহে, আজও পর্য্যন্ত তাহারা ক্যাথলিক রহিয়াছে।

---

## ঊনবিংশ অধ্যায়।

### ভারতবর্ষে ইউরোপীয়দিগের প্রথম আগমন।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে ১৪৯৮ খৃষ্টাব্দে উত্তমাশাঅন্তরীপ দিয়া পর্ত্তুগীজেরা প্রথমে ভারতবর্ষে আইসেন। এই পথ দিয়া ভারতবর্ষের বাণিজ্যদ্রব্যাদি এক জাহাজেই ইউরোপের যে কোন বন্দরে যাইতে পারে, সুতরাং ভেনিসের পথ এক্ষণে পরিত্যক্ত হইল। সকল ইউরোপীয়জাতিরাই এই নূতন পথ দিয়া আসিতে পারিতেন বটে, কিন্তু শতবৎসরকালপর্য্যন্ত স্পেনীয় ও পর্ত্তুগীজ ভিন্ন আর কোন

জাতিই ভারতবর্ষে বাণিজ্য করিতে আইসেন নাই। ১৬০০ খৃষ্টাব্দের সময় ইংরাজ, ফরাসি, ওলন্দাজ ও দিনামারেরা সকলেই বাণিজ্যার্থে জাহাজ প্রেরণ করিতে লাগিলেন। ইহার কিছু কাল পরে এই সকল জাতি ভারতবর্ষের উপকূলবিভাগের নানা স্থানে বাণিজ্যের নিমিত্ত ক্ষুদ্র২ নগর সকল সংস্থাপন করিয়াছিলেন। ধনী ইংরাজমহাজনদিগের কর্ম্মচারীরা এই সকল নগরে থাকিয়া বাণিজ্যদ্রব্যাদি প্রস্তুত করিয়া রাখিত; জাহাজ আসিলেই অবিলম্বে বোঝাই করিয়া পাঠাইত। ভারতবর্ষে সাম্রাজ্যস্থাপন বা সমস্তভারতবর্ষজয় করার ভাব কোন ইউরোপীয় জাতির হৃদয়ে এই সময়ে উদিত হয় নাই। দিল্লীর মুসলমান সম্রাট্ অরংজীব এই সময়ে দোর্দ্দণ্ডপ্রতাপ ছিলেন। ইংরাজেরা বাঙ্গালায় প্রথমে (১৬৫৬ খৃষ্টাব্দে) হুগলীতে কুঠী স্থাপন করেন। এই সময়ে বাঙ্গালা মুসলমানদিগের শাসনাধীন ছিল। মুরশিদাবাদের নবাব নাম মাত্র দিল্লীর সম্রাটের প্রতিনিধি ছিলেন; কিন্তু প্রায় স্বাধীনরাজার ন্যায় কার্য্য করিতেন। ইংরাজদিগের আসিবার পূর্ব্বে ৪৫০ বৎসরকাল মুসলমানেরা বাঙ্গালায় রাজত্ব করিতেছিলেন। ইঁহাদের আসিবার পরেও ১০০ বৎসর পর্য্যন্ত তাঁহারা রাজত্ব করেন।

ইংরাজ ও অন্যান্য ইউরোপীয়জাতিরা এই একশতবৎসরপর্য্যন্ত ভারতবর্ষে কেবল বাণিজ্যকার্য্যেই ব্যাপৃত ছিলেন।

---

## বিংশ অধ্যায়।

### ইংলণ্ডের সহিত স্কট্‌লণ্ডের যোগ।

১৬০৩ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডের মহারাজ্ঞী এলিজেবেথের মৃত্যু হয়। তাঁহার কিম্বা তাঁহার কোন ভ্রাতা ও ভগিনীর সন্তানাদি ছিল না। স্কট্‌লণ্ডের রাজা নিকটউত্তরাধিকারী ছিলেন, সুতরাং তিনিই ইংলণ্ডের রাজা হইলেন। এইরূপে স্কট্‌লণ্ড ইংলণ্ডের সহিত একত্রিত হইল, এবং অদ্যাপি ইংলণ্ডের একটী অংশস্বরূপ হইয়া রহিয়াছে। ইংলণ্ডের উত্তরাঞ্চলবাসীদের ন্যায় স্কচেরাও টিউটনবংশ-সম্ভূত, এবং তাহাদের ভাষাও টিউটন। স্কট্‌লণ্ডের ধন এবং লোকসংখ্যা ইংলণ্ড অপেক্ষা অনেক কম। ইংরাজদিগের সহিত একত্রিত হইবার পূর্ব্বে স্কট্‌লণ্ডবাসীরা অত্যন্ত অরাজ্য ছিল। শত শত বৎসর পর্য্যন্ত ইংলণ্ড এবং স্কট্‌লণ্ডের মধ্যে বারম্বার যুদ্ধ হইয়া আসিতেছিল। এই যুদ্ধে উভয় জাতিকেই, বিশেষতঃ স্কচ্‌দিগকে, অনেক কষ্ট ও যন্ত্রণা

সহ্য করিতে হয়। যোগস্থাপনের পর ইহার নিবৃত্তি হইয়াছে। এক জাতি অপর জাতির উপর যুদ্ধ অপেক্ষা অধিকতর কোন অনিষ্টই আচরণ করিতে পারে না। ক্ষুদ্র২ রাজ্যগুলি যতই একত্রিত হইতে থাকে যুদ্ধের আশঙ্কা ততই কমিয়া যায়। দুইটী বৃহৎ রাজ্যের মধ্যে তুমুল সমর হইতে পারে বটে, কিন্তু সেস্থলে উভয় রাজ্যেরই অধিকাংশ লোককে যুদ্ধের ভয়ঙ্কর ক্লেশ সহ্য করিতে হয় না —— এমন কি যুদ্ধ হইতেছে কি না তদ্বিষয়ে অনেকেই সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ থাকিতে পারেন। ইংরাজগণকর্ত্তৃক ভারতবর্ষে একাধিপত্য স্থাপিত হওয়ার পর বাঙ্গালিদের ন্যায় অধিকাংশ ভারতবাসীরাই যুদ্ধ কি তাহা ভুলিয়া গিয়াছে। যখন ইংলণ্ড এবং রুসিয়ার মধ্যে যুদ্ধ উপস্থিত হয়, তখন বাঙ্গালিদের দশমাংশের একাংশ লোকও জানিত না যে একটী মহাযুদ্ধের সমাবর্ত্তন হইয়াছে।

ক্ষুদ্র২ গ্রীকরাজ্যগুলি কখনই একত্রিত হইয়া এক-সাম্রাজ্য-ভুক্ত হয় নাই, স্নুতরাং গ্রীকেরা যেমন অন্যান্য জাতিদের সঙ্গে, সেইরূপ স্বদেশে পরস্পারের সহিত, যুদ্ধ করিত। কিন্তু বিশাল রোমীয়সাম্রাজ্যে ৪০০ বৎসর পর্য্যন্ত শান্তি বিরাজিত ছিল।

মধ্য-যুগে — এমন কি সেদিন পর্য্যন্তও — জার্ম্মণি এবং ইতালি অনেকগুলি ক্ষুদ্র২ রাজ্যে বিভক্ত ছিল। এই কারণবশতঃই এই দুই দেশে যুদ্ধের বিরাম ছিল না। কুকীদের ন্যায় যখন কোন জাতির সন্নিহিত গ্রামসকল শাসনসম্বন্ধে একত্র সম্বদ্ধ নহে, তখন তাহাদের মধ্যে যে সর্ব্বদা যুদ্ধ ঘটিবে তাহার আর আশ্চর্য্য কি ?

---

## একবিংশ অধ্যায়।

### ইংলণ্ডের মহা অন্তর্দ্রোহ।

পুরাকালে অন্যান্য আর্য্যজাতিদেরন্যায় টিউটনজাতিদিগেরও এক জন রাজা, এক সম্ভ্রান্তদিগের সভা, আর এক সাধারণপ্রজাদিগের মহাসভা ছিল। যুদ্ধের সময় রাজা সেনানায়ক হইতেন। ভূমির কিয়দংশ আপনার নিমিত্ত রাখিয়া তিনি অবশিষ্ট সমুদায় সম্ভ্রান্তজনদিগের মধ্যে বিভাগ করিয়া দিতেন, আর ইহার পরিবর্ত্তে যুদ্ধের সময় এই সম্ভ্রান্তগণকে রাজার অনুসরণ করিতে হইত। সামন্তেরা স্বীয় ২ ভূসম্পত্তির কিয়দংশ আপনাদের নিমিত্ত রাখিয়া অবশিষ্ট ভূমি তাঁহাদের অধীনস্থ যোদ্ধৃবর্গের মধ্যে বণ্টন করিয়া দিতেন। যোদ্ধাদিগকে স্বীয় ২ প্রভুর

সঙ্গে যুদ্ধে যাইতে হইত। পূর্ব্বে রাজারা সম্ভ্রান্ত-সভার সহিত পরামর্শ না করিয়া এবং যোদ্ধৃবর্গের সাধারণসভার মত না লইয়া কোন যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতে পারিতেন না। রাজার মৃত্যু হইলে সম্ভ্রান্ত-সভা এবং সাধারণ-সভা রাজ্যের উত্তরাধিকারী মনোনীত করিত। মৃতরাজার উত্তরাধিকারীরাই রাজ্যের উত্তরাধিকারী হইতেন না। তাঁহারা রাজপদের অনুপযুক্ত হইলে অন্য লোক ঐ পদে অভিষিক্ত হইত।

ইহাতে স্পষ্ট প্রতীতি হয় যে প্রাচীন টিউটনজাতিরা রাজাদিগের দাস ছিল না, এবং তাহাদের রাজারা মিসর এবং আসিরিয়ার প্রাচীন নরপতিগণের ন্যায় যথেচ্ছাচারী ছিলেন না।

মধ্য-যুগে সম্ভ্রান্তজনেরা প্রবল পরাক্রান্ত হইয়া উঠেন, এবং প্রজাদিগের সাধারণ-সভার ক্ষমতার হ্রাস হয়। ইউরোপের অনেক দেশেই সম্ভ্রান্তজনেরা স্ব২ দেশের রাজাদিগকে আপনাদের ইচ্ছামত কার্য্য করিতে বাধ্য করিতেন, অথবা তাঁহাদের আজ্ঞার প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া আপনারা ক্ষুদ্র২ স্বাধীন রাজার ন্যায় চলিতেন। সম্ভ্রান্তেরা এই সময় প্রজাদিগকে সাধারণ-সভায় সম্মিলিত হইতে দিতেন না। সম্পত্তিতে যে লোকদিগের উত্তরাধিকারিসত্ত্ব আছে, এই সংস্কারটী অনেকেরই মনে স্থান পাইয়াছিল। সম্ভ্রান্তদিগের পুত্রেরা বিবেচনা করিতেন যে পিতার সম্পত্তিতে তাঁহাদের উত্তরাধিকারিসত্ত্ব আছে, এবং রাজার উত্তরাধিকারীদেরও বিশ্বাস ছিল যে রাজার মৃত্যুর পর তাঁহাদের সিংহাসনে অধিরোহণ করিবার সম্পূর্ণ অধিকার আছে। ইঁহারা প্রজাদিগকে ইতর জন্তুর ন্যায় অস্থাবর সম্পত্তির মধ্যে গণ্য করিতেন।

অনেক মহৎপরিবর্ত্তনের পর যখন বর্ত্তমানযুগের আরম্ভ হয় জার্ম্মণির সম্ভ্রান্ত-জনদিগের পূর্ব্বতন অবস্থা পরিবর্ত্তিত হয় নাই। সেই সময়ে এই দেশটী অনেকগুলি ক্ষুদ্র২ রাজ্যে বিভক্ত ছিল। প্রত্যেক বিভাগের প্রধান সামন্ত জার্ম্মণির সম্রাটের প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া স্বাধীন ভাবে চলিতেন। প্রজাদিগের কোন ক্ষমতাই ছিল না। সম্ভ্রান্তেরা তাহাদিগকে সাধারণ-সভায় সম্মিলিত হইতে দিতেন না। ওদিকে ফ্রান্সের রাজা সম্ভ্রান্তজনগণের ক্ষমতা হ্রাস করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু প্রজাদিগের হস্তে কোন ক্ষমতাই অর্পণ করেন নাই; সুতরাং ফ্রান্সের অধিপতিগণ ৩০০ বৎসর পর্য্যন্ত যথেচ্ছাচারী নরপতিদিগের ন্যায় শাসন করিয়া-ছিলেন, অর্থাৎ প্রজাদিগের অভাবের প্রতি দৃষ্টি না করিয়া আপনারা যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতেন। ইংলণ্ডেও সম্ভ্রান্তদিগের ক্ষমতা হ্রাস হইয়া রাজাদিগের ক্ষমতা বৃদ্ধি হয়। কিন্তু এদেশের নরপতিগণ প্রজাদিগের ক্ষমতা বৃদ্ধি করিয়াই আপনাদের ক্ষমতা বৃদ্ধি করেন। প্রজারা সময়ে২ সাধারণ-সভায় সমবেত হইত। এই সভাই পরে জাতি-সাধারণ-সভা নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছে। এই সাধারণ-সভার ক্ষমতা কি তাহা

প্রথমে নিশ্চিতরূপে ধার্য্য হয় নাই। কিন্তু ইহার ক্ষমতা ক্রমেই বৃদ্ধি হইতে লাগিল——এমন কি অনেক সময়ে মহারাজ্ঞী এলিজেবেথও তাঁহার প্রজাদিগের সাধারণ-সভার ইচ্ছামতে কার্য্য করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

দেশের যতগুলি লোক একস্থানে সমবেত হইত তাহাদের সেই একত্র সমাগমকেই অতি পুরাকালে প্রজাদিগের সাধারণ-সভা বলিত। কিন্তু কোন বৃহৎ জাতির সকল লোকে এইরূপে একত্র সমবেত হইয়া মত দিতে পারিত না, সুতরাং প্রতিনিধি-সভার সৃষ্টি হইল। প্রত্যেক নগর এবং প্রত্যেক জেলার লোকেরা আপনাদের প্রতিনিধিস্বরূপ এক ২ জন ব্যক্তি মনোনীত করিয়া এই সভায় প্রেরণ করে, এবং এই প্রতিনিধিরা একত্র সমবেত হইয়া স্ব২ মত প্রকাশদ্বারা সকল বিষয় ধার্য্য করেন। অদ্যাপিও ইংলণ্ডের জাতি-সাধারণ-সভা এইরূপে সমাহৃত হইয়া থাকে।

বর্ত্তমানযুগের প্রারম্ভে ইউরোপে আর একটী মহৎ পরিবর্ত্তন লক্ষিত হয়। যুদ্ধের সময় রাজার অনুসরণ করা ভূম্যধিকারীদের পক্ষে অসুবিধা হইয়া উঠিল। তাঁহারা স্বয়ং যুদ্ধে না যাইয়া তৎপরিবর্ত্তে রাজাকে কিঞ্চিৎ অর্থ প্রদান করিতেন। এই অর্থ দিয়া রাজা বেতনভোগী সৈনিকদিগকে নিযুক্ত করিতেন। ইহাদের যুদ্ধই ব্যবসায় ছিল এবং ইহারা অর্থের জন্য যাবজ্জীবন যুদ্ধ করিতে প্রস্তুত ছিল। এইরূপে ভূমির উপর কর ধার্য্য হইল; ইহাই প্রথম কর।

সৈনিকদিগের ভরণপোষণ ব্যতীত এই অর্থ অন্যান্য অনেক বিষয়ে ব্যয়িত হইত। বিচারপতিদিগের বেতন, সাধারণহিতার্থে অন্যান্য ব্যয় এবং রাজাদিগের নিজব্যয় সমুদায়ই এই অর্থ হইতে সঙ্কলন করিতে হইত। নৃপতিগণ মিতব্যয়ী ছিলেন না; সুতরাং শীঘ্রই তাঁহাদিগের অধিক অর্থের প্রয়োজন হইল, এবং ভূমিকর ব্যতীত অন্যান্য নানা প্রকার নূতন কর সৃষ্টি করিতে লাগিলেন।

ফ্রান্সে রাজার ক্ষমতা এতদূর বৃদ্ধি পাইয়াছিল যে, তিনি যে কর ইচ্ছা প্রজাবর্গের উপর সংস্থাপন করিতে পারিতেন। জার্ম্মণির ক্ষুদ্র ২ রাজারাও এইরূপ করিতে পারিতেন। কিন্তু ইংলণ্ডে জাতি-সাধারণ-সভা বহুকাল হইতে বলিয়া আসিতেছিল যে, তাহাদের মত ভিন্ন রাজা কোন কর সংস্থাপন করিতে পারেন না। রাজারা দেখিলেন যে যদি জাতি-সাধারণ-সভার স্বেচ্ছামত রাজাকে অধিক কিংবা অল্প অর্থ দিবার অধিকার থাকে, তাহা হইলে রাজার ক্ষমতা শীঘ্রই হ্রাস হইবে; এদিকে জাতি-সাধারণ-সভা দেখিলেন যে রাজারা যদি স্বেচ্ছামত ও স্বক্ষমতায় কর সংস্থাপন করিতে পারেন তাহা হইলে তাঁহারা শীঘ্রই যথেচ্ছাচারী নরপতি হইয়া উঠিবেন। এইরূপে ইংলণ্ডে বহুকাল হইতে রাজা ও জাতি-সাধারণ-সভার মধ্যে মহা বিরোধ হইয়া আসিতেছিল; অবশেষে ইংলণ্ডেশ্বর চার্লস্ ও তাঁহার জাতি-সাধারণ-সভা পরস্পর যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলেন। এই যুদ্ধকে ইংলণ্ডের আভ্যন্তরিক

বলে। ইহা রাজার পরাভবে পর্য্যবসিত হয়। অবশেষে জাতি-সাধারণ-সভা চার্লস্‌কে বন্দীকরিয়া ১৬৪৯ খৃষ্টাব্দে তাঁহার শিরশ্ছেদন করিলেন।

যাহা হউক, কতিপয় বৎসরের মধ্যে ইংরাজেরা চার্লসের পুত্রকে ইংলণ্ডে পুনর্ব্বার আনয়ন পূর্ব্বক রাজপদে অভিষিক্ত করিলেন। কিন্তু তাঁহার উত্তরাধিকারী (চার্লসের দ্বিতীয় পুত্র) নিজক্ষমতায় কর সংস্থাপন করিতেই কেবল অভিলাষী হইলেন না, সমস্ত ইংরাজজাতিকে ক্যাথলিকধর্ম্ম অবলম্বন করাইতেও নিতান্ত উৎসুক হইলেন। সুতরাং ইংরাজেরা ইঁহাকে ১৬৮৮ খৃষ্টাব্দে দেশ হইতে দূরীকৃত করিয়া ওলন্দাজ-দিগের রাজা উইলিয়ম্‌কে রাজপদে অভিষিক্ত করিলেন। উইলিয়ম্ প্রটেষ্টেণ্ট-ধর্ম্মাবলম্বীদিগের অধিনায়কস্বরূপ, ও ফ্রান্সের যথেচ্ছাচারী নরপতির প্রধান শত্রু ছিলেন। ইংরাজ ও ওলন্দাজেরা একত্রিত হইয়া ফ্রান্সের যথেচ্ছাচারী নরপতির ক্ষমতা চূর্ণ করিলেন। উইলিয়মের সন্তানসন্ততি ছিল না। ইংলণ্ডের রাজ্যভার অবশেষে হানোভাররাজ জর্জ্জের হস্তে সমর্পিত হইল। (হানোভার জার্ম্মণির একটী ক্ষুদ্র রাজ্য।) ইহাকে ইংলণ্ডের মহাবিপ্লব বলে। এই সময়ে স্পষ্টকরিয়া ধার্য্য হয় যে কর অবধারণের সম্পূর্ণ ক্ষমতা জাতি-সাধারণ-সভার হস্তে থাকিবে, এবং উইলিয়ম্ ও তাঁহার উত্তরাধিকারীদের ক্ষমতা পূর্ব্বতন রাজাদিগের অপেক্ষা ন্যূন হইবে। হানোভাররাজ জর্জ্জ মহাসন্তোষের সহিত এই নিয়মে ইংলণ্ডের রাজা হইতে স্বীকার করিলেন, এবং অবশেষে ইংলণ্ড ও হানোভার এই উভয় দেশের রাজা হইলেন। সেই সময় হইতে ইঁহার সন্তানসন্ততিরা ইংলণ্ডের রাজমুকুট ধারণ করিয়া আসিতেছেন; ইংলণ্ডের বর্ত্তমান রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়া এই বংশ-সম্ভূত।

---

## দ্বাবিংশ অধ্যায়।

### রাজস্বের নিয়োগ।

অন্য লোকেরা স্বীয় ২ আয় লইয়া যেরূপ স্বেচ্ছামত ব্যয় করিতে পারেন রাজারা তদ্রূপ পারেন না। রাজ্যের রাজস্বই রাজার আয়ের অধিকাংশ। শান্তিরক্ষা, বিচারালয়স্থাপন, বিদেশীয়শত্রু হইতে দেশরক্ষা, পথনির্ম্মাণ, পুষ্করিণীখনন এবং শিক্ষা প্রভৃতি হিতকর কার্য্যেই ব্যয়িত হইবার নিমিত্ত উহা তাঁহার হস্তে ন্যস্ত হয়। যথেচ্ছাচারী নরপতিরা রাজস্বের যত ইচ্ছা ততই স্বীয় আমোদ ও দুষ্কর্ম্মের নিমিত্ত ব্যয় করিয়া অবশিষ্টটী কেবল প্রজার হিতার্থে নিয়োজিত করিতে পারেন। তিনি ইচ্ছা

করিলে প্রাসাদনির্ম্মাণ, বহুসংখ্যকভৃত্যনিয়োগ, খধূপাদিক্রীড়া (বাজি), ভিক্ষুকদিগকে অন্নদান এবং আড়ম্বর বা প্রজাউৎপীড়নের নিমিত্ত বহুসংখ্যক সৈন্যপোষণ করিতে পারেন। এইরূপ কোন না কোন আমোদ বা নিরর্থক কার্য্যে সমুদায় রাজস্ব অপব্যয়িত হইতে পারে।

কিন্তু সৎ ও বিজ্ঞ রাজারা অতি অল্প অর্থই নিজের আমোদের জন্য ব্যয় করিয়া থাকেন; সুতরাং সাধারণের হিতসাধনের নিমিত্ত প্রচুর অর্থ তাঁহাদের হস্তে থাকে। পথনির্ম্মাণ, পুষ্করিণীখনন প্রভৃতি চিরস্থায়ী উন্নতি সাধনের নিমিত্তও অর্থের অভাব হয় না। কিন্তু প্রকৃত সৎ রাজার সংখ্যা অতি অল্প। মনুষ্য এত স্বার্থপর যে রাজস্ব একবার হস্তগত হইলে রাজারা যে উহা প্রজার হিতার্থে ব্যয় করিবেন এরূপ প্রত্যাশা করা যায় না।

এই জন্য ইংলণ্ডের জাতি-সাধারণ-সভা অন্তর্দ্রোহ ও রাজ্যবিপ্লব দ্বারা এই নিয়ম স্থির করিয়াছেন যে কি২ কর আদায় হইবে এবং রাজস্ব কিরূপে ব্যয়িত হইবে তাহা তাঁহারাই ধার্য্য করিয়া দিবেন; অর্থাৎ সমুদায় রাজস্ব হইতে কত টাকা সৈনিকদিগের বেতনে, কত টাকা নৌসেনার বেতনে, কত টাকা বিচারকর্ত্তার বেতনে, এবং কত টাকা রাজার নিজার্থে ব্যয়িত হইবে তাহা তাঁহারা স্থির করিয়া দিবেন। এই শেষ টাকাটাই রাজাদের হস্তে সমর্পিত হয়। ইংলণ্ডে রাজ্ঞীর নিজ খরচের নিমিত্ত রাজস্বের শত ভাগের এক ভাগ প্রদত্ত হইয়া থাকে। ভারতবর্ষের রাজস্ব ৫০ কোটি টাকা, কিন্তু গবর্ণর-জেনারল বার্ষিক ২½ লক্ষ টাকা পান। যে সকল বিষয় শাসনকর্ত্তাদের বোধে প্রজাদিগের প্রকৃত মঙ্গলকর তৎসম্পাদনার্থেই প্রায় সমুদায় রাজস্ব ব্যয়িত হইয়া থাকে। ভারতবর্ষের দেশীয় রাজাদিগের রাজ্যে এরূপ দেখা যায় না। সমুদায় রাজস্ব রাজাদিগের হস্তে থাকে এবং তিনি প্রায় সমুদায়ই অপব্যয়ে নষ্ট করেন। সেদিন পর্য্যন্তও ইউরোপের অনেক দেশের অবস্থা এইরূপ ছিল। তখন লোকের বিশ্বাস ছিল যে প্রজাদিগের ধনে ও প্রাণে রাজার সম্পূর্ণ অধিকার; কিন্তু ইংরাজেরা এই মত সংস্থাপন করিয়াছেন যে রাজা রাজ্যের প্রধান কর্ম্মচারী মাত্র, যোগ্যতা অনুসারে তিনি বেতন প্রাপ্ত হইবেন। ইংরাজেরা, ফরাসি ও জার্ম্মণজাতির এক শত বৎসর পূর্ব্বে এই মত স্থির করেন। ১৭৮০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ইউরোপের অনেক দেশের রাজারা যথেচ্ছাচারী ছিলেন, কেবল ইংলণ্ড ও সুইট্‌জারলণ্ডদেশে এইরূপ যথেচ্ছাচার কখন দৃষ্ট হয় নাই। এখনও ইউরোপের অনেক রাজাকে যথেচ্ছাচারী বলা যায়, কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে কেহই সমুদায় রাজস্ব আপনাদের হস্তগত করিয়া অপব্যয় করিতে পারেন না; সুতরাং তাঁহারা প্রকৃতপক্ষে যথেচ্ছাচারী নহেন। পারস্য ও আফ্রিকার কতিপয় অর্দ্ধাসভ্য মুসলমানজাতিদের রাজারা এবং ভারতবর্ষের দেশীয় রাজারাই প্রকৃত যথেচ্ছাচারী।

যে দিন হইতে ইংলণ্ডে প্রজাদের নিজমতে করনির্দ্ধারণ ও রাজস্বনিয়োজন আরম্ভ হয় সেই দিন হইতেই ইংরাজদিগের স্বাধীনতা বাস্তবিক বদ্ধমুল হইল। শাসনপ্রণালীবিশেষে প্রজাদিগের স্বাধীনতা লাভ হয় না; রাজা থাকুন আর নাই থাকুন তাঁহাতে বিশেষ ক্ষতি নাই। যে দেশের শাসনকর্ত্তারা স্বেচ্ছামত কর আদায় করিয়া প্রজাদিগের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাহা ব্যয় করিতে পারেন সে দেশের প্রজারা রাজ্যশাসনসম্বন্ধে স্বাধীন নহে। মহাসৌভাগ্যবশতঃ ইংরাজেরা ইউরোপের অন্যান্য জাতিদের অনেক কাল পূর্ব্বে রাজ্যশাসনসম্বন্ধে স্বাধীনতা লাভ করিয়াছেন। যে সময়ে ইংলণ্ডের লোক স্বাধীন ছিল এবং তাঁহাদের বিপক্ষ অন্যান্য ইউরোপীয়জাতিরা স্বাধীন ছিল না, সেই সময়েই ইংরাজেরা অনেক যুদ্ধ করিয়া জগতে আপনাদের সাম্রাজ্য সংস্থাপনের পথ পরিষ্কৃত করেন।

---

## ত্রয়োবিংশ অধ্যায়।

### ইউরোপের বল-সাম্য।

অনেক যুদ্ধের পর ১৬৮০ এবং ১৭৫০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ইউরোপের রাজ্য সকল প্রায় তাহাদের বর্ত্তমান অবস্থা প্রাপ্ত হয়। পূর্ব্বে ইউরোপের কোন একটী রাজ্য প্রবল হইয়া অন্য রাজ্যগুলির উপর অত্যাচার করিত। ইহাতে ইউরোপের বিস্তর ক্ষতি হইত। কিন্তু এই ৭০ বৎসরের মধ্যে রাজ্যসমূহের বল-সাম্য রক্ষার্থে অনেক যুদ্ধের সমাবর্ত্তন হইয়াছিল: অর্থাৎ কোন একটী রাজ্য প্রবল হইয়া উঠিলে, পাছে তাহা হইতে সমুদায় ইউরোপের বিপদ উপস্থিত হয় এই আশঙ্কায় অপর রাজ্যসকল একত্রিত হইয়া তাহাকে আক্রমণ ও তাহার ক্ষমতা খর্ব্ব করিয়াছিল।

স্পেনদেশ পূর্ব্বে প্রবলপরাক্রান্ত ও ভয়ানক অত্যাচারী ছিল। কিন্তু এই সময়ে তাহার অবনতি হইতে থাকে। ফ্রান্স ইউরোপের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান রাজ্য হইয়া উঠিল। তখন তাহার সীমা, এখনও যেমন, প্রায় অবিকল সেইরূপ ছিল; তাহার আয়তন কিন্তু অপেক্ষাকৃত কিঞ্চিৎ অধিক ছিল। জার্ম্মণির মধ্যে অষ্ট্রিয়াই প্রধান রাজ্য ছিল, এবং ইহাকে সাম্রাজ্য বলিত। প্রুসিয়া অচিরকালমধ্যেই জার্ম্মণির মধ্যে দ্বিতীয় রাজ্য হইয়া উঠিল। অন্যান্য রাজ্যগুলি অত্যন্ত ক্ষুদ্র ছিল। জার্ম্মণির আধুনিক অবস্থাও এইরূপ, কেবল প্রুসিয়ার আয়তন পূর্ব্বাপেক্ষা কিঞ্চিৎ পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে, এবং ইহা জার্ম্মণির মধ্যে সর্ব্বপ্রধান রাজ্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইতালি এই সময়ে অনেকগুলি ক্ষুদ্র২ রাজ্যে বিভক্ত ছিল; রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার সময়

পর্য্যন্তও তাহার অবস্থা সেইরূপই থাকে। রুসীয়েরা অর্দ্ধসভ্য ছিল, কিন্তু তাহারা এই সময়ে ইউরোপের মধ্যে একটী ক্ষমতাশালী জাতি হইয়া উঠিতে লাগিল। ইউরোপের একমাত্র মুসলমানরাজ্য তুরুষ্করও ত্বরিত অবনতি আরম্ভ হইল। ইউরোপীয়জাতিরা বর্ত্তমান-যুগের উন্নতির পথে অগ্রসর হইলে পর মূর্খ ও বিজ্ঞানানভিজ্ঞ তুরকীরা তাঁহাদের সমকক্ষ হইতে সম্পূর্ণ অসমর্থ হইয়াছে।

এইরূপে, এই সময়ে ইউরোপে অনেকগুলি রাজ্য ছিল, কিন্তু ইহাদের কোনটীরও পরাক্রম অপরের অপেক্ষা অধিক ছিল না। ইংলণ্ডকেও ফ্রান্স বা অন্যান্য দেশ অপেক্ষা কেহই অধিকতর পরাক্রম বা ঐশ্বর্য্যশালী জ্ঞান করিত না।

---

## চতুর্বিংশ অধ্যায়।

### বড় উইলিয়ম্ পিট্।

বর্ত্তমান-যুগের প্রবর্ত্তক ভৌগোলিক আবিষ্ক্রিয়া সকলের পর ইউরোপের যে সকল ভিন্ন২ জাতি পৃথিবীর সর্ব্বত্র জাহাজ প্রেরণ করিতেছিল তাহারা বাণিজ্যের জন্য অনেক দেশে ক্ষুদ্র২ নগর স্থাপন করিতে আরম্ভ করে। কোন২ দেশে তাহাদের উপনিবেশও সংস্থাপিত হয়; অর্থাৎ কতকগুলি ইউরোপীয় বিদেশে কিছুকাল থাকিয়া ধনসঞ্চয়পূর্ব্বক গৃহে প্রত্যাগমন না করিয়া তথায় স্ত্রীপুত্রপরিবার সহ বসতি করে, এবং তাহারা বা তাহাদের সন্তানসন্ততি আর কখন ইউরোপে ফিরিয়া আসে না। সেই দেশেই তাহাদের বংশ বিস্তৃত হয়।

এইরূপে, স্পেনীয় ও পর্ত্তুগীজেরা দক্ষিণ ও মধ্য আমেরিকার অধিকাংশে, এবং ইংরাজ ও ফরাসিরা উত্তরামেরিকার অধিকাংশে, উপনিবেশ সংস্থাপন করেন। ভারতবর্ষে কোন প্রকৃত উপনিবেশ সংস্থাপিত হয় নাই; কিন্তু ইংরাজ ও ফরাসিরা এই দেশে বাণিজ্যার্থে অনেকগুলি ক্ষুদ্র২ সদুর্গনগর নির্ম্মাণ করেন। অনেক ইউরোপীয় সেনানী ও সৈনিক ভারতবর্ষের দেশীয় রাজাদিগের অধীনে নিযুক্ত হয়। তাহারা কোন২ স্থলে রাজ্যশাসনসম্বন্ধে প্রভূত ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছিল। ভারতবর্ষে এই সময়ে ফরাসিরা ইংরাজদিগের অপেক্ষা অধিক ক্ষমতাশালী ছিলেন, এবং উত্তরামেরিকায় ফরাসিদিগের উপনিবেশগুলি ইংরাজ উপনিবেশ অপেক্ষা অধিকতর দুর্জ্জেয় ছিল।

এই সময়ে ইংলণ্ডের প্রসিদ্ধমন্ত্রী উইলিয়ম্ পিটের অভ্যুদয় হয়। ইংলণ্ড সর্ব্বদেশাপেক্ষা প্রধান ও যশস্বী হইয়া উঠিবে ইহাই তাঁহার একান্ত অভিলাষ ছিল। তাঁহার

বিশ্বাস ছিল যে ইংলণ্ড স্বীয় রণতরীর প্রভাবে সাগরের উপর আধিপত্য করিতে পারে; সুতরাং আসিয়া ও আমেরিকায় স্পেনীয় ও ফরাসিদিগকে পরাজিত করিয়া জগতের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বিশালসাম্রাজ্য সংস্থাপন করিতেও পারে। এই বিশ্বাসের অনুবর্ত্তী হইয়া উইলিয়ম্ পিট্ ফ্রান্স, স্পেন ও অন্যান্য ইউরোপীয় দেশের সহিত যুগপৎ যুদ্ধ আরম্ভ করেন, এবং ইহাদিগকে সমুদ্রযুদ্ধে পরাজিত করিয়া সফলকাম হন। প্রায় সমুদায় উত্তরামেরিকা এক্ষণে ইংলণ্ডের হস্তগত হয়। মান্দ্রাজে অনেক বৎসর যুদ্ধ করিয়া ইংরাজেরা অবশেষে ১৭৬১ খৃষ্টাব্দে ফরাসিদিগকে পরাভূত করেন। মান্দ্রাজ হইতে ফরাসিরা দূরীকৃত হইলে পর দেশীয়রাজাদিগকে পরাজিত করিতে ইংরাজদিগের অধিক আয়াস পাইতে হয় নাই। ইংরাজেরা অনতিবিলম্বেই মান্দ্রাজে সর্ব্বেশ্বর হইয়া উঠিলেন। ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে ক্লাইব পলাশির যুদ্ধে জয় লাভ করেন, এবং ইহার পর ইংরাজেরা বাঙ্গালা ও বিহারের প্রকৃত অধীশ্বর হন। আজও পর্য্যন্ত নবাবউপাধিবিশিষ্ট এক জন মুসলমান মুর্শিদাবাদে রহিয়াছেন। এই সাপ্তবার্ষিক যুদ্ধে (১৭৫৫—১৭৬২ খৃষ্টাব্দ) ইংলণ্ডের ক্ষমতা অত্যন্ত বৃদ্ধি হয়। এই যুদ্ধে সপ্রমাণ হয় যে ইউরোপের অনেকগুলি রাজ্য একত্রিত হইলেও ইংলণ্ড তাহাদের উপর জয় লাভ করিতে সক্ষম। এই রূপে ইউরোপের বল-সাম্য নষ্ট হইয়াছিল। ১৭৬২ খৃষ্টাব্দে যখন সন্ধি সংস্থাপিত হয় পিট্ সন্তুষ্ট হইলেন না। তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে তিনি আরও অধিক জয় লাভ করিতে পারিবেন, সুতরাং যুদ্ধে বিরত হইতে তাঁহার অণুমাত্র ইচ্ছা ছিল না। ইহার পর কোন জাতিই ইংরাজ-দিগের সহিত সমুদ্রযুদ্ধে সম্মুখীন হইতে পারেন নাই। এখন যদি সমস্ত জগৎ একত্রিত হয় তাহা হইলেও ইংরাজদিগকে সমুদ্রযুদ্ধে পরাজিত করিতে পারিবে না——ইংলণ্ড-দ্বীপের ও তাহার বিদেশীয় অধিকার সকলের অনিষ্ট সাধনে সমর্থ হইবে না।

স্বদেশানুরাগ পরমধর্ম্ম। যে ব্যক্তি আপনার, আপনার আত্মীয়স্বজনের, বা আপনার গ্রামের চিন্তায় কেবল ব্যস্ত, এবং যিনি জগতের অন্যান্য দেশ বা লোকের বিষয় কিছুই চিন্তা করেন না, তিনি কখনই মহৎ ও সৎ হইতে পারেন না। তাঁহার মন ও হৃদয় উভয়ই সঙ্কীর্ণ। সুতরাং যাঁহারা কেবল নিজপরিচিতদিগের ধন ও সুখ ইচ্ছা না করিয়া অপরিচিতদিগেরও ধন ও সুখ ইচ্ছা করেন তাঁহারা ধর্ম্মবিষয়ে সমধিক উন্নত।

উইলিয়ম্ পিটের ন্যায় স্বদেশানুরাগীব্যক্তিরা আপনাদের ধন ও যশঃ অভিলাষ না করিয়া দেশের শ্রীবৃদ্ধি সাধনে যত্নবান হন। কিন্তু ইহা করিলেও পর্য্যাপ্ত হয় না। অন্যান্য দেশ জয় করিয়া আপনাদের দেশকে সমৃদ্ধিশালী করিতে ইচ্ছা করা উচিত নহে; যে সকল উন্নতি দ্বারা পৃথিবীর সকল লোকই ধনী ও সুখী হইতে পারে তাহারই অভিলাষ করা এবং তাহারই লাভে সচেষ্ট হওয়া কর্ত্তব্য। সর্ব্বাপেক্ষা

স্বজাতিকে প্রীতি করা অন্যায় নহে, বরং ইহা যুক্তিসঙ্গত; কিন্তু অন্যান্য জাতিকে নষ্ট বা দরিদ্র করিয়া স্বজাতিকে ধনশালী করিতে ইচ্ছা করা নিতান্ত অন্যায়। উইলিয়ম্ পিট্ যে এই সকল দেশ জয় করিয়াছিলেন তাহা শুদ্ধ ইংরাজদের নয় অপরাপর জাতিরও বিশেষ মঙ্গলের জন্য হইয়াছিল, কারণ ইংরাজজাতি অপরাপর ইউরোপীয়জাতি অপেক্ষা অনেক পূর্ব্বে স্বাধীনতালাভে সমর্থ হন, এবং যে সকল দেশ তাঁহারা জয় করিয়াছেন সেই সকল দেশ তত্রস্থ অধিবাসীদিগের হিতার্থেই শাসন করিতেছেন।

---

## পঞ্চবিংশ অধ্যায়।

### আমেরিকার স্বাধীনতা-সমর।

১৭৬০ খৃষ্টাব্দে তৃতীয় জর্জ্জ ইংলণ্ডের রাজা হইলেন। ইনি প্রথম জর্জ্জের প্রপৌত্র। ইংরাজেরা প্রথম জর্জ্জকে হানোবার হইতে আনয়ন করেন। পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে ইংলণ্ডের রাজা হইতে প্রথম জর্জ্জের একান্ত অভিলাষ ছিল। এই অভিলাষ চরিতার্থ করিবার জন্য করনির্দ্ধারণ ও রাজস্বনিয়োগের ক্ষমতা জাতি-সাধারণ-সভার হস্তে অর্পণ করিতে অনিচ্ছুক হইলেন না। এইরূপে রাজার ক্ষমতা হ্রাস হয় এবং দেশশাসনসম্বন্ধে জাতি-সাধারণ-সভার ক্ষমতাই প্রবল হইয়া উঠে। তৃতীয় জর্জ্জ সিংহাসনারূঢ় হইয়া স্বীয় ক্ষমতাবর্দ্ধনে কৃতসংকল্প হইলেন। তিনি দেখিলেন যে মন্ত্রী অনুপযুক্ত হইলে তাঁহার হস্তে অধিক ক্ষমতা থাকিবে; সুতরাং তিনি সুনিপুণ মন্ত্রী সকল নিযুক্ত করিতে ভালবাসিতেন না। স্বীয় ক্ষমতাবৃদ্ধি করিবার জন্য দেশের গৌরব লাঘব করিতেও তিনি প্রস্তুত ছিলেন। জর্জ্জ উইলিয়ম্ পিট্‌কে মন্ত্রীত্বপদ হইতে অপসারিত করিলেন। যে সকল ব্যক্তি স্বীয় কর্ত্তব্যবুদ্ধি অনুসারে কার্য্য না করিয়া তাঁহার ইচ্ছামত কার্য্য করিত তাহাদিগকেই তিনি মন্ত্রীত্বপদে নিযুক্ত করিতেন। ফল এই হইল যে, উইলিয়ম্ পিটের মন্ত্রীত্বকালে ইংলণ্ড যে জয়পরম্পরা লাভ করিতেছিল তাহার অবসান হইল।

ইহা অপেক্ষা আরও একটী গুরুতর অনিষ্ট সংঘটিত হইল। তৃতীয় জর্জ্জ ও তাঁহার অধীনস্থ আমেরিকার ইংরাজ উপনিবেশ সকলের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হইল। আমেরিকার এই সকল উপনিবেশবাসীরা সকলেই ইংরাজবংশীয় ছিল। কিন্তু তাহারা ইংলণ্ডের জাতি-সাধারণ-সভায় প্রতিনিধি প্রেরণ করিত না, এবং অদ্যাপিও কোন ইংরাজ উপনিবেশ হইতে জাতি-সাধারণ-সভায় প্রতিনিধি প্রেরিত হয় না। তত্রাচ আমেরিকাস্থ উপনিবেশ সকলে কি ২ কর আদায় হইবে

তাহা জাতি-সাধারণ-সভা হইতেই নির্দ্ধারিত হইত। আমেরিকার ঔপনিবেশিকেরা এক্ষণে বলিল যে প্রথম চার্লসের শিরশ্ছেদনে স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, কোন স্বাধীন ইংরাজকে তাঁহার অনভিমতিতে কর প্রদান করিতে হইবে না; অর্থাৎ প্রজাপ্রতিনিধিগণের মত না লইয়া ইংরাজজাতির উপর কর সংস্থাপন করা অবৈধ কার্য্য।

এবিষয়ের বন্দোবস্ত করা নিতান্ত সহজ ছিল না। পৃথিবীর চতুর্দ্দিকেই ইংরাজ উপনিবেশ সকল সংস্থাপিত হইয়াছে, সুতরাং ইংলণ্ডের জাতি-সাধারণ-সভায় প্রতিনিধি প্রেরণ করা সকলের পক্ষে সহজ নহে। কিন্তু আমেরিকার অসন্তুষ্ট ঔপনিবেশিকদিগের সহিত কোন বন্দোবস্তই না করিয়া নির্ব্বোধ তৃতীয় জর্জ্জ ও তাঁহার দুরাচার মন্ত্রীগণ (কেননা তাঁহারা বিলক্ষণ জানিতেন যে তাঁহারা ন্যায়ানুগত কার্য্য করিতেছেন না) স্থির করিলেন যে ঔপনিবেশিকদিগকে জাতি-সাধারণ-সভায় প্রতিনিধি প্রেরণ করিতে না দিয়া বলপূর্ব্বক তাহাদের নিকট হইতে কর সংগৃহীত হইবে। তদনন্তর ঔপনিবেশিকেরা অস্ত্রধারণ করিতে বাধ্য হইল। এইরূপে আমেরিকার স্বাধীনতা-সমর আরম্ভ হয়। তৃতীয় জর্জ্জ যদি পিটের কথা শুনিতেন তাহা হইলে এরূপ কিছুই ঘটিত না।

আমেরিকার স্বাধীনতা-সমর ১৭৭৬ হইতে ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত স্থায়ী হইয়াছিল। এই যুদ্ধে ইংরাজেরা স্বজাতির বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করেন, সুতরাং এরূপ অনিষ্টকর সমরে তাঁহারা আর কখনই প্রবৃত্ত হন নাই। ঔপনিবেশিকদিগকে দমন করিবার অভিলাষে জর্জ্জ আট্‌লাণ্টিক মহাসাগরের পারে রণতরী ও সৈন্য সকল প্রেরণ করেন; কিন্তু ঔপনিবেশিকেরা ইংরাজবংশীয়, সুতরাং বল ও সাহস সম্বন্ধে তাহারা জর্জ্জের সৈন্যগণ অপেক্ষা ন্যূন ছিল না। তাহাদের আরও একটী সুবিধা ছিল —— তাহারা স্বদেশেই যুদ্ধ করিতেছিল, সুতরাং তাহাদের রণসজ্জাসকল সমুদ্র পার করিয়া আনিতে হয় নাই। ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে এই যুদ্ধের পর্য্যবসান হয়। জর্জ্জ সম্পূর্ণরূপে পরাজিত হন ও তাঁহার সৈন্যসকল আমেরিকা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হয়। আমেরিকার ইংরাজ ঔপনিবেশিকেরা আপনাদের দেশকে রাজ্যশাসনসম্বন্ধে ইংলণ্ড হইতে সম্পূর্ণ স্বাধীন ও স্বতন্ত্র করিল এবং তাহার নাম ইউনাইটেড্ ষ্টেট্‌স্ রাখিল। ইংরাজদিগের ইহা অপেক্ষা আর অধিক দুর্ঘটনা কখনই হয় নাই। ইহা দ্বারা ইংলণ্ড ও আমেরিকার ইংরাজেরা স্বতন্ত্র জাতি হইয়া যায়। যদিও ইহারা একবংশ হইতে সমুদ্ভূত এবং যদিও ইহাদের ভাষাও এক তত্রাচ ইহারা পরস্পর যুদ্ধ করিতে নিবৃত্ত হয় নাই। বর্ত্তমান সময়ে ইউনাইটেড্-ষ্টেট্‌সের জনসংখ্যা ইংলণ্ডের জনসংখ্যা অপেক্ষা অধিক। এই ইংরাজজাতিদ্বয় পরস্পরকে ভ্রাতৃভাবে সাহায্য করে না, বরং পরস্পরের হিংসা করিয়া থাকে। একের কোন বিপদ্

উপস্থিত হইলে অপরের সাহায্য করা দূরে থাকুক কখন২ আনন্দও প্রকাশ করে। ইংরাজজাতি এইরূপে বিভক্ত হওয়াতে উভয় পক্ষেরই অনিষ্ট হইয়াছে। এইরূপ পৃথক্ হইবার পর ইংলণ্ডবাসীরা আমেরিকার অধিবাসীদিগের সাহায্য ব্যতিরেকে একটী মহাযুদ্ধে জয় লাভ করিয়াছে বটে, কিন্তু তাহাদের আনুকূল্য প্রাপ্ত হইলে ইংলণ্ড যে আরও সহজে জয় লাভ করিতে পারিত তাহার আর সন্দেহ নাই।

---

## ষড়বিংশ অধ্যায়।

### ফরাসি-বিপ্লব।

আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে বর্ত্তমান-যুগের প্রারম্ভে ফ্রান্সের রাজা যথেচ্ছাচারী হইয়া উঠেন। ইনি যুগপৎ সম্ভ্রান্তদিগের ক্ষমতা নাশ এবং সাধারণপ্রজাবর্গের স্বাধীনতা লোপ করেন। প্রজাদিগের প্রতিনিধিগণ সাধারণ-সভায় মিলিত হইয়া শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে পারিত না। রাজা প্রজাদিগের উপর স্বেচ্ছামত কর ধার্য্য করিতেন, এবং স্বেচ্ছানুসারেই সমুদায় রাজস্ব ব্যয় করিতেন; প্রজাদিগের আপত্তি করিবার অধিকার ছিল না। ফ্রান্সের যথেচ্ছাচারী নরপতিগণ অনেক অন্যায় কর আদায় করিয়া প্রজাদিগের উপর অত্যাচার করিতেন; ঋণ করিয়াও তাঁহারা বিস্তর অর্থ সংগ্রহ করিতেন। কিন্তু এই সমুদায় অর্থ অপব্যয়ে নষ্ট হইত। প্রাসাদ নির্ম্মাণ এবং আমোদ ও দুষ্কর্ম্মের অনুষ্ঠানে অনেক অর্থ ব্যয়িত হইত। গৌরববৃদ্ধিমানসে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াও রাজারা বিস্তর অর্থ নষ্ট করিয়া ফেলিতেন। এই সকল যুদ্ধে প্রজাদিগের কোন উপকারই হইত না।

মধ্য-যুগ হইতে ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ফ্রান্সের এইরূপ অবস্থা ছিল। কিন্তু এই সুদীর্ঘকালের শেষভাগে ফরাসিরা অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিল। তাহারা দেখিল যে স্বাধীন ইংরাজজাতি তাহাদের নিকট হইতে আমেরিকা ও ভারতবর্ষ জয় করিয়া লইয়াছে, এবং ক্রমশঃই পরাক্রান্ত ও ধনশালী হইয়া উঠিতেছে; কিন্তু তাহাদের রাজা দিন২ ঋণগ্রস্ত ও বিপন্ন হইয়া পড়িতেছেন। অবশেষে ফরাসিরা বিদ্রোহাচরণ আরম্ভ করিয়া ১৭৯২ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্সাধিপের শিরশ্ছেদন করিল। ইহাকেই ফরাসি-বিপ্লব বলে। ইংরাজেরা ১৬৪৯ খৃষ্টাব্দে তাহাদের রাজার শিরশ্ছেদন করিয়াছিল বটে, কিন্তু ফরাসি-বিপ্লবের সহিত ইংলণ্ডের রাজ্য-বিপ্লবের কোন সাদৃশ্য নাই। ইংলণ্ডীয়-বিপ্লবে জাতি-সাধারণ-সভা এবং রাজার মধ্যে অনেক যুদ্ধ হইয়াছিল বটে, কিন্তু ইংরাজেরা বন্দী এবং স্ত্রীলোকদিগকে বধ করে নাই। ইহার ১৪০ বৎসর পরে ফরাসি-বিপ্লবের সমাবর্ত্তন হয়। সেইসময়ে পৃথিবীর লোক পূর্ব্বাপেক্ষা অনেকাংশে

সুসভ্য হইয়াছিল, কিন্তু এই উন্নতি সত্ত্বেও করাসিরা বন্দী, স্ত্রীলোক —— এমন কি বালকবালিকা পর্য্যন্ত —— বধ করিয়াছিল। নিকটবর্ত্তী জাতিগণ ফরাসিদের ভীষণ নিষ্ঠুরাচরণে ভীত হইয়া ফ্রান্স আক্রমণপূর্ব্বক ফরাসি-বিপ্লবের নিবৃত্তিসাধনে কৃতসঙ্কল্প হইল। কিন্তু ফরাসি-বিপ্লবের নিষ্ঠুর নায়কেরা সুনিপুণ সেনানী সকল নিযুক্ত করিয়া বিদেশীয় সৈন্যগণকে পরাজিত করিলেন, সুতরাং ফরাসি-বিপ্লবের স্রোতঃ রুদ্ধ হইল না।

নিকটবর্ত্তী রাজাদিগের মধ্যে প্রায় সকলেই যথেচ্ছাচারী ছিলেন। তাঁহারা স্ব ২ প্রজাদিগের প্রতিনিধিগণকে সাধারণ-সভায় সম্মিলিত হইতে দিতেন না; প্রজা-বর্গের নিকট হইতে স্বেচ্ছামত কর আদায় করিতেন। তাঁহাদের কোন মতেই ইচ্ছা ছিল না যে প্রজারা স্বাধীন হয়। এই নরপতিগণ ফরাসি-বিপ্লবের কেবল নিষ্ঠুরা-চরণ দেখিয়াই তৎপ্রতিরোধে চেষ্টান্বিত হন নাই; তাঁহারা দেখিলেন যে ফরাসিরা স্বাধীন হইলে তাঁহাদের প্রজারাও স্বাধীন হইতে ইচ্ছা করিবে। এই আশঙ্কাপরবশ হইয়া তাঁহারা ফরাসিদিগের ইচ্ছার বিরুদ্ধে ফ্রান্সে এক যথেচ্ছাচারী নরপতি প্রতিষ্ঠাপিত করিতে সঙ্কল্প করিলেন।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে তাঁহারা কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। ফরাসি-বিপ্লবের নায়কেরা এক্ষণে সকল রাজাদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। তাঁহারা প্রচার করিয়া দিলেন যে সকল দেশের প্রজাদিগকেই তাঁহারা স্বাধীন করিতে চেষ্টা করিবেন। এইরূপে চতুর্দ্দিকে সমরানল প্রজ্বলিত হইল। এই সকল সমরকে ফরাসি-বিপ্লবের যুদ্ধ বলে। এই সকল যুদ্ধের সময় ফরাসিদিগের পক্ষে অনেক সুনিপুণ সেনানী দৃষ্ট হয়। নেপোলিয়ন্ বোনাপার্ট ইঁহাদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বিখ্যাত। অসীম সাহস ও কৌশল সহকারে যুদ্ধে নিরন্তর জয় লাভ করিয়া নেপোলিয়ন্ যশস্বী ও ক্ষমতাশালী হইয়া উঠিলেন। ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে তিনি সমুদায় ফ্রান্সে আধিপত্য স্থাপন করিলেন, এবং অবশেষে ১৮০৪ খৃষ্টাব্দে সম্রাট্পদে অভিষিক্ত হইলেন। ইঁহাকে ১ম নেপোলিয়ন্ বা মহান্ নেপোলিয়ন্ বলে। পূর্ব্বে ফরাসি রাজারা যেরূপ যদৃচ্ছশাসন করিতেন নেপোলিয়ন্ও সেইরূপ করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি প্রজাদিগকে কখনই স্বাধীনতা বা ক্ষমতা প্রদান করেন নাই। নেপোলিয়ন্ যাবজ্জীবন ইংলণ্ডের পরম শত্রু ছিলেন, এবং ইংলণ্ডের সহিত যুদ্ধ করিতে কখনই বিরত হন নাই। ইংলণ্ডকে উচ্ছিন্ন করিতে তাঁহার বিশেষ চেষ্টা ছিল। তিনি দেখিলেন যে যতদিন আমেরিকা এবং ভারতবর্ষের বিশাল সাম্রাজ্য ইংরাজদিগের হস্তে থাকিবে ততদিন তাহাদিগকে পরাজয় করা দুষ্কর। সুতরাং সম্রাট্পদে অভিষিক্ত হইবার পূর্ব্বেই তিনি মিসর আক্রমণ করেন। মিসর জয় করিয়া ভারতবর্ষ আক্রমণ করিবেন ইহাই তাঁহার অভিলাষ ছিল। কিন্তু ইংরাজেরা ইংলণ্ড ও ভারতবর্ষ হইতে

মিসর দেশে সৈন্য প্রেরণ করিলেন, (কতকগুলি হিন্দু সৈন্যদল এই সময়ে ভারতবর্ষ হইতে মিসর দেশে আইসে) সুতরাং নেপোলিয়ন্ মিসর দেশ জয় করিতে সমর্থ হইলেন না, এবং অবশেষে তথা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বাধ্য হইলেন। ১৮০৪ খৃষ্টাব্দে যখন নেপোলিয়ন্ সম্রাট্পদে অভিষিক্ত হন তখন ফ্রান্সের চতুষ্পার্শ্বস্থ প্রায় সকল দেশই তাঁহার পদানত হইয়াছিল। কোন ২ দেশকে তিনি স্বীয় সাম্রাজ্য-ভুক্ত করেন এবং অপর গুলিকে ফ্রান্সের অধীনরাজ্যস্বরূপ করিয়া রাখেন। তদনন্তর অন্যত্র শান্তি সংস্থাপন করিয়া নেপোলিয়ন্ ইংলণ্ডের সহিত ঘোরতর সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু ইংরাজেরা সমুদ্রে দুর্জ্জেয়; সুতরাং তিনি ইংলণ্ড, ভারতবর্ষ বা ইংরাজাধিকৃত অন্য কোন দেশ আক্রমণ করিতে পারিলেন না। অবশেষে নেপোলিয়ন্ যুক্তি করিলেন যে ইংলণ্ডের রণতরীকে কৌশলপূর্ব্বক পৃথিবীর কোন দূরপ্রদেশে লইয়া গিয়া সসৈন্যে ইংলণ্ড আক্রমণ করিবেন। কিন্তু তাঁহার এযুক্তিও বিফল হইল।

ওদিকে ইংরাজেরা পৃথিবীর সর্ব্বত্রই ফ্রান্সাধিকৃত দেশ ও ফরাসি উপনিবেশ সকল জয় করিলেন, এবং উৎকোচপ্রদানপূর্ব্বক নেপোলিয়নের অধীন রাজাদিগকে তাঁহার বিরুদ্ধে বিদ্রোহাচরণ করিতে উত্তেজিত করিতে লাগিলেন। কিন্তু ১৮০৫ হইতে ১৮১১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ইংরাজদিগের এই সকল যুক্তি বিফল হইল। প্রতি যুদ্ধের পর নেপোলিয়নের ক্ষমতা পূর্ব্বাপেক্ষা বৃদ্ধি হইতে লাগিল, এবং ১৮১১ খৃষ্টাব্দে রুসিয়া ও তুরুষ্ক ব্যতীত সমস্ত ইউরোপ তাঁহার পদানত হইল। নেপোলিয়ন্ এবং রুসিয়ার সম্রাট্ পরস্পর সন্ধি স্থাপন করিয়া সঙ্কল্প করিলেন যে সমস্ত পৃথিবী তাঁহারা বিভাগ করিয়া লইবেন। নেপোলিয়ন্ দেখিলেন যে সমস্ত ইউরোপ তাঁহার পদানত হইয়াছে এবং তিনি ইচ্ছা করিলে ইউরোপের সমস্ত রাজাদিগকে ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রায় সমবেত করিতে পারেন, সুতরাং ইংলণ্ড যে অতি সত্বরই তাঁহার হস্তগত হইবে তাহার আর সন্দেহ করিলেন না। কিন্তু যদিও ইংলণ্ডের মিত্ররাজগণ পরাজিত হইতে লাগিলেন, ইংরাজেরা যুদ্ধ করিতে বিরত হইল না।

---

## সপ্তবিংশ অধ্যায়।

### প্রথম নেপোলিয়নের পতন।

অল্পদিনের মধ্যেই নেপোলিয়ন্ ও তাঁহার নূতন মিত্র রুসিয়ার সম্রাটের মধ্যে বিবাদ উপস্থিত হইল। নেপোলিয়ন্ রুসিয়া জয় করিতে সঙ্কল্প করিলেন। ১৮১২ খৃষ্টাব্দে ছয় লক্ষ সৈন্য লইয়া তিনি রুসিয়া আক্রমণ করেন। অনেক যুদ্ধে

জয় লাভ করিয়া অবশেষে তিনি রাজধানী অধিকার করিলেন। কিন্তু রুসিয়া হিমপ্রধান দেশ, সুতরাং শীতকালের প্রারম্ভে তুষার পড়িতে আরম্ভ হইলে করাসিরা রুসিয়া পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইল। রুসিয়ার ভয়ানক শীতে নেপোলিয়নের অনেক সৈন্য বিনষ্ট হয়; রুসিয়া হইতে কেবল ৫০ সহস্র সৈন্য প্রাণে২ ফিরিয়া আইসে। এই সময় হইতে নেপোলিয়নের পতন আরম্ভ হয়। কিন্তু তিনি সহজেই পরাজিত হইলেন না, তাঁহাকে বশীভূত করিতে আরও অনেক বৎসর যুদ্ধ করিতে হইয়াছিল।

১৮০৮ খৃষ্টাব্দে নেপোলিয়নের সেনার বিরুদ্ধে ইংরাজেরা স্পেনে সৈন্য প্রেরণ করিলেন। স্পেন উপদ্বীপে এই যুদ্ধের সমাবর্ত্তন হয় বলিয়া ইহাকে ঔপদ্বীপিক-যুদ্ধ বলে। ছয় বৎসর পর্য্যন্ত অনবরত যুদ্ধ হইয়াছিল; ইংরাজেরা অনেকগুলি যুদ্ধে জয় লাভ করেন। এই যুদ্ধে অনেকগুলি নগরেরও অবরোধ হয়। ইংরাজদিগের সেনাপতি লর্ড ওয়েলিংটন্ অবশেষে করাসিসৈন্যদিগকে স্পেন হইতে দূরীকৃত করিয়া ফ্রান্সের দক্ষিণ-পশ্চিম প্রদেশ আক্রমণ করিলেন। এই সময়ে রুসীয় এবং জার্ম্মণেরা পূর্ব্বদিক্ হইতে ফ্রান্স আক্রমণ করিতেছিল। নেপোলিয়ন্ এইরূপে চতুর্দ্দিক্ হইতে আক্রান্ত হইয়া সম্রাট্পদ পরিত্যাগপূর্ব্বক ভূমধ্যসাগরস্থ এল্‌বা নামক ক্ষুদ্রদ্বীপে বাস করিতে স্বীকার করিলেন। তদনন্তর রুসীয় এবং ইংরাজেরা ফ্রান্স পরিত্যাগপূর্ব্বক স্ব২ দেশে প্রত্যাবৃত্ত হইল। করাসিরা আপনাদের দেশে পুনর্ব্বার এক জন রাজা প্রতিষ্ঠাপিত করিল।

কিন্তু পর বৎসরেই (১৮১৫ খৃষ্টাব্দে) নেপোলিয়ন্ স্বীয় প্রতিজ্ঞাভঙ্গ করিয়া এল্‌বা দ্বীপ পরিত্যাগপূর্ব্বক ফ্রান্সে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। করাসিরা তাহাদের নূতন রাজাকে দূরীভূত করিয়া নেপোলিয়ন্‌কে পুনর্ব্বার সম্রাট্ বলিয়া স্বীকার করিল। ইহা শুনিয়া ইংরাজেরা লর্ড ওয়েলিংটন্‌কে সেনাপতিত্বে নিযুক্ত করিয়া অবিলম্বে ইউরোপে সৈন্য প্রেরণ করিলেন। নেপোলিয়ন্ যুদ্ধপ্রতিদানমানসে শীঘ্রই ফ্রান্স হইতে বহির্গত হইলেন। বেলজিয়ম্ দেশস্থ ওয়াটার্লু গ্রামে নেপোলিয়নের সহিত ইংরাজদিগের যুদ্ধ হয়। এই প্রসিদ্ধ সংগ্রামকে ওয়াটার্লুর যুদ্ধ বলে। এই যুদ্ধে ইংরাজেরা সম্পূর্ণ জয়ী হইলেন। ইংরাজ ও জার্ম্মণ সৈন্য অবিলম্বে ফ্রান্সে প্রবেশ করিয়া পারিস্ নগর অধিকার করিল। সম্রাট্ নেপোলিয়ন্ পলায়নপূর্ব্বক জাহাজ আরোহণ করিয়া দেশ পরিত্যাগ করিতে চেষ্টা করিলেন। কিন্তু সমুদ্রপথ ইংরাজদিগের কর্ত্তৃক সুরক্ষিত ছিল; সুতরাং নেপোলিয়ন্‌কে তাঁহাদের হস্তে বন্দী হইতে হইল। নেপোলিয়ন্ প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়া এল্‌বা পরিত্যাগ করিয়াছিলেন বলিয়া, ইংরাজেরা তাঁহাকে আট্‌লাণ্টিকমহাসাগরমধ্যস্থ সেণ্ট্ হেলেনা নামক পর্ব্বতময় দ্বীপে প্রেরণ করিলেন। সেণ্ট্ হেলেনা আন্দামান-

দ্বীপ হইতে অনেকাংশে নিকৃষ্ট। নেপোলিয়ন্ মৃত্যুপর্য্যন্ত এই দ্বীপে বন্দীরূপে আবদ্ধ ছিলেন। ইংলণ্ডের চিরশত্রু মহান্ নেপোলিয়নের ঈদৃশ পরিণামে এই মহাযুদ্ধের পর্য্যবসান হইল। ইংরাজেরা এই যুদ্ধকে মহা করাসি যুদ্ধ বলেন।

---

## অষ্টাবিংশ অধ্যায়।

### বিয়ানার সাধারণ-শান্তি।

১৮১৫ খৃষ্টাব্দে নেপোলিয়ন্ বন্দী হইলে পর ইউরোপের অন্যান্য জাতিরা বিয়ানার মহাসভায় সম্মিলিত হইয়া সাধারণ-শান্তি সংস্থাপন করিবার উদ্যোগ করিলেন। কিন্তু সকল বিষয় স্থির হইতে অনেক দিন লাগিয়াছিল, কারণ নেপোলিয়ন্ রুসিয়া এবং তুরুষ্ক ব্যতীত ইউরোপের সকল দেশ জয় করিয়া দেশের সীমা-চিহ্নগুলি লোপ করিয়াছিলেন, সুতরাং এক্ষণে ঐ সকল সীমা নির্ণয় করা মহাসভার পক্ষে দুষ্কর হইয়া উঠিল। এই সাধারণ-শান্তি ইউরোপে ৪০ বৎসরের অধিক স্থায়ী হয়; এবং এই মহাসভায় দেশসমূহের যে সকল সীমা নির্দ্দিষ্ট হয় তাহা গত দশ বা পনর বৎসরের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত পরিবর্ত্তিত হয় নাই। এই মহাসভায় নিম্নলিখিত বিষয়গুলি স্থিরীকৃত হয়:—

১ম। করাসি-বিপ্লবের পূর্ব্বে ফ্রান্সের যে আয়তন ছিল প্রায় তাহাই রহিল। ফ্রান্সের বর্ত্তমান মানচিত্রে তাহার কিছু পরিবর্ত্তন দৃষ্ট হয় না। প্রাচীনরাজবংশ-সম্ভূত এক ব্যক্তি পুনর্ব্বার রাজপদে অভিষিক্ত হইলেন। হানোবারের রাজা জর্জ্জ যে নিয়মে ইংলণ্ডের সিংহাসন প্রাপ্ত হন, ইঁহাকেও প্রায় সেই সকল নিয়ম স্বীকার করিতে হইল; অর্থাৎ তিনি সাধারণ-সভায় সমবেত প্রজা-প্রতিনিধিগণের মত না লইয়া কর নির্দ্ধারণ ও রাজস্ব ব্যয় করিতে পারিবেন না। বস্তুতঃ ফরাসিরা ইংরাজদিগের শাসনপ্রণালী অনেকটা অনুকরণ করিতে চেষ্টা করিলেন।

২য়। ফরাসি-বিপ্লবের পূর্ব্বে জার্ম্মানির যে অবস্থা ছিল তাহাই রহিল; অর্থাৎ অষ্ট্রিয়া ও প্রুসিয়া এই দুই বৃহৎ রাজ্য এবং আরও কতকগুলি ক্ষুদ্র ২ রাজ্য ইহার অন্তর্ভুক্ত হইল। ইতালির প্রায় অর্দ্ধেক অষ্ট্রিয়ার হস্তে সমর্পিত হইল; কিন্তু প্রুসিয়ার আয়তনের কিছুই পরিবর্ত্তন হইল না।

৩য়। ফরাসি-বিপ্লবের পূর্ব্বে ইতালির যে অবস্থা ছিল তাহার প্রায় কিছুই পরিবর্ত্তন হইল না; অর্থাৎ এই দেশটী কতিপয় ক্ষুদ্র ২ রাজ্যে বিভক্ত রহিল, এবং ইহাদের অর্দ্ধেকগুলি অষ্ট্রিয়ার অধীন হইল।

৪র্থ। ইংরাজেরা এই যুদ্ধে অনেকগুলি দ্বীপ ও উপনিবেশ জয় করিয়াছিলেন; কিন্তু শান্তি সংস্থাপিত হইলে পর তাঁহারা স্বেচ্ছায় এই সকল স্থান পূর্ব্বতন

অধিকারীদিগের হস্তে প্রত্যর্পণ করেন। নেপোলিয়ন্ ওলন্দাজদিগের রাজ্য এবং উহার সহিত তাহাদের উপনিবেশ যবদ্বীপ স্বীয় সাম্রাজ্য-ভুক্ত করেন। তদনন্তর তিনি যবদ্বীপে একজন সেনাপতি নিযুক্ত করিয়া পাঠান। ইঁহার নিকট হইতে ইংরাজেরা যবদ্বীপ জয় করিয়া লন; সুতরাং শান্তি সংস্থাপিত হইলে তাঁহারা উক্ত দ্বীপ ওলন্দাজদিগকেই প্রত্যর্পণ করিলেন। এইরূপে ইংরাজেরা মাদিরাদ্বীপ পর্ত্তুগীজদিগকে এবং সিসিলিদ্বীপ ইতালীয়দিগকে প্রত্যর্পণ করিলেন। বূর্ব্বনদ্বীপও তাঁহারা ফরাসিদিগকে পুনঃপ্রদান করিলেন; কেননা তাঁহারা দেখিলেন যে তাঁহারা নেপোলিয়নের বিরুদ্ধেই বাস্তবিক যুদ্ধ করিতেছিলেন; কিন্তু যখন ফরাসিরা আপনাদের দেশে রাজা এবং জাতি-সাধারণ-সভা প্রতিষ্ঠাপিত করিল তখন তাহাদিগের সহিত কোন বিবাদের কারণ রহিল না।

যুদ্ধাবসানে সাধারণ-শান্তি সংস্থাপিত হইলে পর ইংরাজেরা এই সকল দ্বীপ ও অন্যান্য ক্ষুদ্র স্থানগুলি প্রত্যর্পণ করিলেন বটে, কিন্তু উত্তরামেরিকা, দক্ষিণ-আফ্রিকা, ভারতবর্ষ, অষ্ট্রেলিয়া এই সমৃদ্ধ উপনিবেশগুলি তাঁহারা আপনাদের অধিকারে রাখিলেন। স্পেনীয় ও পর্ত্তুগীজদিগের দক্ষিণামেরিকার উপনিবেশগুলি সুবিস্তৃত হইলেও তাহারা স্পেন ও পর্ত্তুগালের কোন উপকারে আইসে নাই। ইহার প্রধান কারণ এই যে স্পেনীয় ও পর্ত্তুগীজেরা আপনাদিগের উপনিবেশে দেশীয়দিগের সহিত আদান প্রদান করিত; সুতরাং অনতিবিলম্বেই এই সকল দেশ সঙ্করজাতিতে পরিপূর্ণ হইল। এইরূপ সম্পূর্ণবিভিন্নজাতিদ্বয়সম্ভূত সঙ্করজাতিরা কখনই মহত্ত্বলাভ করিতে পারে নাই। কিন্তু ইংলণ্ডীয় উপনিবেশ সকলে ইংরাজেরা দেশীয়দিগের সহিত প্রায় বিবাহাদি করেন না; সেই জন্যই এই সকল উপনিবেশের লোকেরা বিশুদ্ধ ইংরাজই রহিয়াছে—সঙ্করজাতি তথায় দৃষ্ট হয় না।

যখন বিয়ানার মহাসভা সাধারণ-শান্তি সংস্থাপনে প্রবৃত্ত ছিলেন, তখন নেপোলিয়ন্ ইংরাজদিগের কর্ত্তৃক বন্দীকৃত হইয়া সেণ্ট্ হেলেনায় অবরুদ্ধ থাকেন। ইংরাজেরা ঘোরতর সংগ্রাম করিয়া যে সকল দেশ জয় করিয়াছিলেন তাহা ন্যায়ানুসারে তাঁহাদিগেরই প্রাপ্য, কিন্তু তাঁহারা যখন তাহার অধিকাংশই পূর্ব্বতন অধিকারীদিগের হস্তে সমর্পণ করিলেন নেপোলিয়ন্ তাঁহাদিগকে উপহাস করিয়াছিলেন। ইংরাজেরা এই সময়ে আমেরিকার স্পেনীয় ও পর্ত্তুগীজ উপনিবেশসকল অনায়াসে অধিকার করিতে পারিতেন, কিন্তু তাহা করেন নাই। ইহাতে ইংরাজেরা নেপোলিয়নের অধিকতর উপহাসভাজন হইয়াছিলেন। কিন্তু ইংরাজেরা এই সকল দেশ না লইয়া ন্যায়ানুগত কার্য্যই করিয়াছিলেন, এবং তাহাতে তাঁহাদের ক্ষতি না হইয়া বরং লাভ হইয়াছিল।

আমেরিকার স্পেনীয় উপনিবেশ সকল ক্রমে২ মাতৃভূমি হইতে স্বাধীন হইতে

লাগিল; স্পেনীয়েরা এতদূর বলহীন হইয়াছিলেন যে তাহাদিগকে বলপূর্ব্বক অধীনস্থ রাখিতে সমর্থ হইলেন না। এইরূপে পর্ত্তুগীজদিগের বৃহৎ উপনিবেশ ব্রাজিল্ পর্ত্তুগাল হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া একটী স্বতন্ত্র স্বাধীন রাজ্য হইল। আমেরিকাস্থ স্পেনীয় ও পর্ত্তুগীজদিগের উপনিবেশগুলি ইউনাইটেড্ ষ্টেট্সের (অর্থাৎ ইংরাজ উপনিবেশ সকল) ন্যায় বৃহৎ। কিন্তু তত্রত্য অধিবাসীরা মিশ্রজাতি বলিয়া নিতান্ত দরিদ্র, অপ্রসিদ্ধ ও অর্দ্ধাসভ্য। ইউনাইটেড্ ষ্টেট্সের লোকেরা কিন্তু ইংরাজদিগের নীচে সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষমতাশালী, এবং তাহারা পৃথিবীর মধ্যে একটী সুশিক্ষিতজাতি।

ফরাসি-বিপ্লবের পূর্ব্বে ইউরোপীয় রাজ্যসকল যে রূপ সীমাবদ্ধ ছিল বিয়ানার মহাসভা যত দূর পারিয়াছিলেন সাধারণ-শান্তি সংস্থাপনের সময় সেইরূপ রক্ষা করিতে চেষ্টা করেন। এই সভা সাধ্যমত পূর্ব্বতন রাজাদিগের সন্তানসন্ততিগণকে রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করিতে ত্রুটি করেন নাই। কিন্তু তাঁহারা ফরাসি-বিপ্লবের ফল অপনয়ন করিতে পারিলেন না; অর্থাৎ তাঁহারা কোন দেশেই পূর্ব্বতন রাজাদিগের ন্যায় যথেচ্ছাচারী নরপতি প্রতিষ্ঠাপন করিতে সমর্থ হইলেন না। প্রজারা আর এক্ষণে মূকভাবে অত্যাচার সহ্য করিত না, রাজারা যথেচ্ছাচার আরম্ভ করিলেই প্রজারা তাঁহাদিগের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে সিংহাসনচ্যুত করিত। ফ্রান্সপ্রভৃতি কতকগুলি দেশে রাজারা প্রজা-প্রতিনিধিগণকে সাধারণ-সভায় সম্মিলিত হইতে দিতেন। কিন্তু যে সকল দেশে জাতি-সাধারণ-সভা নাই, এবং সমুদায় শাসনকার্য্যের ভার রাজাদিগের হস্তে ন্যস্ত সেইসকল দেশেও রাজারা প্রজাদিগের ইচ্ছার বিরুদ্ধে রাজ্যশাসন করিতে পারেন না। এক্ষণে ইউরোপের কোন রাজাই স্বেচ্ছামত কর আদায় ও সমুদায় রাজস্ব ব্যয় করিতে পারেন না; প্রজাদিগের মত না লইয়া কোন যুদ্ধেও প্রবৃত্ত হইতে পারেন না। অতএব যদিও ফরাসি-বিপ্লব অসংখ্য নিষ্ঠুর ঘটনায় পরিপূর্ণ তথাপি ইহা হইতে একটী মহৎ ফল দৃষ্ট হয় —— ইহা দ্বারা ইউরোপের সকল জাতিরই স্বাধীনতা সমধিক পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে।

---

## ঊনত্রিংশ অধ্যায়।

### দাসত্বপ্রথার তিরোধান।

মধ্য-যুগে ইউরোপের খৃষ্টীয়ান জাতিরা খৃষ্টীয়ান দাস রাখিতেন না বটে, কিন্তু ভিন্নধর্ম্মাবলম্বীদিগকে দাসভাবে গ্রহণ করিতে সঙ্কুচিত হইতেন না। কখন২ কতিপয় নিগ্রোদাস আফ্রিকা হইতে ইউরোপে আনীত হইয়া ধনীব্যক্তিদিগের গৃহে

ভৃত্যকার্য্যে নিযুক্ত হইত। মধ্য-যুগের শেষে যখন স্পেনীয় এবং পর্ত্তুগীজেরা আমেরিকা আবিষ্কার করিয়া তথায় বৃহৎ ২ রাজ্য সকল অধিকার করেন তখন তাঁহারা আমেরিকার বিধর্ম্মী অধিবাসীদিগকে খনি ও আবাদে দাসের ন্যায় বলপূর্ব্বক পরিশ্রম করাইতেন। তাঁহারা এই দাসদিগের প্রতি এতদূর নিষ্ঠুর ব্যবহার করিতেন যে অচিরকালমধ্যেই তাহাদের সংখ্যা হ্রাস হইয়া আসিল। সুতরাং স্পেনীয়দের আবাদে কৃষিকার্য্য এবং সুবর্ণ ও রৌপ্য খনির খননকার্য্যের নিমিত্ত শ্রমোপজীবীর অভাব হইয়া উঠিল। তদনন্তর স্পেনীয়েরা আফ্রিকা হইতে নিগ্রো-দিগকে জাহাজে করিয়া আমেরিকায় আনিতে আরম্ভ করিলেন। এই নিগ্রোরা আমেরিকায় দাসবৎ কার্য্য করিত। স্পেনীয়েরাই সর্ব্বপ্রথমে আফ্রিকার দাসব্যবসায় আরম্ভ করেন। কিন্তু ইহাতে বিলক্ষণ লাভ হয় দেখিয়া অন্যান্য ইউরোপীয় জাতিরাও এই ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হন। ইংরাজেরাও এই জঘন্য ব্যবসায় অবলম্বন করিতে সঙ্কুচিত হন নাই। আফ্রিকার নিগ্রোরা দলে ২ আমেরিকায় এইরূপে দাসভাবে আনীত হইতে লাগিল।

আফ্রিকার দাসব্যবসায়ের ন্যায় নিষ্ঠুর দাসত্বপ্রথা প্রায়ই দৃষ্ট হয় না। গ্রীক এবং রোমকদিগের মধ্যে যে দাসত্বপ্রথা প্রচলিত ছিল তাহা ইহা অপেক্ষা অনেকাংশে শ্রেষ্ঠ। দাসব্যবসায়ীরা আফ্রিকার অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া অকারণে গ্রামসকল আক্রমণ করিত, এবং সুস্থকায় ও বলিষ্ঠ যুবা লোকদিগকে ধৃত করিয়া শৃঙ্খলে বন্ধন-পূর্ব্বক তাহাদিগের বাসস্থান হইতে শত শত ক্রোশ দূরবর্ত্তী সমুদ্রোপকূলে আনয়ন করিত। গ্রাম আক্রমণের সময় অনেক নিরীহ ব্যক্তি হত হইত, এবং সমুদ্রতীরে আসিবার পূর্ব্বে সুদীর্ঘ যাত্রার কষ্ট সহ্য করিতে না পারিয়া অনেক ধৃতব্যক্তিও প্রাণত্যাগ করিত। সমুদ্রোপকূলে আনীত হইলে তাহারা শৃঙ্খলাবদ্ধ অবস্থাতেই জাহাজোপরি উত্তোলিত হইয়া মহাসমুদ্রপারে আমেরিকায় আনীত হইত। সমুদ্রযাত্রায় আরও অনেকগুলি ধৃতব্যক্তি প্রাণত্যাগ করিত। যাহারা আমেরিকায় পহুঁছিত তাহারা বন্ধুবান্ধব হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া অতিদূরদেশে চিরজীবনের জন্য দাসরূপে বিক্রীত হইত। আবার আমেরিকায় এমন কোন বিধি ছিল না যাহাতে দাসেরা প্রভুদিগের নিষ্ঠুর অত্যাচার হইতে রক্ষিত হইতে পারিত। প্রভুরা পিতা মাতার অমতে দাস-শিশুদিগকে বিক্রয় করিতে পারিতেন। এই সকল অসুবিধা সত্ত্বেও আমেরিকায় নিগ্রোদাসদিগের সংখ্যা বৃদ্ধি হইতে লাগিল এবং অবশেষে ইংরাজ, স্পেনীয় এবং পর্ত্তুগীজ উপনিবেশে দাসের সংখ্যা লক্ষ ২ হইয়া উঠিল।

মহাকরাসিযুদ্ধের সময় সমস্ত সমুদ্রপথ ইংরাজদিগের আয়ত্তাধীন ছিল। তাঁহারা আফ্রিকার দাসব্যবসায় উঠাইয়া দিতে সঙ্কল্প করিলেন, অর্থাৎ আফ্রিকা

হইতে নিগ্রোদিগকে আর আমেরিকায় লইয়া যাইতে দিবেন না স্থির করিলেন। যখন ইউরোপে সাধারণ-শান্তি সংস্থাপিত হয় তখন ইংরাজেরা আফ্রিকার দাসব্যবসায় উঠাইয়া দিবার নিমিত্ত ইউরোপের অন্যান্য জাতিদিগের সাহায্য প্রাপ্তির জন্য বিশেষ চেষ্টা করেন। অনেক জাতি সাহায্য দান করিতে স্বীকার করেন। কিন্তু স্পেনীয়, বিশেষতঃ পর্ত্তুগীজেরা, অনেক দিন পর্য্যন্ত স্বীয় ২ প্রতিজ্ঞাপূরণ করেন নাই। যাহাহউক ইংরাজেরা সেই সময় হইতে বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত আপনারাই কেবল দাস ব্যবসায় পরিত্যাগ করিলেন এরূপ নহে, কিন্তু অন্যান্য জাতিদিগকেও এই নিষ্ঠুর ব্যবসায় হইতে বিরত করিবার নিমিত্ত বিশেষ চেষ্টা করিয়াছেন। ইংরাজেরা সতত নিজব্যয়ে কতকগুলি জাহাজ আফ্রিকার পূর্ব্ব এবং পশ্চিম উপকূল রক্ষার্থে নিয়োজিত করিয়া পর্ত্তুগীজ, আরব ও অন্যান্য জাতিগণকে আফ্রিকা হইতে দাস লইয়া যাইতে দেন না। যখন ইংরাজদিগের এই জাহাজসকল কোন জাহাজকে দাস লইয়া যাইতে দেখে তখন তাহারা ঐ জাহাজকে ধৃত করিয়া দাসদিগকে শৃঙ্খলোন্মুক্ত করে। সুবিধা হইলে এই উন্মুক্ত দাসসকল স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করে; কিন্তু যদ্যপি তাহাদিগের দেশ অত্যন্ত দূরবর্ত্তী হয় বা তাহারা প্রত্যাগমন করিতে ইচ্ছা না করে তাহা হইলে ইংরাজেরা তাহাদিগকে আফ্রিকাস্থ লাইবিরিয়া নামক উপনিবেশে প্রেরণ করেন। উন্মুক্ত দাসদিগের বাসস্থান বলিয়া ইহাকে লাইবিরিয়া (স্বাধীনতা-প্রাপ্তদিগের আবাসভূমি) বলে। দাসত্ব ব্যবসায় উঠাইয়া দিবার নিমিত্ত শুদ্ধ এই জাহাজ সকল রাখিয়াই ইংরাজেরা ক্ষান্ত থাকেন এরূপ নহে; এই জঘন্য ব্যবসায়ের নিবারণের জন্য অন্যান্য উপায় অবলম্বন করিতেও ক্রটি করেন না। দাসত্বব্যবসায় যে মহাপাপ তাহা ইংরাজেরা তর্কের দ্বারা বিদেশীয় রাজাদিগকে বুঝাইতে চেষ্টা করেন, এবং বিবিধ প্রলোভন দেখাইয়া দাসত্ব ব্যবসায় উঠাইয়া দিবার নিমিত্ত সন্ধি সংস্থাপন করিতে তাঁহাদিগকে প্রবর্ত্তিত করেন। বিগত ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দে ইংরাজেরা বোম্বাইএর ভূতপূর্ব্ব গবর্ণর সর্ বার্টল ফ্রিয়ারকে জাঞ্জিবারের সুলতানের নিকট প্রেরণ করেন। সুলতান দাসব্যবসায়নিবারণে ইংরাজদিগের সহায়তা করিবেন এই মর্ম্মে তাঁহাকে স্বীকারপত্রে স্বাক্ষর করাইবার নিমিত্ত ফ্রিয়ার জাঞ্জিবরে প্রেরিত হন্।

কিন্তু ১৮০৭ খৃষ্টাব্দে আফ্রিকার দাসব্যবসায় নিবারিত হইলেও আমেরিকায় লক্ষ ২ নিগ্রোদাস রহিল এবং তাহাদিগের সন্তানসন্ততি হইয়া দাসসংখ্যা ক্রমেই বৃদ্ধি হইতে লাগিল; অতএব আমেরিকার অধিকাংশেই (যথা স্পেনীয় ও পর্ত্তুগীজ উপনিবেশ এবং ইউনাইটেড্ ষ্টেট্স) দাসত্বপ্রথা প্রচলিত রহিল। আমেরিকার যে সকল উপনিবেশ ইউনাইটেড্ ষ্টেট্সের সহিত সম্মিলিত না হইয়া ইংলণ্ডের রাজার শাসনের অধীন ছিল সেই সকল উপনিবেশেই কেবল দাসত্বপ্রথা তিরোহিত হইল। কিন্তু ইংলণ্ডাধিকৃত আমেরিকার দ্বীপসকলে অনেক নিগ্রোদাস ছিল। ইংরাজেরা তাঁহা-

দিগের রাজ্য হইতে দাসত্বপ্রথা একবারেই উঠাইয়া দিবেন সঙ্কল্প করিলেন। অবশেষে ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে তাঁহাদের আমেরিকাস্থ দ্বীপ সমূহে যে সকল দাস ছিল তাহাদিগকে দাসপ্রভুদিগের নিকট হইতে ২০ কোটি মুদ্রার বিনিময়ে ক্রয় করিয়া দাসত্ব শৃঙ্খল হইতে উন্মুক্ত করিলেন। এই রূপে দাসত্বপ্রথা ইংরাজদের রাজ্য হইতে একবারে তিরোহিত হইল। ইংরাজেরা আপনাদিগের অর্থে এই দাসগুলিকে ক্রয় করেন। এরূপ উদারতার কার্য্য জগতের ইতিহাসে আর প্রায় দৃষ্ট হয় না।

---

## ত্রিংশ অধ্যায়।

### বাষ্প-যন্ত্র।

১৮১৫ খৃষ্টাব্দে সাধারণ-শান্তি সংস্থাপিত হইলে পর ইউরোপ বিগ্রহশূন্য হইল। ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়া ইংলণ্ডের সিংহাসন অধিরোহণ করিলেন। ১ম জর্জ্জের সময় হইতে ইংলণ্ড ও হানোবার একজন রাজা কর্ত্তৃক শাসিত হইয়া আসিতেছিল। কিন্তু হানোবারের নিয়মানুসারে স্ত্রীলোকে রাজ্য প্রাপ্ত হয় না; সুতরাং যদিও রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়া তাঁহার খুল্লতাত উইলিয়মের নিকটতম উত্তরাধিকারী বলিয়া ইংলণ্ডের সিংহাসন অধিরোহণ করিলেন, হানোবার রাজ্য কিন্তু উইলিয়মের নিকট পুরুষোত্তরাধিকারী প্রাপ্ত হইলেন। এইরূপে হানোবার ইংলণ্ড হইতে বিচ্ছিন্ন হইল। স্ত্রীলোকে রাজ্য পাইবে না এরূপ নিয়ম ইংরাজেরা কখন করেন নাই এবং বোধ হয় কখন করিবেন না। কেননা মহারাজ্ঞী এলিজেবেথের পর ভিক্টোরিয়া অপেক্ষা উত্তম রাজা দৃষ্ট হয় না। ভিক্টোরিয়া ৩৭ বৎসর রাজত্ব করিতেছেন। তাঁহার শাসনকালে রাজ্যের আয়তন, প্রজার সংখ্যা ও ধন যেরূপ বৃদ্ধি পাইয়াছে, এবং যেরূপ নূতন ২ বিজ্ঞান ও শিল্প আবিষ্কৃত হইয়াছে জগতের ইতিহাসে কদাপি এরূপ লক্ষিত হয় না। এই সকল বিষয় সম্প্রতি সংঘটিত হইয়াছে বটে, কিন্তু ইহাদের বৃত্তান্ত অন্য কোন সময়ের ইতিহাস অপেক্ষা শতগুণে চিত্তাকর্ষক।

ইংরাজেরা বাষ্প-যন্ত্র আবিষ্কার করেন। ভিক্টোরিয়ার সিংহাসন আরোহণ করিবার কএক বৎসর পূর্ব্বে ইংলণ্ডে সর্ব্বপ্রথমে বাষ্পীয়পোত ও লৌহবর্ত্ম নির্ম্মিত হয়। কিন্তু তাঁহার শাসন কাল মধ্যেই ইংলণ্ডের সর্ব্বত্রই লৌহবর্ত্ম নির্ম্মিত হইয়াছে —— বলিতে কি এমন কোন গ্রামই নাই যাহার অনতিদূরে কোন একটী রেলওয়ে ষ্টেসন নাই। সমুদ্রে এবং বৃহৎ ২ নদী সকলে বাষ্পীয়তরী যাতায়াত করিতেছে। আমেরিকার ইংরাজেরা অর্থাৎ ইউনাইটেডষ্টেটস্‌বাসীরা ইংলণ্ডের অনুকরণে অনেকগুলি লৌহবর্ত্ম নির্ম্মাণ করিয়াছেন। ইউরোপের অন্যান্য দেশেও লৌহবর্ত্ম

সকল নির্ম্মিত হইয়াছে; কিন্তু ইহাদের অধিকাংশই ইংলণ্ডের অর্থে এবং ইংরাজ ইঞ্জিনিয়র কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হয়। কোন ২ স্থলে ইংলণ্ড হইতে শ্রমজীবী আনিয়াও উক্ত কার্য্য সম্পাদিত হইয়াছে। লৌহবর্ত্ম প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত দক্ষিণামেরিকার দূরতম প্রদেশে ইংলণ্ড হইতে শ্রমজীবী এবং ইঞ্জিনিয়র প্রেরিত হইয়াছিল। ভারতবর্ষের লৌহবর্ত্ম সকল ইংরাজ ইঞ্জিনিয়র কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হয়, এবং এই সকল লৌহবর্ত্ম নির্ম্মাণের নিমিত্ত লণ্ডন হইতে অর্থ ঋণস্বরূপ গৃহীত হয়। সুতরাং এই সকল লৌহবর্ত্ম হইতে যে লাভ হয় তাহা ইংরাজ ঋণদাতাদিগের শুদের জন্য ইংলণ্ডে প্রেরিত হইয়া থাকে। বাঙ্গালা যে সমৃদ্ধিশালী হইতেছে না তাহার এই একটী প্রধান কারণ। এখানকার জমীদারেরা যে টাকা বাজি পোড়াইয়া এবং ভিক্ষুকদিগকে অন্নদান করিয়া ব্যয় করেন তাহা যদি লৌহবর্ত্মের নিমিত্ত ব্যয় করিতেন তাহা হইলে লোক ও দ্রব্যাদির যাতায়াতের সুবিধা হইয়া দেশেরও উপকার হইত এবং যে অর্থ এক্ষণে ইংলণ্ডে যাইতেছে তাহা তাঁহাদেরই থাকিত।

দেশ জয় করা অপেক্ষা রেলওয়ে আবিষ্কার করা অধিকতর মহত্ত্বের কার্য্য। কেননা এইরূপ শিল্পকর্ম্মের আবিষ্ক্রিয়া দ্বারা কেবল ইংরাজজাতি নহে — পৃথিবীর সমস্ত জাতি উপকৃত হয়। যেখানে লৌহবর্ত্ম আছে সেখানে দুর্ভিক্ষের সম্ভাবনা নাই। রেলওয়ে ষ্টেসনের নিকটবর্ত্তী লোকেরা দুই প্রকারে উপকৃত হইয়া থাকে। প্রথমতঃ যে সকল প্রয়োজনীয় বস্তু দূরবর্ত্তী স্থানে প্রস্তুত হয় তাহা তাহারা সুলভমূল্যে প্রাপ্ত হয়। দ্বিতীয়তঃ যে সকল বস্তু তাহারা প্রস্তুত করে তাহাও তাহারা অধিক মূল্যে বিক্রয় করিতে পারে। কোন গ্রামের নিকটে একটী বৃহৎ বাজার থাকিলে যেরূপ লোকে সুবিধামত ক্রয় বিক্রয় করিতে পারে রেলওয়ে ষ্টেসন নিকটে থাকিলে লোকদিগের সেইরূপ উপকার হয়।

লৌহবর্ত্ম এবং বাষ্পীয়পোত উদ্ভাবনা দ্বারা আর একটী মহৎ উপকার সংসাধিত হইয়াছে। যাতায়াতের কষ্ট ও অসুবিধা দূর হওয়াতে ভিন্ন ২ দেশ দেখিতে এক্ষণে লোকের সহজে ইচ্ছা হয়। ভিন্ন ২ দেশ ভ্রমণ করিয়া লোকে এক্ষণে আপনাদিগের আচার ও ব্যবহারের যথার্থ মূল্য বুঝিতে পারে, এবং বিদেশীয়দের কোন আচার আপনাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করিলে তাহা আগ্রহপূর্ব্বক শিক্ষা ও অবলম্বন করে। ইহারা বিদেশীয়দিগের সহিত অধিক পরিমাণে মিশিতে শিক্ষা করে এবং তাহাদের সহিত বন্ধুত্বভাবে সম্বদ্ধ হয়। লোকে এক্ষণে বিদেশীয়দিগকে আর ঘৃণা বা ভয় করে না এবং তাহাদের সম্বন্ধে ঔদাসীন্য বা তাচ্ছীল্য প্রকাশ করে না, কারণ তাহারা দেখিতে পায় যে বিদেশীয়েরাও মনুষ্যজাতি এবং আপনাদিগের ন্যায় তাহাদেরও হৃদয় স্নেহমমতাদিবৃত্তিতে পরিপূর্ণ। লোকে এক্ষণে কেবল স্বদেশ এবং স্বজাতির প্রতি অনুরাগী না হইয়া সমস্ত মানবজাতির প্রতি অনুরাগী হইয়া উঠে। এইরূপে লৌহবর্ত্ম এবং

বাষ্পীয়তরী সকল উদ্ভাবিত হওয়াতে পৃথিবীর সমস্ত জাতির মধ্যে সৌহার্দ্দ সংস্থাপিত হইয়াছে। নিকটবর্ত্তী জাতিদিগকে জয় করিবার চেষ্টা না করিয়া এক্ষণে প্রত্যেক জাতি স্বীয় ২ কার্য্যে মনোভিনিবেশ করা কর্ত্তব্য কার্য্য জ্ঞান করে। বাষ্প-যন্ত্রের সাহায্যে ভিন্ন ২ জাতিরা পরস্পরের সহিত বাণিজ্য করিতে সমর্থ হইয়াছে। যুদ্ধ উপস্থিত হইলে এই লাভকর বাণিজ্য বন্ধ হইয়া বিস্তর অর্থ নষ্ট হয়, সুতরাং ভিন্ন ভিন্ন জাতিরা এক্ষণে পরস্পর যুদ্ধ করিতে অনিচ্ছুক হইয়াছে। ইহা ব্যতীত বাষ্প-যন্ত্রের আবিষ্কার দ্বারা জগতের আরও শত ২ উপকার সংসাধিত হইয়াছে।

---

## একত্রিংশ অধ্যায়।

### তাড়িত বার্ত্তাবহ।

ইংরাজেরা তাড়িত বার্ত্তাবহেরও আবিষ্কার করিয়াছেন। ইউরোপের পণ্ডিতেরা কিরূপে তড়িৎ প্রস্তুত করিতে হয় তাহা অনেক দিন হইতে জানিতেন। তড়িৎ ধাতুঘটিত তারকে একবার স্পর্শ করিলে তাহাকে পরিত্যাগ করে না, এবং তাহার এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত বিদ্যুদ্বেগে গমন করে ইহাও তাঁহারা জানিতেন। ইংরাজেরা দেখিলেন যে নিস্তেজ তড়িৎ প্রস্তুত করিয়া অল্প ২ ব্যবধানের পর তড়িৎকম্প তার দ্বারা চালনা করিলে তারের অপর প্রান্তস্থিত কোন ব্যক্তির নিকট সঙ্কেত দ্বারা বার্ত্তা প্রেরণ করিতে পারা যায়। তার যতদূর দীর্ঘ হউক না কেন ফল সমানই হয়। তাড়িত বার্ত্তাবহের ইহাই মূল তত্ত্ব। ইংরাজ এবং আমেরিকানেরা ইহার অনেক উন্নতি সাধন করিয়াছেন, এবং এক্ষণে প্রতিদিনই ইহার নূতন ২ উন্নতি হইতেছে। ভূমির উপর, বৃহৎ ২ নদীর অধো-দেশ,——এমন কি ক্রোশগভীর সমুদ্রের তল দিয়াও তার যাইতে পারে। কলিকাতা হইতে লণ্ডন পর্য্যন্ত যে সকল বার্ত্তাবহ তার আছে তাহাদিগকে একত্র সংলগ্ন করিলে কতিপয় সেকেণ্ডের মধ্যে কলিকাতা হইতে লণ্ডনে বার্ত্তা প্রেরণ করা যায়। কিন্তু সচরাচর বার্ত্তা প্রেরণ করিতে হইলে উহা স্থানে ২ ডাকে যাইয়া থাকে, সুতরাং কলিকাতা হইতে লণ্ডন যাইতে কএক ঘণ্টা লাগে।

এই আবিষ্কার দ্বারা পৃথিবীস্থ সকল ইংরাজ উপনিবেশে এক প্রকার যোগ সংস্থাপিত হইয়াছে। ইংরাজেরা কলিকাতা বা অষ্ট্রেলিয়ায় থাকিয়াও প্রতিদিন স্বদেশীয় বন্ধুদিগের সহিত আলাপ করিতে পারেন। ইহাতে বাণিজ্যেরও বিশেষ উপকার হইয়াছে। কলিকাতার কোন ইংরাজ সওদাগর যদি ইংলণ্ড হইতে কলিকাতায় কোন বাণিজ্যদ্রব্য শীঘ্র আনিতে ইচ্ছা করেন তাহা হইলে তিনি

লণ্ডনে তাড়িত বার্ত্তাবহ দ্বারা বার্ত্তা প্রেরণ করেন; এবং পত্রদ্বারা বার্ত্তা প্রেরণ করিলে যে সময়ে ঐ দ্রব্য কলিকাতায় পহুঁছিত তাহার অর্দ্ধেক সময়ে তিনি উহা প্রাপ্ত হন। এইরূপে পূর্ব্বে যে সময় লাগিত তাহার অর্দ্ধেক সময়ে এক্ষণে বিলাত হইতে ইংরাজসৈন্য ভারতবর্ষে আগমন করিতে পারে।

তাড়িত বার্ত্তাবহ ও বাষ্প-যন্ত্রের আবিষ্কার দ্বারা সকল জাতিরই উপকার হইয়াছে বটে, কিন্তু ইংরাজদিগের মতন কোন জাতিরই হয় নাই। কেননা তাঁহাদের ধন, রণতরী ও সৈন্য সকল জগতের চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত হইয়া রহিয়াছে। সিপাহি-বিদ্রোহের সময় ইংলণ্ড হইতে সৈন্য আনয়ন করিতে প্রায় ছয় মাস লাগিয়াছিল; কিন্তু এক্ষণে তাড়িত বার্ত্তাবহ দ্বারা গবর্ণর জেনারল বার্ত্তা প্রেরণ করিলে তাহার এক মাস মধ্যে লণ্ডন হইতে বোম্বাই বা কলিকাতায় সৈন্য অনায়াসে আসিতে পারে।

বর্ত্তমান সময়ে ইংরাজেরা যে সকল বিষয় আবিষ্কার করিয়াছেন তাহার মধ্যে বাষ্প-যন্ত্র ও তাড়িত বার্ত্তাবহের উদ্ভাবনা সর্ব্বাপেক্ষা চমৎকার। কিন্তু ভিক্টোরিয়ার রাজত্বকালে শিল্পকর্ম্মেরও অনেক উন্নতি হইয়াছে ও হইতেছে। গ্যাসের আলো এবং কলের পরিষ্কৃতজল ইংলণ্ডের সর্ব্বত্র প্রচলিত হইয়াছে। এই সকল বিবিধ উন্নতি প্রথমে ইউরোপের অন্যান্য দেশে ও আমেরিকায় অনুকৃত হয় এবং তদনন্তর কলিকাতায় আনীত ও ব্যবহৃত হয়।

---

## দ্বাত্রিংশ অধ্যায়।

### ইংলণ্ডের ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য।

রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার শাসন কালের —— বলিতে কি জগতের আধুনিক ইতি-হাসের —— ঘটনাবলীর মধ্যে ইংরাজ উপনিবেশের বিস্তৃতি ও ক্ষমতাবৃদ্ধি সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ ঘটনা বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে পারা যায়। যখন ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে ভিক্টোরিয়া সিংহাসন অধিরোহণ করেন তখন এই সকল উপনিবেশের অধিকাংশই ইংলণ্ডের অধিকারে ছিল। কিন্তু বিগত ৩৭ বৎসরের মধ্যে তাহাদের কোনটীর দশ গুণ কোনটীর শত গুণ বৃদ্ধি হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে অনেক গুলি এক একটী স্বতন্ত্র ক্ষমতাশালী রাজ্য হইয়া উঠিয়াছে। পাঠকদিগের গোচরার্থে তাহাদের বিষয় স্বতন্ত্ররূপে নিম্নে নির্দ্দিষ্ট হইল ঃ——

(ক) উত্তরামেরিকার প্রায় অর্দ্ধেক ইংরাজদিগের শাসনের অধীন। তত্রত্য ভিন্ন ২ উপনিবেশ গুলি একটী বৃহৎ রাজ্যে সম্বদ্ধ হইয়াছে। ইহাকে এক্ষণে কানেডা

রাজ্য বলে। তথাকার প্রায় সমস্ত অধিবাসীই ইংরাজবংশ-সম্ভূত। ইঁহাদের আবির্ভাবে আমেরিকার অদিমবাসীরা ক্রমেই বিলুপ্ত হইতেছে। কানেডা ঐশ্বর্য্যে ও লোকসংখ্যায় ক্রমেই পরিবর্দ্ধিত হইতেছে। এই দেশে একটী সুদীর্ঘ লৌহবর্ত্ম এবং অনেক গুলি বৃহৎ নগর নির্ম্মিত হইয়াছে। রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার রাজত্ব কালে উত্তর আমেরিকার পশ্চিমে ভ্যাংকুভার নামে একটী নূতন উপনিবেশ সংস্থাপিত হইয়াছে। সুবর্ণ খনি আবিষ্কৃত হওয়ায় ঔপনিবেশিকেরা দলে ২ আসিয়া এই স্থানে বাস করিতেছেন।

(খ) অষ্ট্রেলিয়া একটী মহাদেশ। ইহা ভারতবর্ষ অপেক্ষা বৃহত্তর। যখন ভিক্টোরিয়া ইংলণ্ডের রাজ্যভার গ্রহণ করেন তখন সমস্ত অষ্ট্রেলিয়া ইংরাজদের অধিকারে ছিল। কিন্তু সেইসময়ে তথায় কেবল তিনটী কিম্বা চারিটী ক্ষুদ্র ২ উপনিবেশ উপকূল-মণ্ডলে সংস্থাপিত হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহার রাজত্বকালমধ্যে তাহারা সমৃদ্ধিশালী রাজ্য হইরা উঠিয়াছে। এখানকার অধিবাসীরা প্রায় সকলেই বিশুদ্ধ ইংরাজ। ইংরাজদিগের আবির্ভাবে অষ্ট্রেলিয়ার আদিমবাসীরা ক্রমেই অন্তর্হিত হইতেছে। অষ্ট্রেলিয়ায় সুবর্ণ ও তাম্র খনি আবিষ্কৃত হইয়াছে, এবং এই সকল খনিতে অপর্য্যাপ্ত সুবর্ণ ও তাম্র প্রাপ্ত হওয়া যায়; কিন্তু ইংরাজেরা তথায় গোমেষাদিপশুপাল রক্ষা করিয়া বিস্তর অর্থ উপার্জ্জন করেন। টাস্‌মানিয়া নামক সুন্দর দ্বীপটী অষ্ট্রেলিয়ার সন্নিকট। ইহার আয়তন ইংলণ্ডের আয়তনের অর্দ্ধেকের অপেক্ষা অধিক। এই দ্বীপটী ভিক্টোরিয়ার রাজত্বকালমধ্যেই ইংরাজ অধিবাসীতে পরিপূর্ণ হইয়াছে; এইদ্বীপে আদিম অধিবাসীদের এক জনও এক্ষণে জীবিত দৃষ্ট হয় না।

(গ) উত্তমাশা অন্তরীপ। ইহাকে কেপ্ কলোনি অর্থাৎ অন্তরীপ উপনিবেশ বলে। যখন ভিক্টোরিয়া ইংলণ্ডের সিংহাসন অধিরোহণ করেন তখন এই উপনিবেশটীও ইংরাজদিগের অধিকারে ছিল। কিন্তু তাঁহার রাজত্বকালমধ্যে ইহা পরিবর্দ্ধিত এবং অনেকগুলি প্রদেশে বিভক্ত হইয়াছে। কিছু কাল হইল এখানেও সুবর্ণ ও হীরক খনি আবিষ্কৃত হইয়াছে, কিন্তু অত্রত্য ঔপনিবেশিকেরা গোমেষাদি-পশুপাল হইতেই প্রধানতঃ ধনোপার্জ্জন করেন।

(ঘ) রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার সময়ের পূর্ব্বে নবজিলণ্ডে কদাচিৎ কোন ইংরাজ দৃষ্ট হইত। এই সুন্দর দ্বীপগুলির আয়তন ইংলণ্ডের আয়তন অপেক্ষা ন্যূন নহে। এক্ষণে অনেক ইংরাজ এই দ্বীপে বসতি করেন এবং তাঁহাদিগের সংখ্যা আদিম নবজিলণ্ডবাসীদের সংখ্যা অপেক্ষা অনেকগুণে অধিক। আদিম নবজিলণ্ডবাসীরা ক্রমেই বিলুপ্ত হইতেছে। এখানেও অনেক গুলি সুবিস্তৃত খনি আবিষ্কৃত হইয়াছে; কিন্তু ইংরাজ ঔপনিবেশিকেরা কৃষিকার্য্য দ্বারাই প্রধানতঃ অর্থলাভ করেন।

এতদ্ব্যতীত ইংলণ্ডের আরও অনেক গুলি ক্ষুদ্র ২ উপনিবেশ আছে। তাহাদের

অধিকাংশ ভিক্টোরিয়ার রাজত্বকালমধ্যে সুবিস্তৃত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে। ইহা স্মরণ রাখা আবশ্যক যে ইংরাজেরা ইংলণ্ড একবারে পরিত্যাগ করিয়া এই সকল উপনিবেশে আসিয়া সপরিবারে বাস করেন। তাঁহারা স্বয়ং কৃষিকার্য্য করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন। আদিমবাসীরা তাঁহাদের প্রতাপ সহ্য করিতে না পারিয়া সহজেই পলায়ন করিতে বাধ্য হয়। এই সকল ঔপনিবেশিকেরা প্রায় অনেকে আপনাদের সন্তানগণকে সুশিক্ষিত করিবার নিমিত্ত ইংলণ্ডে প্রেরণ করেন না; তাঁহারা স্বয়ংও বৃদ্ধাবস্থায় ইংলণ্ডে প্রত্যাগমন করেন না। তাঁহারা উপনিবেশে বাস করিতে থাকেন এবং উপনিবেশটী অচিরকালমধ্যেই তাঁহাদের সন্তানসন্ততি এবং ইংলণ্ড হইতে নবাগত ঔপনিবেশিকদের কর্ত্তৃক পরিপূর্ণ হয়।

ইংরাজদিগের পূর্ব্বপুরুষ জার্ম্মণি-বন-নিবাসী টিউটনজাতির প্রাচীনতম বিবরণ রোমক ইতিহাসবেত্তাদিগের গ্রন্থে প্রাপ্ত হওয়া যায়। পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে যে এই সকল বিবরণ পাঠে অবগত হওয়া যায় যে টিউটনেরা অত্যন্ত বলীয়ান্ ছিল এবং তাহাদের মধ্যে শৈশব বা বাল্যবিবাহ প্রথা প্রচলিত ছিল না। তাহারা পূর্ণবয়স্কা স্ত্রীলোক-দিগকে বিবাহ করিত, সুতরাং তাহাদের সন্তানসন্ততি সবল ও সুস্থকায় হইত। ইংরাজেরা এই সকল আচার ও রীতি পরিত্যাগ করেন নাই এবং সেই জন্যই অন্য জাতি অপেক্ষা ইঁহাদের বংশ শীঘ্রই পরিবর্দ্ধিত হয়। ভিক্টোরিয়ার রাজত্বের আরম্ভ হইতে প্রতি বৎসর গড়ে দুই লক্ষ লোক ইংলণ্ড পরিত্যাগপূর্ব্বক পৃথিবীর চারিখণ্ডে ঔপনিবেশিকভাবে গমন করিতেছে, তত্রাচ ইংরাজজাতির পুত্রকন্যাদিগের বলবত্তা ও অসংখ্যত্ব নিবন্ধন ইংলণ্ডের অধিবাসীর সংখ্যা দিন২ বৃদ্ধি হইতেছে। ইউরোপের অন্যান্য জাতিদের মধ্যে ইহার বিপরীত ভাব উপলক্ষিত হয়। ফরাসিরা পৃথিবীর ভিন্ন২ স্থানে ঔপনিবেশিক প্রেরণ করেন না, তথাপি তাঁহাদের বংশ এত অল্প পরিমাণে পরিবর্দ্ধিত হইতেছে যে ৩০ বৎসর পূর্ব্বে ফ্রান্সের যে লোকসংখ্যা ছিল তাহাই রক্ষা করা তাঁহাদের পক্ষে দুষ্কর হইয়া উঠিয়াছে। জার্ম্মণির টিউটন ও ইউরোপের নর্থমানেরা (ইহারাও টিউটন) ১৫০০ বৎসর পূর্ব্বে যেরূপ ঔপনিবেশিক প্রেরণ করিত আজও সেইরূপ করিতেছে, তথাপি স্বদেশেও তাহাদের বংশ বৃদ্ধির পরিসীমা নাই। কিন্তু ইংরাজদিগের ন্যায় কোন জাতি এত অধিকসংখ্যক ঔপনিবেশিক প্রেরণ করেন না এবং কোন জাতিরই স্বদেশে এরূপ বংশবৃদ্ধি লক্ষিত হয় না। আবার ইংলণ্ডবাসীদের অপেক্ষা ইংরাজ ঔপনিবেশিকদিগের সন্তানসন্ততির সংখ্যা অধিকতর দেখা যায়। এইরূপে টিউটন জাতি, বিশেষতঃ ইংরাজ জাতি, পৃথিবীর সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া পড়িতেছে।

---

## ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়।

### ইংলণ্ডের বাণিজ্য বিস্তার।

রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার রাজত্বকালে ইংরাজ উপনিবেশ সকল আয়তনে, লোকসংখ্যায় এবং ধনে সমধিক পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে বটে, কিন্তু এই উন্নতিকে টিউটনজাতির, বিশেষতঃ ইংরাজদের, আধুনিক সম্বর্দ্ধন ও বিস্তারের অংশ মাত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে।

ইউনাইটেড্ ষ্টেট্স্ মহাদেশ আমেরিকার সমুদায় মধ্যবিভাগে বিস্তৃত হইয়া রহিয়াছে। আমেরিকার যে সকল প্রদেশের ভূমি সর্ব্বাপেক্ষা উর্ব্বরা ও জলবায়ু সর্ব্বাপেক্ষা স্বাস্থ্যকর সেই সকল প্রদেশ ইউনাইটেড্ ষ্টেট্সের অন্তর্গত। ইংরাজ উপনিবেশ সকলের ন্যায় ইউনাইটেড্ ষ্টেট্স্ও অচিরকালমধ্যে সমধিক সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠিয়াছে। রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার রাজত্বকালে ৩০ লক্ষের অধিক ইংরাজ, আইরিশ্ ও জার্ম্মণ ঔপনিবেশিক ইউরোপ হইতে ইউনাইটেড্ ষ্টেট্সে গমন করিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত ইউনাইটেড্ ষ্টেট্সের প্রাচীন ইংরাজ ঔপনিবেশিকদিগেরও বংশ বৃদ্ধি হইয়াছে। এইরূপে ইংলণ্ড অপেক্ষা ইউনাইটেড্ ষ্টেট্সে ইংরাজদিগের সংখ্যা অধিক হইয়া পড়িয়াছে; কিন্তু ইউনাইটেড্ ষ্টেট্স্ মানচিত্রে যে রূপ চিত্রিত দেখা যায় তাহার অর্দ্ধেক এখন পর্য্যন্তও অনধ্যুষিত পড়িয়া রহিয়াছে। আবার ইউনাইটেড্ ষ্টেট্স্ মেক্সিকোর কিয়দংশ জয় করিয়া নিজের আয়তন অধিকতর বিস্তারিত করিয়াছে। ইউনাইটেড্ ষ্টেট্স্বাসীরা প্রকৃত পক্ষে ইংরাজবংশীয়। তাঁহারা এক্ষণে ভূমণ্ডলের মধ্যে দ্বিতীয় জাতি হইয়া উঠিয়াছেন।

রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার রাজত্ব কালে ইংরাজেরা আরও এক উপায়ে সম্বর্দ্ধিত হইয়াছেন ও পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছেন। ইঁহারা যে সকল দেশ জয় বা যে সকল দেশে উপনিবেশ সংস্থাপন করেন না সেই সকল দেশে বাণিজ্যার্থে বাস করিয়া থাকেন। এইরূপে চীনে ইংলণ্ডের অধিকৃত দেশ যদিও অল্প আছে তথাপি সেখানে ইংরাজবণিকের সংখ্যা অধিক। তাঁহারা শুদ্ধ ইংরাজাধিকৃত প্রদেশেই বাস করেন না, সমুদায় ঐশ্বর্য্যশালী নগরে বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছেন। জাপানেও এইরূপ। এমন কি স্পেনে ও ইউরোপের অন্যান্য অনেক দেশেও ইংরাজবণিকদিগের সংখ্যা সমধিক। দক্ষিণ আমেরিকার চিলি এবং বিউনস্ এয়ারিস্ প্রভৃতি দেশে যদিও ইংরাজদিগের কোন অধিকৃত প্রদেশ নাই তথাপি তথায় ইংরাজ ঔপনিবেশিক সকল বহুল পরিমাণে দৃষ্ট হয়। সুতরাং অতি দরিদ্র জনমানবশূন্য সামান্য দেশ ব্যতীত পৃথিবীর মধ্যে এমন কোন দেশ বা দ্বীপ নাই যেখানে ইংরাজজাতি দৃষ্ট হয় না।

## চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়।

### ভারত-সাম্রাজ্য।

রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার রাজত্বকালে ইংরাজেরা আর একটী দেশে সংখ্যায়, ধনে, ক্ষমতায় ও অধিকারে সমধিক পরিবর্দ্ধিত হইয়াছেন। এই দেশ ইংলণ্ডের উপনিবেশ নহে— ইংলণ্ডের পররাষ্ট্রও নহে। ব্রিটিস্ প্রণালীর মধ্যবর্ত্তী কতকগুলি দ্বীপের ন্যায় ইহা রাজ্ঞীর বিপুলসাম্রাজ্যের একটী অংশ মাত্র। এই দেশের নাম ভারতবর্ষ। সিংহল দ্বীপ ইহার অন্তর্গত নহে। সিংহল ইংরাজদিগের একটী উপনিবেশ। রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার শাসনকালে এই ভারতবর্ষে ইংরাজদিগের অধিকার সমধিক বিস্তৃত হইয়াছে। ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দে ইংরাজেরা সিন্ধু জয় ও গোয়ালিয়রের রাজাকে বশীভূত করেন। ১৮৪৫—১৮৪৯ খৃষ্টাব্দের মধ্যে সমুদায় পঞ্জাব তাঁহাদের হস্তগত হয়। ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে ইংরাজেরা অর্দ্ধেক বর্ম্মদেশ আপনাদের সাম্রাজ্যভুক্ত করেন। ইহা বর্ম্মের অপরার্দ্ধ অপেক্ষা সমধিক সমৃদ্ধিশালী। তাঁহারা ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে নাগপুর এবং ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দে অযোধ্যা অধিকার করেন। যখন রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়া সিংহাসন অধিরোহণ করেন তখন ভারতবর্ষে ইংরাজদিগের ক্ষমতা সর্ব্বপ্রধান হইয়া উঠিয়াছিল; কিন্তু এই সকল প্রদেশ জয় ও লাভ করিয়া তাঁহারা এক্ষণে সমস্ত ভারতবর্ষ আপনাদের শাসনাধীন করিয়াছেন। নেপাল এবং কাশ্মীরের কতিপয় বিরল-জন পর্ব্বতই কেবল নাম মাত্র স্বাধীন; কিন্তু এ সকল স্থলেও ইংরাজদিগের প্রতিনিধি স্বরূপ এক ২ জন কর্ম্মচারী (রেসিডেণ্ট্) অবস্থিতি করেন। ভারতবর্ষে ইংরাজেরা কেবল আপনাদের সাম্রাজ্যেরই আয়তন বিস্তার করেন নাই; সম্প্রতি বহুসংখ্যক ইংরাজ সওদাগর, চাকর ও নীলকর বাণিজ্যোপলক্ষে এই দেশে আগমন করিয়াছেন। অতএব রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার রাজত্বকালে যেরূপ পৃথিবীর অন্যত্র ইংরাজজাতির বিস্তার দেখিতে পাওয়া যায় ভারতবর্ষেও তাহার অন্যরূপ লক্ষিত হয় না।

---

## পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়।

### ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দের বিপ্লব সমূহ।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে ১৮১৫ খৃষ্টাব্দে ইউরোপে সাধারণ-শান্তি সংস্থাপিত হইলে পর ফ্রান্সের প্রাচীনরাজবংশীয়েরা পুনর্ব্বার রাজ্য প্রাপ্ত হন। ফরাসি-বিপ্লবের পূর্ব্বে ফ্রান্স এবং ইউরোপের অন্যান্য দেশের যে রূপ অবস্থা ছিল তাহার পুনঃ-

সংস্থাপনে বিয়ানার মহাসভা সাধ্যমত চেষ্টা করেন, কিন্তু এই সময়ে (১৮১৫ খৃষ্টাব্দে) প্রায় সকল দেশেই স্থির হয় যে রাজারা পূর্ব্বের ন্যায় যথেচ্ছাচার করিতে পারিবেন না এবং প্রজা-প্রতিনিধিগণ সাধারণ-সভায় সম্মিলিত হইয়া করনির্দ্ধারণ ও রাজস্ব-নিয়োজন করিবেন।

১৮১৫ খৃষ্টাব্দে রাজারা এই সকল বিষয়ে সম্মত হইলেন বটে, কিন্তু যখন তাঁহারা দেখিলেন যে রাজ্যচ্যুত হইবার আর আশঙ্কা নাই এবং প্রজাপীড়নের জন্য সৈন্যেরও অভাব নাই তখন প্রায় সকলেই স্বীয় ২ অঙ্গীকার প্রতিপালনে পরাঙ্মুখ হইলেন। তাঁহারা প্রায়ই প্রজা-প্রতিনিধিগণকে সাধারণ-সভায় আহ্বান করিতেন না; এবং কখন ২ সাধারণ-সভা আহূত হইলেও তাঁহারা স্বয়ং কর সংস্থাপন এবং সমুদায় রাজস্ব আত্মসাৎ করিতে চেষ্টা করিতেন। তৃতীয় জর্জ্জের ন্যায় অন্যান্য নরপতিগণ অসৎ মন্ত্রী সকল নিযুক্ত করিতে লাগিলেন; কুমন্ত্রীরাও সদসৎ বিবেচনা না করিয়া রাজাজ্ঞা প্রতিপালন করিতে আরম্ভ করিল। ইহাতে ইউরোপের অনেক দেশের প্রজা অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিল। কিন্তু ইংলণ্ডে রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়া জাতি-সাধারণ-সভার ক্ষমতার উপর হস্তক্ষেপ না করিয়া সদ্ব্যক্তিদিগকে মন্ত্রীত্বে নিযুক্ত করিতে লাগিলেন; সুতরাং ইংরাজজাতির মধ্যে অসন্তোষের ভাব দৃষ্ট হইল না।

ইউরোপের অন্যান্য দেশের প্রজারা রাজাদিগের উপর ক্রমেই অধিকতর অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিল। অবশেষে ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে ফরাসিরা বিদ্রোহী হইয়া রাজাকে দেশ হইতে নিষ্কাসিত করিল। ফ্রান্সাধিপ ইংলণ্ডে পলায়নপূর্ব্বক তথায় মৃত্যুপর্য্যন্ত বাস করেন। ইউনাইটেড্ ষ্টেট্স্‌বাসীদের ন্যায় ফরাসিরা প্রতিনিধি-সভাদ্বারা রাজ্যশাসন করিবার মানসে রাজার পরিবর্ত্তে একটী সাধারণ-তন্ত্র সংস্থাপিত করিল। কিন্তু তিন বৎসরের মধ্যে ১ম নেপোলিয়নের ভ্রাতুষ্পুত্র ৩য় নেপোলিয়ন্ সৈন্যদিগের সাহায্যে বলপূর্ব্বক সাধারণ-তন্ত্র বিনষ্ট করিয়া আপনাকে সম্রাট্পদে অভিষিক্ত করিলেন। স্বীয় বহুলসৈন্যবলের উপর নির্ভর করিয়া তিনি প্রজা-প্রতিনিধিগণকে আহ্বান করিতে ক্ষান্ত হইলেন এবং স্বেচ্ছামত কর আদায় করিতে লাগিলেন।

১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে ফরাসিরা আপনাদের রাজাকে দূরীকৃত করিতে কৃতকার্য্য হইলে পর ইউরোপের অন্যান্য অনেক দেশের প্রজারাও প্রোৎসাহিত হইয়া প্রজাপীড়ক রাজাদিগকে দূরীকৃত করিতে চেষ্টা করিল। ইতালি অনেকগুলি ক্ষুদ্র ২ রাজ্যে বিভক্ত ছিল। ইহার অর্দ্ধেকগুলি অষ্ট্রীয়সম্রাটের শাসনাধীন ছিল। ইতালীয়দিগের স্বাধীনতা ছিল না; সাধারণ-সভায় সমবেত হইয়া তাহারা করনির্দ্ধারণ করিতে পারিত না। এই কারণবশতঃই তাহারা ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে বিদ্রোহী হইয়া অষ্ট্রীয়দিগকে দূরীকৃত করে। কিন্তু অষ্ট্রীয়েরা অচিরকালমধ্যে বহুসংখ্যক সৈন্য লইয়া পুনর্ব্বার

ইতালি জয় করে। ইহার পর আরও কিছু কাল তাহারা প্রভূতসৈন্যবলে ইতালিতে আধিপত্য করে।

জার্ম্মনিও অনেকগুলি ক্ষুদ্র ২ রাজ্যে বিভক্ত ছিল। এই সকল রাজ্যের প্রজারাও ১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে স্বাধীন হইতে চেষ্টা করে, কিন্তু এ সময় তাহারা বিশেষ কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই।

---

## ষট্‌ত্রিংশ অধ্যায়।

### রুসীয় সমর।

বহু শতাব্দী হইতে ইউরোপীয় তুরুষ্কের অবনতি আরম্ভ হইয়াছে। ইউরোপ মধ্যে তুরুষ্কই একমাত্র মুসলমান রাজ্য। তুরকীরা ইউরোপের অন্যান্য জাতির অনুকরণ করিয়া উন্নতি ও সভ্যতার সোপানে পদার্পণ করে নাই। তাহারা স্ত্রীলোকদিগকে অন্তঃপুরে আবদ্ধ করিয়া রাখে এবং আসিয়ার অধিবাসীদিগের ন্যায় জীবনযাপন করে। তুরুষ্কে বহুকাল হইতে কতকগুলি খৃষ্টীয়ান বাস করিত; সম্প্রতি তুরকীদিগের সংখ্যা এত হ্রাস এবং খৃষ্টীয়ানদের সংখ্যা এত বৃদ্ধি হইয়াছে যে তুরুষ্কের অনেক স্থলেই তুরকীদিগের অপেক্ষা খৃষ্টীয়ানদিগের সংখ্যা অধিক দেখিতে পাওয়া যায়। তুরুষ্কের সুলতানের অধীনস্থ অনেকগুলি প্রদেশ খৃষ্টীয়ান রাজা কর্ত্তৃক শাসিত হয়।

একশত বৎসর পর্য্যন্ত রুসিয়ার প্রাদুর্ভাব বৃদ্ধি হইতেছে, কিন্তু এই দেশের অধিকাংশ এত শীতল যে অতি অল্পলোকেই তথায় বাস করিতে পারে, সুতরাং রুসিয়ার লোকসংখ্যা সাম্রাজ্যের আয়তনের উপযুক্ত নহে এবং তথাকার লোকেরা অত্যন্ত দরিদ্র। এই জন্য রুসীয় সম্রাট্ বহুকাল হইতে উষ্ণ ও ধনধান্যপূর্ণ তুরুষ্কদেশ জয় করিতে এবং যে সুন্দর কনষ্টাণ্টিনোপল্ নগর এক সময়ে সহস্রবৎসর পর্য্যন্ত প্রাচ্য রোমীয় সাম্রাজ্যের রাজধানী ছিল তাহা অধিকার করিতে অভিলাষী হন।

১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে যখন রুসীয়েরা দেখিল যে তুরকীরা ক্রমেই বীর্য্যহীন হইতেছে ও তুরুষ্কের খৃষ্টীয়ান রাজ্যগুলি ক্রমে প্রবল হইয়া উঠিতেছে তখন ভাবিল যে তুরুষ্ক বিজয়ের ইহাই উপযুক্ত সময়, এবং যদি এই সময়ে তুরুষ্ক ও কনষ্টাণ্টিনোপল্ তাহারা জয় না করে তাহা হইলে ভবিষ্যতে তুরুষ্ক জয় করা তাহাদের পক্ষে দুষ্কর হইয়া উঠিবে। অতএব ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে রুসীয়েরা তুরুষ্কের সুলতানের সহিত অমূলক বিবাদ উত্থাপিত করিয়া তাঁহার দেশ আক্রমণ করিল, এবং কৃষ্ণসাগরে অনেকগুলি রণপোত প্রেরণপূর্ব্বক তুরকীদের রণপোত সকল একবারে নষ্ট করিয়া ফেলিল। তদনন্তর ইংরাজ

এবং ফরাসিরা তাঁহাদের রণতরী ও সৈন্যসকল তুরকীদের সাহায্যার্থে তুরুস্কে প্রেরণ করিলেন। রুসীয়দিগের বহুসংখ্যক সৈনিক নিহত এবং তাঁহাদের কৃষ্ণসাগরস্থ রণপোত-সমূহ সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হইল। পরিশেষে রুসীয়েরা তুরুস্ক পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইলেন। ইংরাজ রণতরী এতদূর প্রবল ছিল যে রুসীয়েরা এই ক্ষুদ্র যুদ্ধে ইংরাজ বা ফরাসিদিগের কোন ক্ষতি করিতে, বা স্বদেশ হইতে বহির্গত হইয়া ইংরাজ সাম্রাজ্যের কোন অংশ স্পর্শ করিতে, সক্ষম হন নাই। যুদ্ধের পরিণাম এই হইল যে, তুরুস্কের খৃষ্টীয়ান উপরাজ্য সকল পূর্ব্বাপেক্ষা বলবত্তর এবং রুসীয়দের পক্ষে কনষ্টাণ্টিনোপল্ জয় করা অধিকতর দুঃসাধ্য হইয়া উঠিল।

---

## সপ্তত্রিংশ অধ্যায়।

### সিপাহি-বিদ্রোহ।

১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে ভারতবর্ষের দেশীয় সৈন্যেরা ইংরাজদিগের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে। ইহাকে ভারতবর্ষীয় সৈন্য-বিদ্রোহ বলে; কারণ সৈনিকেরাই কেবল এই বিদ্রোহাচরণে প্রবৃত্ত হয়, সাধারণ প্রজাবর্গ তাহাতে যোগ দেয় নাই। প্রজারা প্রায় শান্ত ভাবেই ছিল, এবং এই বিদ্রোহ শান্তির নিমিত্ত অনেকে ইংরাজদিগকে সাহায্য দানও করিয়াছিল। সিপাহিদিগকে টোটা ব্যবহার করিতে দেওয়া হয়। এই টোটা সকলে শূকরের চর্ব্বি আছে, সুতরাং ইংরাজেরা প্রকারান্তরে তাহাদিগের জাতিনাশে উদ্যত হইয়াছেন এই বিশ্বাসে দুই এক দল সৈন্য প্রথমে বিদ্রোহী হয়; তৎপরে অন্য সৈন্যদলগুলিও ক্রমে ২ তাহাদিগের সহিত যোগ দেয়। কোন ২ স্থলে বিদ্রোহীরা তাহাদিগের অধিনায়কদিগকে বধ করে, এবং দুই এক বার ইংরাজ-দিগের স্ত্রীলোক এবং বালকবালিকাদিগকেও হত্যা করিতে সমর্থ হয়। কিন্তু তাহারা ইংরাজদিগের সহিত সম্মুখযুদ্ধে একবারও জয় লাভ করিতে পারে নাই। বিদ্রোহীরা দেশে ইতস্ততঃ পর্য্যটন করিয়া লুট করিতেই ভাল বাসিত, এবং লুণ্ঠন-কালে দেশীয় ও ইংরাজদিগের সম্পত্তি মধ্যে প্রভেদ করিত না। যখন এই বিদ্রোহ আরম্ভ হয় তখন অতি অল্পসংখ্যক ইংরাজ সৈন্য ভারতবর্ষে ছিল। তত্রাচ ইংরাজেরা দিল্লী অধিকার এবং বিদ্রোহীদিগকে কথঞ্চিৎ দমন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কিন্তু এই বিদ্রোহের বার্ত্তা ইংলণ্ডে পৌঁছিবামাত্র একবারে ৭০,০০০ সংখ্যক ইংরাজ সৈন্য ভারতবর্ষে প্রেরিত হয়। এই নবাগত ইংরাজ সৈন্য কর্ত্তৃক প্রতাড়িত হইয়া বিদ্রোহীরা অবশেষে বনে পলায়ন করিতে বাধ্য হয়।

মনুষ্য এতদূর নির্বোধ যে শুদ্ধ টোটার বিষয় লইয়া এরূপ বিদ্রোহাচরণ করিবে একথা ইংলণ্ডের লোকেরা কখনই বিশ্বাস করিতে পারেন না। তাঁহারা মনে করেন যে কোন গূঢ় রাজকীয় উদ্দেশ্য বা ভয়ানক অত্যাচার বশতঃই এত অসংখ্য সেনা এই বিদ্রোহে যোগ প্রদান করে। কিন্তু এরূপ কোন গূঢ় উদ্দেশ্য বা ঘোরতর অত্যাচারের বিষয় বিদ্রোহীদিগের কর্তৃক নির্দ্দিষ্ট বা উদ্ভাবিত হয় নাই। এই বিদ্রোহ কতকগুলি মূর্খ সৈনিক পুরুষের অবিমৃষ্যকারিতার ফল ব্যতীত আর কিছুই বোধ হয় না। বিদ্রোহী সিপাহিরা স্বপ্নেও জানিত না যে তাহাদের বিরুদ্ধে এত অধিকসংখ্যক ইংরাজ সৈন্য সংগৃহীত হইতে পারে। এই বিদ্রোহের পর হইতে ইংরাজেরা ভারতবর্ষে বিস্তর ইংরাজ সৈন্য রাখিয়াছেন। কিন্তু বিদ্যাশিক্ষা যতই প্রচলিত হইবে ততই ভারতবর্ষীয়েরা ইংরাজদিগের ক্ষমতা প্রকৃতরূপে অনুভব করিতে পারিবেন; এবং তখন ভারতবর্ষে বহুসংখ্যক ইংরাজ সৈন্য রাখিবার আবশ্যকতা থাকিবে না।

---

## অষ্টত্রিংশ অধ্যায়।

### ইতালির পুনরুত্থান।

ফরাসিদের যথেচ্ছাচারী সম্রাট্ ৩য় নেপোলিয়ন্ ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে ইতালীয়দিগকে সাহায্য দান করিয়া অষ্ট্রীয়দিগকে ইতালি হইতে দূরীকৃত করিতে সংকল্প করিলেন। টিউটনজাতিদিগের প্রাদুর্ভাব বিস্তার দেখিয়া ৩য় নেপোলিয়নের ঈর্ষানল প্রজ্বলিত হয়, এবং সেই নিমিত্তই তিনি ইতালীয়দিগকে সাহায্য দানে প্রবৃত্ত হন। ইতালীয়েরা তাঁহার সাহায্যে অষ্ট্রীয়দিগকে পরাভূত করিয়া অবশেষে ইতালি হইতে বহিষ্কৃত করে। ইতালি সহস্র বৎসর হইতে যে সকল ক্ষুদ্র ২ রাজ্যে বিভক্ত ছিল তাহারা এক্ষণে এক রাজ্যে সম্বদ্ধ হইল। ভিক্টর্ ইমানুয়েল্ এই নূতন ইতালি রাজ্যের প্রথম রাজা হইলেন এবং রোম তাঁহার রাজধানী হইল। ইতালীয়েরা ইংলণ্ডের জাতি-সাধারণ-সভার ন্যায় এক সাধারণ-সভা সংস্থাপিত করিয়াছে। করনির্দ্ধারণ এবং রাজস্বনিয়োগ এই সাধারণ-সভায় স্থিরীকৃত হইয়া থাকে। যে ইতালীয়দিগের জাতীয় অস্তিত্ব এত দিন অন্তর্হিত ছিল সেই ইতালীয়জাতি এক্ষণে পুনরুজ্জীবিত হইয়া উঠিল। ইতালীয়েরা এক্ষণে ভেনিস্, জেনোআ, লেংহরণ ও ব্রিণ্ডিসি প্রভৃতি প্রাচীন বন্দর সকল হইতে ভারতবর্ষে বাষ্পীয়তরী প্রেরণ করে। তাহারা অনেক লৌহবর্ম্ম ও নির্ম্মাণ করিয়াছে। ভারতবর্ষ হইতে সরল পথে ইংলণ্ডে যাইতে গেলে প্রত্যেককে পূর্ব্বের ন্যায় ইতালি হইয়া যাইতে হয়।

# ঊনচত্বারিংশ অধ্যায়।

## আমেরিকার বিশ্লেষ-সংগ্রাম।

যখন আমেরিকার ইংরাজ উপনিবেশ সকল ৩য় জর্জ্জের অধীনতা শৃঙ্খল ভেদ করে তখন তাহারা অন্য কোন রাজা মনোনীত না করিয়া একটী সাধারণ-তন্ত্র সংস্থাপিত করে। ভিন্ন ২ প্রদেশগুলি একত্র মিলিত হইয়া এই সাধারণ-তন্ত্রের সৃষ্টি করে। প্রত্যেক প্রদেশের লোকেরা স্বীয় ২ আভ্যন্তরীণ শাসনকার্য্য নির্ব্বাহ করিত। কিন্তু ৩য় জর্জ্জের সহিত যুদ্ধ বা বিদেশীয়দিগের সম্বন্ধে কোন বিষয় স্থির করিতে হইলে তাহারা একত্র সম্মিলিত হইত। ইউনাইটেড্‌ষ্টেট্‌স্‌বাসীরা ইংলণ্ডের অধীনতা শৃঙ্খল হইতে উন্মুক্ত হইয়া প্রায় একশত বৎসর পর্য্যন্ত এক জাতিবৎ কার্য্য করিয়া আসিতেছিল, এবং একজাতিবৎই তাহারা ফরাসিদিগের নিকট হইতে একটী বৃহৎ নূতন প্রদেশ ক্রয় করে। তাহাদের হৃদয়ে এই চিন্তা একবারও উদিত হয় নাই যে তাহারা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইলে এই নবক্রীত প্রদেশটী কাহার অধিকারে থাকিবে। তাহাদের যোগ চিরস্থায়ী হইবে বলিয়া যদিও তাহারা পরস্পরের নিকট স্পষ্টাক্ষরে অঙ্গীকার করে নাই, তত্রাচ পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া যে তাহারা স্বতন্ত্র ২ রাজ্য সংস্থাপন করিবে এরূপ ভাব অশীতি বৎসর পর্য্যন্ত তাহাদের মনে উদিত হয় নাই।

প্রথম হইতেই উত্তর প্রদেশ সকলে নিগ্রোদাস প্রায় দৃষ্ট হইত না, কিন্তু দক্ষিণ প্রদেশ সকলে বহুসংখ্যক দাস ছিল। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে উত্তর প্রদেশ সকল দাসত্ব প্রথা উঠাইয়া দিল, এবং তাহাদের যে অল্পসংখ্যক নিগ্রোদাস ছিল তাহারাও স্বাধীনতা প্রাপ্ত হইল। কিন্তু দক্ষিণ প্রদেশ সকল দাসত্ব প্রথা উঠাইয়া দিল না, সুতরাং এই সকল প্রদেশে লক্ষ ২ নিগ্রোদাস রহিল। এইরূপে উত্তর ও দক্ষিণ প্রদেশ সকলের মধ্যে একটী মহাবিবাদ উপস্থিত হয়। যে সকল প্রদেশে দাসত্বপ্রথা প্রচলিত ছিল তাহারা উত্তর প্রদেশ সকলের ন্যায় ধনে ও সভ্যতায় উন্নত হয় নাই। অবশেষে তাহারা ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে উত্তর প্রদেশ সকল হইতে বিশ্লিষ্ট হইতে সংকল্প করিয়া একটী ক্ষুদ্র স্বতন্ত্র রাজ্য সংস্থাপন করিল। উত্তর প্রদেশ সকল দক্ষিণ প্রদেশগুলি অপেক্ষা অধিকতর ক্ষমতাশালী ছিল; অতএব সাধারণ-প্রতিনিধি-সভায় তাহাদেরই মত প্রবল হইতে পারে বলিয়া দক্ষিণপ্রদেশবাসীরা বিবেচনা করিল যে উত্তর প্রদেশ হইতে বিশ্লিষ্ট হইলে তাহারা পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর স্বাধীনভাবে কার্য্য করিতে সমর্থ হইবে। কিন্তু উত্তরপ্রদেশবাসীরা দেখিল যে যোগই বলের মূল; অতএব তাহারা বলিল যে কোন প্রদেশেরই এক্ষণে অন্যান্য প্রদেশ হইতে বিশ্লিষ্ট হইবার অধিকার নাই।

এইরূপে আমেরিকায় তুমুল বিশ্লেষ-সমর উপস্থিত হইল। এই যুদ্ধ ১৮৬১ হইতে ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত স্থায়ী হয়। উভয় পক্ষেরই সৈন্য ইংরাজবংশীয় ছিল; এবং উভয় পক্ষই বিপুল শক্তি ও ঐশ্বর্য্য প্রভাবে অসংখ্য সৈন্য রণক্ষেত্রে অবতারিত করিতে সমর্থ হইয়াছিল। এক সময়ে উত্তর প্রদেশ সকলের সৈন্যসংখ্যা পাঁচ লক্ষ ছিল। উত্তরপ্রদেশবাসীরা কতিপয় ভীষণ সংগ্রামে পরাজিত হইল বটে, কিন্তু অবশেষে তাহারা দক্ষিণ প্রদেশ সকলকে জয় করিয়া বলপূর্ব্বক তাহাদিগকে সাধারণ যোগে পুনরানয়ন করিল। কিন্তু এই মহাযুদ্ধের ব্যয়ে উত্তরপ্রদেশগুলি দরিদ্র হইয়া পড়ে এবং তাহাদিগকে বাণিজ্যজাহাজ পর্য্যন্ত বিক্রয় করিতে হয়। ইংরাজেরাই এই সকল জাহাজের অধিকাংশ ক্রয় করেন। এই যুদ্ধের পূর্ব্বে আমেরিকার অনেক জাহাজ কলিকাতায় আসিত, কিন্তু ইহার পর অতি অল্পসংখ্যক আমেরিকান্ জাহাজকে কলিকাতায় আসিতে দেখা যায়।

আমেরিকার এই যুদ্ধ হইতে একটী মহৎ উপকার সংসাধিত হইয়াছে। দক্ষিণ প্রদেশগুলিতে দাসত্বপ্রথা প্রচলিত ছিল। কিন্তু উত্তরপ্রদেশবাসীরা দক্ষিণ প্রদেশসকল জয় করিয়া দাসত্বপ্রথা একবারে উঠাইয়া দিল; সুতরাং লক্ষ ২ নিগ্রো এককালে দাসত্বশৃঙ্খল হইতে উন্মুক্ত হইল। এক্ষণে ইংরাজেরা পৃথিবীর সর্ব্বত্রই দাসত্বপ্রথা পরিত্যাগ করিয়াছেন। স্পেনীয় ও পর্ত্তুগীজ উপনিবেশ সকলেই কেবল এই প্রথা দেখিতে পাওয়া যায়। ইংরাজদিগের রাজ্যে লোকে ঋণ পরিশোধার্থে আপনাকে বিক্রয়, এবং অন্যের ভৃত্যভাবে যাবজ্জীবন কার্য্য করিতে স্বীকার, করিতে পারে বটে, কিন্তু আইন দ্বারা কোন ব্যক্তিকে এইরূপ স্বীকার পরিপূরণে বাধ্য করিতে পারা যায় না। ইংরাজী আইন অনুসারে লোকে অতি অল্পকালের জন্য আপনাদিগকে ভৃত্যভাবে বিক্রয় করিতে পারে বটে, কিন্তু এ স্থলেও প্রভুরা ভৃত্যদিগের প্রতি যথেচ্ছব্যবহার করিতে পারেন না। কোন কুলী আসাম, কাছাড় বা মরিশসে কিছুকাল কার্য্য করিবে বলিয়া আপনাকে বিক্রয় করিতে পারে বটে, কিন্তু এরূপ করিতে হইলে কোন রাজকীয় কর্ম্মচারীর সম্মতি লইতে হয়। নির্দ্ধারিত সময় অতীত হইলে তাহারা পুনর্ব্বার স্বাধীনতা প্রাপ্ত হয়, এবং ইচ্ছা করিলে পুনর্ব্বার পূর্ব্ববৎ কার্য্য করিতে স্বীকৃত হইতে পারে। ইংরাজদিগের অধিকার মধ্যে যাহাতে কোন প্রকার দাসত্বপ্রথা প্রচলিত না থাকে তদ্বিষয়ে ব্যবস্থাপকেরা বিশেষ দৃষ্টি রাখেন। কিন্তু আক্ষেপের বিষয় এই যে উত্তম ২ বিধি সকলও সময়ে ২ কার্য্যকর হয় না।

---

## চত্বারিংশ অধ্যায়।

### জার্ম্মণির অন্তর্গতরাজ্যসমূহের একত্র যোগ।

১৮১৫ খৃষ্টাব্দে সাধারণ-শান্তি সংস্থাপিত হইলে পর জার্ম্মণেরা অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়া উঠিল; কারণ এই সন্ধির নিয়মানুসারে তাহাদিগকে অনেকগুলি ক্ষুদ্র ২ রাজ্যে বিভক্ত ও অটিউটনবংশীয় জাতিদিগের সহিত মিশ্রিত হইতে হইয়াছিল। জার্ম্মণি অষ্ট্রীয়সাম্রাজ্য, প্রুসীয়রাজ্য ও অন্যান্য ক্ষুদ্র ২ রাজ্যে বিভক্ত হয়। অষ্ট্রিয়ার অধিকাংশ অধিবাসীই টিউটন-বংশ-সম্ভূত নহে; কিন্তু প্রুসিয়া ও অন্যান্য ক্ষুদ্র রাজ্য সকলের অধিবাসীরা প্রায়ই টিউটন। প্রুসিয়ার রাজা দূরাকাঙ্ক্ষ ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ; সুতরাং তিনি তাঁহার সাধারণ-সভার মতের বিরুদ্ধে কর আদায় ও বিপুল সৈন্য পালন করিতে লাগিলেন। তিনি গুপ্তভাবে স্বীয় প্রভূতসৈন্যবলে জার্ম্মণ জাতির সম্মিলনসাধনে দৃঢ়সঙ্কল্প হইলেন। তিনি জানিতেন যে তাঁহার প্রজারা তাহাদিগের এই চিরাভিলষিত সম্মিলনের জন্য এতদূর ব্যগ্র যে তাহাদের অভীষ্ট সাধনার্থে তিনি অসৎ ও দুষ্ট উপায় অবলম্বন করিলেও তাহারা তাঁহাকে ক্ষমা করিবে। সুতরাং প্রুসীয়রাজ অতিশয় গুপ্ত ভাবে তাঁহার বিপুল সৈন্যকে যুদ্ধার্থে সজ্জিত করিতে লাগিলেন; এবং ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে যখন তিনি দেখিলেন যে অষ্ট্রীয়সম্রাট্ যুদ্ধার্থে প্রস্তুত নহেন, ও কোন শত্রু যে তাঁহার দেশ আক্রমণ করিবে তদ্বিষয়ে সন্দিহান নহেন, তখন তিনি তাঁহাকে এই মর্ম্মে পত্র লিখিলেন —— "শুনিলাম আপনি আমার রাজ্য আক্রমণের নিমিত্ত সৈন্য সংগ্রহ করিতেছেন, সুতরাং আমি আত্মরক্ষার্থে অগ্রেই অষ্ট্রিয়া আক্রমণ করিতে বাধ্য হইলাম।" এই ব্যপদেশে তিনি সহসা চারিলক্ষ সৈন্য লইয়া অষ্ট্রিয়া আক্রমণ করিলেন। অষ্ট্রীয়েরা যুদ্ধ প্রতিদানে প্রস্তুত ছিল না, সুতরাং প্রুসীয়রাজ সাত সপ্তাহের মধ্যে তাহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে পরাস্ত করিলেন। প্রুসিয়ার রাজা অষ্ট্রীয়সম্রাটের সহিত এই নিয়মে সন্ধি সংস্থাপন করিলেন যে অষ্ট্রীয় সম্রাট্‌কে জার্ম্মণির অন্তর্গত কোন প্রদেশই পরিত্যাগ করিতে হইবে না, কিন্তু প্রুসীয়রাজ অন্যান্য ক্ষুদ্র ২ জার্ম্মণ রাজ্য সকলকে আত্মসাৎ করিলে তিনি কোন প্রতিবাদ করিতে পারিবেন না। এই ক্ষুদ্র ২ রাজ্য সকল যুদ্ধের পূর্ব্বে প্রধানতঃ অষ্ট্রিয়ার প্রভুত্বের অধীন ছিল। সুতরাং যুদ্ধের পরিণাম এই হইল যে, প্রুসীয়রাজ সমস্ত জার্ম্মণ বা টিউটন্ জাতির অধীশ্বর হইলেন; অষ্ট্রীয়-সম্রাটের অধীনে অতি অল্পসংখ্যক টিউটন প্রজাই রহিল, এবং তাঁহার প্রভাব জার্ম্মণি হইতে এক প্রকার তিরোহিত হইল।

এই যুদ্ধ চিরাভিলষিত জার্ম্মণ জাতির সম্মিলনের প্রধান হেতুস্বরূপ হইয়াছিল। প্রুসীয়েরা যুদ্ধের এই পরিণামে এত দূর আহ্লাদিত হইয়াছিল যে প্রুসীয়রাজ যে সাধারণ-সভার ক্ষমতা উল্লঙ্ঘন করিয়াছিলেন তাহা তাহারা মার্জ্জনা করিল। যদিও

এই যুদ্ধের পরিণাম অতি সুন্দর, তথাপি ইতিবৃত্ত লিখিতে হইলে অষ্ট্রীয়সম্রাটের প্রতি প্রুসীয়রাজের বিশ্বাসঘাতকতার বিষয় উল্লেখ না করিয়া থাকা যায় না।

---

## একচত্বারিংশ অধ্যায়।

### স্পেনের দুরবস্থা।

স্পেনের বিখ্যাত রণপোতমালা আর্মাদা মহারাজ্ঞী এলিজেবেথ্ কর্ত্তৃক নষ্ট হইবার পর হইতে স্পেন রাজ্যের ক্রমেই অবনতি হইতেছে; এবং ১৮১৫ খৃষ্টাব্দের সাধারণ-শান্তির পর হইতে ইহার অবস্থা নিতান্ত বিশৃঙ্খল ও শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছে। স্পেনের সেনা আর এক্ষণে শত্রুর হৃদয়ে শঙ্কার উদ্দীপন করে না, কিন্তু শাসনকর্ত্তারা তাহাদের ভয়ে সর্ব্বদাই ত্রস্ত, কেননা প্রায়ই কোন না কোন লোকপ্রিয় সেনানী স্বীয় প্রভুত্ব স্থাপনে বিবিধ প্ররোচনা দ্বারা সৈন্যদিগের সাহায্য লাভে কৃত-কার্য্য হন। ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দে রাজার মৃত্যুর পর আপনাদের দেশের নিয়মানুসারে স্ত্রীলোকে সিংহাসন অধিরোহণ করিতে পারে কি না এই বিষয় স্পেনীয়েরা স্থির করিয়া উঠিতে পারিল না। যাহাহউক রাজ্ঞী ইজাবেলা স্পেনের সিংহাসন অধিরোহণ করিলেন। কিন্তু নিকটতম পুরুষোত্তরাধিকারী তাঁহার বিরুদ্ধে অনেক দিন যুদ্ধ করিয়াছিলেন। ইহার পর ভিন্ন ২ সেনানীরাই বাস্তবিক স্পেনে প্রভুত্ব করিতে লাগিলেন এবং রাজ্ঞী ইজাবেলা তাঁহাদের ইচ্ছামত কার্য্য করিতে বাধ্য হইলেন। অবশেষে ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে স্পেনবাসীরা রাজ্ঞী ইজাবেলাকে দেশ হইতে নিষ্কাসিত করিল। তদনন্তর এক জন সেনানায়ক দুই এক বৎসর পর্য্যন্ত স্পেন দেশে আধিপত্য করেন। তাহার পর স্পেনীয়েরা ইতালির রাজার এক পুত্রকে রাজপদে অভিষিক্ত করে। কিন্তু তিনি যখন দেখিলেন যে স্পেনের সাধারণ প্রজাবর্গ, সম্ভ্রান্তজনগণ, এবং মন্ত্রীগণ সকলেই অসৎ তখন তিনি স্পেনের সিংহাসন পরিত্যাগপূর্ব্বক স্বদেশে প্রত্যাগমন করিলেন। ইহার পর অরাজকতা উপস্থিত হইল।

স্পেনের আধুনিক ইতিহাস পাঠে অনেক উপদেশ প্রাপ্ত হওয়া যায়। বর্ত্তমান-যুগের প্রারম্ভে স্পেন ইউরোপের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষমতাশালী রাজ্য ছিল। ইউরোপের অন্যান্য জাতিদিগের উপনিবেশসকল অপেক্ষা স্পেনের উপনিবেশগুলি অধিকতর ঐশ্বর্য্যশালী ছিল। আমেরিকার সর্ব্বাপেক্ষা সমৃদ্ধিশালী দেশ সকল এই সময়ে স্পেনীয়দিগের অধিকারে থাকে। তত্রাচ স্পেন রাজ্যের এতদূর অবনতি হইয়াছে। যদিও স্পেনদেশের স্থিতিস্থল অতি সুন্দর এবং যদিও ইহার জলবায়ু ইংলণ্ড এবং

জার্ম্মণির ন্যায় শীতল নহে তথাপি ইহার জনসংখ্যা ও ঐশ্বর্য্য উভয়েরই হ্রাস হইয়াছে। ইতিহাসবেত্তারা স্পেনের এই অবনতির কারণ নির্দ্দেশ করিতে চেষ্টা করিয়া থাকেন, কেননা অন্যান্য জাতিরা স্পেনের দৃষ্টান্তে উপদেশ লাভ করিবেন এবং যে ২ প্রমাদ বশতঃ স্পেনের এই অধোগতি হইয়াছে তাহা পরিত্যাগ করিতে চেষ্টা করিবেন।

ইউরোপের সকল জাতি অপেক্ষা স্পেনীয়েরা প্রাচীন পদ্ধতির অধিক অনুসরণ করিয়া থাকেন। ইউরোপের আধুনিক উন্নতির পদবীতে পদবিক্ষেপ করিতে তাঁহারা নিতান্ত অনিচ্ছুক। তাঁহারা অটলভাবে কাথলিক ধর্ম্ম রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন। পাদরিরা যাহা বলেন তাহা ব্যতীত ধর্ম্ম সম্বন্ধে কেহই অন্যমত হইতে পারেন না। ধর্ম্ম ব্যতীত অন্যান্য বিষয়েও লোকদিগের স্বাধীনবৃত্তি অবলম্বন করিবার অধিকার নাই। ইউরোপের অন্যান্য দেশের সহিত তুলনা করিলে স্পেন বিদ্যাশিক্ষা সম্বন্ধে অনেক পশ্চাতে পড়িয়া রহিয়াছে। স্পেনীয়দের সমুদায় পাঠ্য পুস্তকেই স্বাধীনতা-ভাবের অভাব দৃষ্ট হয়। অধুনাতন সময়ে ইউরোপের টিউটন জাতিদের মধ্যে প্রায় প্রত্যেক স্ত্রী ও পুরুষ লেখাপড়া জানেন, কিন্তু স্পেনীয়দের পঞ্চমাংশের একাংশ মাত্র পড়িতে পারেন। এইরূপে স্পেনবাসীদিগের মন নিতান্ত সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। স্পেন এক্ষণে এতদূর দুর্দ্দশাপন্ন হইয়া পড়িয়াছে যে তদ্দেশবাসীরা এক্ষণে অনেকটা তাঁহাদের দুরবস্থার কারণ বুঝিতে পারিয়াছেন। দেশে কি উপায়ে ধর্ম্ম-স্বাধীনতা প্রবর্ত্তিত হইতে পারে সে বিষয়ে প্রধান ২ স্পেনীয়েরা এক্ষণে বিশেষ যত্নশীল হইয়াছেন। অপক্ষপাতী প্রতিনিধি-সভাদ্বারা দেশ শাসনেরও চেষ্টা পাইতে-ছেন। এই সকল উন্নতমনা স্পেনীয়েরা সফলকাম হইলে বোধ হয় স্পেন আবার উন্নতিপদবীতে আরোহণ করিতে আরম্ভ করিবে।

---

## দ্বাচত্বারিংশ অধ্যায়।

### তৃতীয় নেপোলিয়নের পতন।

টিউটন জাতির ক্ষমতা ইউরোপ ও পৃথিবীর অন্যান্য স্থানে বিস্তৃত হইতে দেখিয়া ফ্রান্সাধিপতি তৃতীয় নেপোলিয়ন্ অনেকদিনাবধি ঈর্ষাপরবশ হইয়াছিলেন; দুই এক বার তাহাদিগকে দমন করিতেও চেষ্টা পাইয়াছিলেন। অবশেষে ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে সমুদায় জার্ম্মণজাতি প্রুসীয়রাজের অধীনে একত্রিত হইল। এতদ্দর্শনে নেপোলিয়নের ঈর্ষানল পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। ৬০ বৎসর পূর্ব্বে প্রথম

নেপোলিয়ন্ জার্ম্মণি জয় করেন, এবং তখন ফরাসিরা জার্ম্মণদিগের উপর অনেক অত্যাচার করে। এই কারণবশতঃ ফরাসিদিগের প্রতি জার্ম্মণজাতির প্রগাঢ় বিদ্বেষ জন্মিয়াছিল। ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে জার্ম্মণেরা ফরাসিদিগকে ও ফরাসিরা জার্ম্মণদিগকে ভয় প্রদর্শন করে, এবং উভয় জাতির মধ্যে শীঘ্র যুদ্ধ হইবার সম্ভাবনা হইয়া উঠে। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে যুদ্ধ উপস্থিত হইল। এ যুদ্ধের জন্য সকলেই ফরাসিদিগের উপর দোষারোপ করিবে। এক জনকে অন্য আর এক ব্যক্তির উপর আক্রমণ করিতে উত্তেজিত করা ধর্ম্মনীতিবিরুদ্ধ, এবং নিজে সেই কার্য্য করা অধিকতর দোষার্হ। প্রুসিয়াধিপতি এক কালীন ৬০০,০০০ সৈন্য লইয়া সমরক্ষেত্রে প্রবেশ করিলেন; নেপোলিয়নের সৈন্যসংখ্যা ৩৫০,০০০ মাত্র ছিল; সুতরাং প্রথমাবধি প্রুসীয়দিগেরই অনেক সুবিধা হইল। সম্রাট্ নেপোলিয়ন্ অনেকগুলি যুদ্ধে পরাভূত এবং সসৈন্যে শত্রুদিগের হস্তে নিপতিত হইলেন। জার্ম্মণেরা কিছুদিনের নিমিত্ত তাঁহাকে কারারুদ্ধ করিয়া রাখিল। এদিকে ফরাসিরা তাঁহাকে পদচ্যুত করিল। জার্ম্মণেরা দেখিল যে ফরাসিরা তাহাদিগের সম্রাটের মুক্তির জন্য এক কপর্দ্দকও দিবে না; এবং তাঁহাকে কারারুদ্ধ রাখিতে গেলে অনেক ব্যয় পড়ে। এই সকল বিবেচনা করিয়া তাহারা নেপোলিয়ন্‌কে কারামুক্ত করিল। নেপোলিয়ন্ ইংলণ্ডে গমনপূর্ব্বক তথায় দুই বৎসর কাল বাস করিয়া মানবলীলা সম্বরণ করিলেন। তাঁহার এক মাত্র পুত্র এক্ষণে ইংলণ্ডে আছেন। ফরাসিরা সর্ব্বদাই তাহাদিগের শাসনপ্রণালী পরিবর্ত্তিত করিয়া থাকে। সুতরাং মৃত ফরাসি-সম্রাট্-পুত্র যে সময়ে পৈতৃক রাজ্য লাভ করিতে পারেন ইহা অসম্ভব বলিয়া বোধ হয় না।

নেপোলিয়ন্ শত্রুহস্তে বন্দী হইলে ফরাসিরা সাধারণ-তন্ত্র সংস্থাপন করিল; অর্থাৎ দেশশাসনের ভার একটী সাধারণ-সভার উপর অর্পণ করিল। তাহারা পাঁচ লক্ষের অধিক নূতন সৈন্য সংগ্রহ করিয়া বিজয়ী জার্ম্মণদিগকে স্বদেশ হইতে বহিষ্কৃত করিতে বিশেষ চেষ্টা করিল, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইতে পারিল না। জার্ম্মণেরা অর্দ্ধেক ফ্রান্স জয় করিল। রাজধানী পারিস্ তাহাদের হস্তগত হইল। অবশেষে ফরাসিরা কয়েকটী সুন্দর প্রদেশ প্রদানপূর্ব্বক তাহাদিগের সহিত সন্ধি স্থাপন করিল। জার্ম্মণদিগের মধ্যে একতা পূর্ব্বাপেক্ষা দৃঢ়তর হইল, এবং তাহাদিগের ক্ষমতা দিন২ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। তাহারা প্রুসিয়ার রাজাকে সমস্ত জার্ম্মণির সম্রাট্‌পদে অভিষিক্ত করিল। তিনি প্রুসিয়ার——অর্থাৎ জার্ম্মণির অধিকাংশের——রাজা রহিলেন, এবং জার্ম্মণ সম্রাট্ বলিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জার্ম্মণজাতিদিগকে প্রয়োজন হইলে আপনার অধীনে যুদ্ধে লইয়া যাইতে পারিবেন এরূপ ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইলেন। প্রুসীয়েরা ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে অষ্ট্রীয়দিগকে, এবং ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে ফরাসিদিগকে যেরূপ সহজে জয় করেন তাহা দেখিয়া সকলেরই বিস্ময় জন্মে। পুরাকালে ইউরোপীয় জাতিদিগের মধ্যে যুদ্ধ দীর্ঘকাল স্থায়ী

হইত। প্রথম নেপোলিয়ন্ এক বৎসরে একটী জাতিকে জয় করিতে পারিতেন। কিন্তু ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে জার্ম্মণেরা ফরাসিদিগকে কয়েক সপ্তাহ মধ্যে পরাস্ত করে। জার্ম্মণদিগের সৈন্যশিক্ষার একটী সুন্দর প্রণালী আছে। এই প্রণালী অনুসারে দুই এক বৎসরেব মধ্যেই জার্ম্মণ যুবকেরা যুদ্ধ কৌশল শিখিতে পারে। যুদ্ধ উপস্থিত হইলে ইহাদের অনেকে বিষয় কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া একত্র মিলিত হয়, এবং শত্রুরা প্রস্তুত হইবার পূর্ব্বে লৌহবর্ত্ম যোগে তাহাদিগের রাজ্যে প্রবেশ করে। বিপক্ষ রাজ্য নিকট হইলেই এই প্রণালী বিশেষ কার্য্যকর হয। এক্ষণকার যুদ্ধের সময় সৈন্যদিগের খাদ্যসামগ্রীর আযোজন করিবার নিমিত্ত অনেকগুলি লোকের স্বদেশে থাকা আবশ্যক। ফরাসি এবং জার্ম্মণদিগের মধ্যে এই অল্পকালস্থায়ী যুদ্ধ হইতেই জানা গিয়াছে যে এত মহতী জার্ম্মণ সেনা সমর ক্ষেত্রে এক বৎসর কাল থাকিলে জার্ম্মণি একান্ত অবসন্ন হইয়া পড়িত।

---

## ত্রয়শ্চত্বারিংশ অধ্যায়।

### প্রতিনিধি দ্বারা রাজ্য শাসন।

ইংলণ্ডের অনুকরণে ইউরোপেব প্রধান ২ দেশ সকল এক্ষণে কর আদায় এবং রাজস্ব ব্যযের ভার প্রজা-প্রতিনিধি-সভার হস্তে সমর্পণ করিয়াছে। ইউরোপের রাজ্য সকলে শাসনপ্রণালীগত অনেক বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হয; কোথাও বা সম্রাট্ কোথাও বা রাজা আছে, এবং কোন ২ দেশে রাজা বা সম্রাট্ কিছুই নাই। কিন্তু কর আদায় ও রাজস্ব ব্যয় করিবার ক্ষমতা করদাতাদিগের হস্তে রহিয়াছে বলিয়া রাজা থাকায় আর না থাকায় অধিক প্রভেদ লক্ষিত হয় না। এরূপ দেশ বাস্তবিকই স্বাধীন।

ফ্রান্স, ইতালি, জার্ম্মণি ও অষ্ট্রিয়া এই কয়েকটী দেশে রীতিমত প্রতিনিধি-সভা আছে। এই সভার কর আদায় ও রাজস্ব ব্যয় সম্বন্ধে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দেখিতে পাওয়া যায়। রুসিয়ার সম্রাট নামে স্বেচ্ছাচারী, কিন্তু বস্তুতঃ প্রজাদিগের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কর আদায় করিবার তাঁহার ক্ষমতা নাই। তিনি আপনার আমোদ প্রমোদের জন্য সমুদায় রাজস্ব ব্যয় করিতে পারেন না, সাধারণের হিতের জন্য তাহার অধিকাংশ ব্যয় করিতে হয়। ইউরোপের অন্যান্য দেশ অপেক্ষা ইংলণ্ডে এরূপ শাসনপ্রণালী বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে। প্রায় দুই শত বৎসর হইল জাতি-সাধারণ-সভার উপর রাজস্বের আয়ব্যয়নির্দ্ধারণের ভার অর্পিত হইয়াছে। কিন্তু অন্যান্য ইউরোপীয় দেশে এই প্রণালীটি আধুনিক বলিতে হইবে।

---

## চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায়।

### আসিয়ার বর্ত্তমান অবস্থা।

তামস-যুগে আসিয়া সভ্যতা ও ক্ষমতায় ইউরোপের সমকক্ষ ছিল। ক্রুসের যুদ্ধ ও মুসলমানদিগের কর্ত্তৃক স্পেন্ ও তুরুষ্ক বিজয় ইহার প্রমাণ। কিন্তু ইউরোপীয়-জাতিদিগের মধ্যে বৈজ্ঞানিক আবিষ্ক্রিয়াদি আরম্ভ হওয়া অবধি আসিয়ার ইতিহাস অতি ম্লান ভাব ধারণ করিয়াছে। এক্ষণে আসিয়ার অধিবাসীগণ ইউরোপীয়দিগের নিকট সহজেই পরাজিত হইতেছে, সুতরাং তাহাদিগের রাজনৈতিক তেজ ও ক্ষমতা কিছুই নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ইউরোপীয়েরা ইচ্ছা করিলে এক্ষণে সমস্ত আসিয়াই জয় করিতে পারেন। তুরকী ব্যতীত ইউরোপীয় সকল জাতিরা ইংরাজদিগের অনুকরণে জাতি-সাধারণ-সভা সংস্থাপন করিয়াছেন, এবং লৌহবর্ত্ম, তাড়িত বার্ত্তাবহ ও অন্যান্য অসংখ্য উদ্ভাবনা দ্বারা স্ব২ দেশের উন্নতিসাধন করিতেছেন। কিন্তু আসিয়ার প্রায় অধিকাংশ দেশই এক্ষণে নিদ্রিতাবস্থায় রহিয়াছে। সহস্র বৎসরপূর্ব্বে তাঁহারা যে রীতিনীতি ও আচারব্যবহার অনুসরণ করিতেন আজও পর্য্যন্ত সেই সকল তাঁহাদিগের মধ্যে প্রচলিত রহিয়াছে। আরব, পারস্য ও চীনদেশে এক শত বৎসরেও অতি সামান্য পরিবর্ত্তন দৃষ্ট হয় না, এবং তাহারা শত বৎসর পূর্ব্বে যেরূপ সমৃদ্ধিশালী ছিল এখনও ঠিক্ সেইরূপ আছে। কিন্তু ইংলণ্ডে ৫০ বৎসরের মধ্যে সমুদায় পরিবর্ত্তিত, লোকসংখ্যা দ্বিগুণিত এবং ঐশ্বর্য্য চতুর্গুণিত হইয়াছে। লৌহবর্ত্ম ও তাড়িত বার্ত্তাবহ দ্বারা লোকের গতি-বিধি ও কার্য্যপ্রণালী যথেষ্ট পরিমাণে পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে।

ভারতবর্ষের বর্ত্তমান অবস্থা আসিয়ার অন্যান্য দেশ হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। এখানে ইংরাজেরা নানা বিষয়ের উন্নতি করিতেছেন। আসিয়ার মধ্যে শুদ্ধ ভারতবর্ষে লৌহবর্ত্ম ও ডাকের সুন্দর প্রথা দৃষ্ট হয়। এবং শুদ্ধ এই দেশে ও আসিয়ার অন্য কোন ২ দেশের কয়েকটী নগরীতে (যেখানে ইউরোপীয় অধিবাসীর সংখ্যা বিস্তর) গ্যাসালোক ও জলপ্রণালী (জলের পাইপ্) আছে। ভারতবর্ষে শিক্ষা বিষয়ে উন্নতির নিমিত্ত গবর্ণমেণ্ট বিশেষ চেষ্টা করিতেছেন।

আফ্রিকার অধিবাসীরা আসিয়ার লোকদিগের অপেক্ষা হীনাবস্থাপন্ন। বিদেশীয়-দিগের নিকট হইতে কোন প্রকার উন্নতি গ্রহণ করিতে তাহারা আসিয়িকদিগের অপেক্ষাও অধিকতর অসমর্থ।

---

# পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায়।

## ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে ইংরাজজাতির অবস্থা।

রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার শাসনকালে ইংরাজজাতি ও ইংরাজক্ষমতা পৃথিবীর সকল স্থানেই বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে। প্রাচীন ইংরাজজাতি এক্ষণে সংখ্যায় ও ক্ষমতায় অন্যান্য সকল জাতি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে। ইহাদের পরেই ইউনাইটেড্-ষ্টেট্স্বাসী আধুনিক ইংরাজজাতিকে নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। এবং ইউনাটেড্ ষ্টেট্স্বাসীদের পরে সম্ভবতঃ জার্ম্মণজাতির নাম উল্লিখিত হইতে পারে। ইংরাজজাতি যে টিউটন বংশের শাখা জার্ম্মণেরা সেই বংশের স্কন্ধ স্বরূপ।

ইংরাজেরা প্রায় সমুদায় উত্তরামেরিকা, মহাদেশ অষ্ট্রেলিয়া, এবং নবজিলণ্ড ও টাস্মানিয়া দ্বীপ অধিকার করিয়াছেন। দক্ষিণ আফ্রিকার অন্যান্য স্থানে ইংরাজ ঔপনিবেশিকদিগের সংখ্যা দিন ২ বৃদ্ধি হইতেছে। ইংরাজজাতি ও ইংরাজী ভাষার বিস্তৃতি দেখিয়া এরূপ বোধ হয় যে ইহারা সময়ে সমস্ত ভূমণ্ডলে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িবে। ইংরাজজাতির বৈজ্ঞানিক আবিষ্ক্রিয়া ও তৎবিষয়ক পুস্তক সকল এত উৎকৃষ্ট যে সেই সকল পাঠ করিবার নিমিত্ত বিদেশীয় বিদ্বান ও বিজ্ঞানবিৎ ব্যক্তিরা ইংরাজীভাষা শিক্ষা করিতেছেন; ইংরাজী ভাষাকে বিশ্ব-ভাষা করিবার নিমিত্ত সর্ব্বত্র প্রস্তাব উত্থাপিত হইয়াছে। ইতিপূর্ব্বে লাটিনই বৈজ্ঞানিক ভাষা ছিল। ওলান্দাজী ভাষায় কোন পুস্তক রচিত হইলে ওলন্দাজেরাই তাহা বুঝিতে পারিত, রুসীয় ভাষায় লিখিত হইলে রুসীয়েরাই তাহা পড়িতে পারিত। এই নিমিত্ত বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতেরা কোন পুস্তক রচনা করিতে হইলে, সকল দেশের পণ্ডিতদিগের জ্ঞানসৌকর্য্যার্থে তাহা লাটিন্ ভাষায় লিখিতেন, কারণ ইউরোপে সকল জাতির বিদ্বান্ ব্যক্তিরা লাটিন্ভাষা শিক্ষা করিয়া থাকেন।

পূর্ব্বেই উল্লেখ করা গিয়াছে যে গ্রীক্ ও রোমকেরা তদাপরিজ্ঞাত সমস্ত জগতে সাম্রাজ্য সংস্থাপন ও সভ্যতার উচ্চতম শিখরে আরোহণ করিলে পর তাহারা বর্ব্বর জাতিদিগের কর্ত্তৃক পরাভূত হয়; ও সেই সময় হইতে সভ্যতার অবনতি ও তামস-যুগের আরম্ভ হয়। আমেরিকাতেও বোধ হয়, কলম্বসের আবিষ্কারের বহুকাল পূর্ব্বে অসভ্য জাতিরা আসিয়া আদিম সভ্য অধিবাসীদিগকে উন্মূলিত করে। এই কারণবশতঃই তাহাদের কৃষি, স্থপতি এবং অন্যান্য বিদ্যাসকল সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হইয়াছে। লোকে এক্ষণে তাহার চিহ্নও দেখিতে পায় না।

এই সকল ব্যাপার দেখিয়া শুনিয়া সহজে প্রত্যেক ইংরাজের অন্তরে এই প্রশ্নের উদয় হয় যে সময়ে কি ইংরাজজাতি ও ইংরাজসভ্যতারও এই পরিণাম হইবে? এই প্রশ্নের একমাত্র উত্তর, — না। পৃথিবীর সকলস্থান আবিষ্কৃত হইয়াছে;

ইহাও জানা গিয়াছে যে পৃথিবীর কোন ক্ষুদ্র প্রদেশে এমন কোন জাতিই নাই যাহারা হঠাৎ আসিয়া ইংরাজদিগকে আক্রমণ করিবে। আবার ইহাও নিশ্চয় যে কোন জাতি বিজ্ঞান বিষয়ে ইংরাজদিগের তুল্য না হইলে সমরে তাঁহাদের সমকক্ষ হইতে পারিবে না। যখন জর্ম্মণেরা রোমকদিগকে পরাজয় করিয়াছিল, তখন উভয় জাতিই তরবারি ও বর্শা ব্যবহার করিত, তাঁহাদের মধ্যে যে জাতির সাহস ও বাহুবল অধিক ছিল সেইজাতিই জয় লাভ করিল। কিন্তু একালে [illegible] হইতে কোন জাতি কামান, বন্দুক, লৌহবর্ম্ম, বাষ্পীয়পোত ও তাড়িতবার্ত্তাবহ প্রস্তুত করিতে না পারিলে এবং সম্যক্ ধনশালী না হইলে যুদ্ধে জয় লাভ করিতে পারিবে না। স্বজাতির কোন বর্দ্ধনশীল শাখা ব্যতীত অন্য কাহারও দ্বারা ইংরাজেরা বর্ত্তমান সর্ব্বোচ্চপদবী হইতে বিচ্যুত হইবেন না, এবং এরূপ সম্ভাবনাও অধুনা অতি দূরবর্ত্তিনী বলিয়া বোধ হয়। কারণ ইংলণ্ডের ইংরাজেরা বলে ও বুদ্ধিতে অন্যান্য স্থানের ইংরাজ হইতে শ্রেষ্ঠ। ইউনাইটেড্ ষ্টেট্স্ ও অন্যান্য উপনিবেশের ইংরাজেরা প্রাচীন ইংরাজজাতির সম্পূর্ণ সমকক্ষ নহেন; ইংরাজেরা শিল্প বিষয়ে প্রাচীন গ্রীকদিগের তুল্য নহেন——বোধ হয় সাহিত্য বিষয়েও কিঞ্চিৎ ন্যূন। গ্রীকেরা বিজ্ঞান বিষয়ে অল্পই উন্নতি করিয়াছিলেন। কিন্তু সেই বিজ্ঞানই ইংরাজদিগের বল। প্রতি নগরে, প্রতি গ্রামে অনেক স্ত্রী ও পুরুষ আছেন যাঁহারা বিজ্ঞানের জন্যই বিজ্ঞানের আলোচনা করিয়া থাকেন। যাহা আবিষ্কৃত হইয়াছে ও যাহা সুপণ্ডিত লোকদিগের নিকট শিক্ষা করা যায় তাহাতেই তাঁহারা সন্তুষ্ট থাকেন না। নূতন ২ বিষয়ের আবিষ্কার দ্বারা জড় জগতের উপর মনুষ্যের ক্ষমতা বৃদ্ধি করিতে সমধিক যত্ন করেন। যদিও নূতন ২ বিষয় আবিষ্কার করা সকলের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না তথাপি তাঁহাদের এরূপ যত্ন থাকাতে দিন ২ পৃথিবীর উন্নতি সংসাধিত হইতেছে। জার্ম্মণ, ইউনাইটেড্ ষ্টেট্স্বাসীরা এবং কতক পরিমাণে অন্য কোন ২ ইউরোপীয় জাতিরা বিজ্ঞান বিষয়ে উৎসাহী বলিয়া তাঁহারা ইংরাজদিগের সঙ্গে সঙ্গে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছেন। অন্য জাতির আবিষ্কার ও উন্নতির অনুসরণ করিলেই পর্য্যাপ্ত হয় না, প্রত্যেক জাতির হৃদয়ে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান অন্তর্নিবেশিত করা উচিত।

সমাপ্ত।

CALCUTTA:— [illegible]